DEDICATED

TO

MY

BELOVED CHILDREN.

ভূমিকা।

বঙ্গসাহিত্য সংসারে আমি একজন অপরিচিত নূতন লেখক, সুতরাং এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে যেরূপ উপেক্ষিত হইয়া থাকে আমিও তদ্রূপ হইব তাহা নিশ্চয় জানিতেছি। যদি বলেন, তবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কেন? উত্তর—আমোদ পাইবার আশায়। লিখিবার সময় আমোদ হইয়াছিল, নিজের লেখা ছাপা হইলে আরও আমোদ হইবে, যাহাদের উৎসর্গ করিয়াছি, তাহারাও আমোদিত হইবে নিশ্চয় জানি; বন্ধুবান্ধবগণ যাহারা আমাকে ভালবাসেন গ্রন্থ ভাল না হইলেও আমি লিখিয়াছি বলিয়া সুখী হইবেন। যখন এতগুলি লোক নিশ্চয় আমোদিত ও সুখী হইবে তখন কেন ছাপাইব না? তবে গ্রন্থ ভাল হইলে পাঠক মাত্রেই অথবা অধিকাংশ পাঠকই সুখী হইতেন, কিন্তু সে আশা আমার দুরাশা মাত্র।

পুস্তকখানি গোল্ডস্মিথ সাহেব কৃত প্রসিদ্ধ Vicar of Wakefield নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বইখানি পঠদ্দশায় একবার পড়িয়াছিলাম, তখন শিক্ষকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, উহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু নিজে উহার গুণাগুণ তখন বিশেষ বুঝিতে পারি নাই। গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় আমার অবকাশ থাকায় এবং উক্ত পুস্তকখানি নিকটে থাকায় উহা আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলাম। উহার ভাষার সরলতা, ভাবের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা আমার মনকে এতই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে বঙ্গভাষায় উহা অনুবাদ করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। অবিকল অনুবাদ করিলে উহা আমাদের রীতিনীতি ও

সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বড়ই বিসদৃশ দেখায়; সুতরাং ঐ পুস্তকের ভাষা, রচনা এবং উপাখ্যানের বিষয় বজায় রাখিয়া এবং আমাদের সমাজিক আচার ব্যবহারের সহিত যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা সহৃদয় পাঠকগণের বিচার্য্য। এই পুস্তকের প্রণয়ন বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ লেখক, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রণেতা।

কলিকাতা।
৬৬।৬৭ নং কলেজষ্ট্রীট।
১৮ মার্চ্চ, ১৯০৩।

ভট্টাচার্য্য পরিবার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নিবাস নবদ্বীপ। এই গ্রামে আমি পৌরহিত্য ব্যবসা করি। আমার অনেকগুলি যজমান আছে। গ্রামের সকল লোকেই আমাকে বিশেষ ভালবাসে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আমি সর্ব্বদাই যজমানগণের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি। প্রায়ই সকলের বাড়ী যাইয়া তাহাদের কুশল বার্ত্তা লইয়া আসি, এবং বিপদ্ সম্পদে তাহারাও আমার পরামর্শ গ্রহণ করে। আমার গৃহিণী সারদাসুন্দরী পতিব্রতায় সাবিত্রী, রন্ধনে দ্রৌপদী, গৃহকর্ম্মে সুশীলার ন্যায় কর্ম্মিষ্ঠা। প্রাত্যহিক সন্ধ্যা বন্দনাদি ও যজন যাজনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া আমার যে টুকু অবসর থাকে তাহা কখনও বা শাস্ত্রাদি পাঠে, কখনও বা পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে অতিবাহিত হয়। আমার একটী টোল আছে, চারি পাঁচটী ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করে। আমি তাহাদিগকে পাঠ বলিয়া দেই।

আমার চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামকমল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম কৃষ্ণকমল, অপর দুইটী এক্ষণে নিতান্ত শিশু। প্রথমা কন্যাটীর নাম লীলাবতী, অপরটীর নাম সাবিত্রী। কন্যা দুইটী বেশ সুন্দরী। আমার পুত্র কন্যাগুলি অতি সংস্বভাবান্বিত; আমি তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা দিয়া থাকি। বিবাহ সম্বন্ধে আমার একটী বিশেষ মত আছে। আমার মতে যথাসময়ে সকলেরই বিবাহ করা উচিত; এবং বহুবিবাহের আমি একান্ত বিরোধী। আমার মতে একবার স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা অতীব গর্হিত কার্য্য। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকমল এক্ষণে যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং তাহার বিবাহ দেওয়া আমি বিশেষ আবশ্যক মনে করি। এই গ্রামে হরিহর চক্রবর্ত্তীর সরলা নামে একটী কন্যা আছে। কন্যাটী দেখিতে অতি সুন্দরী এবং সুশীলা। মেয়েটী মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসে ও আমার গৃহিণী তাহাকে বড় ভাল বাসেন। ঐ মেয়েটীর সহিত রামকমলের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলাম। রামকমলেরও সেই কন্যাটীকে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। রামকমল সংস্কৃত—কলেজে অধ্যয়ন করিত, এক্ষণে বি এ.পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। আমার ইচ্ছা শীঘ্র তাহার বিবাহ দিয়া চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিই।

হরিহর চক্রবর্ত্তীর নিকট আমার পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলাম তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি দিলেন। আমার এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে মহা হলুস্থূল পড়িয়া গেল। মেয়েরা সর্ব্বদাই বিবাহের কথা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। গৃহিণী বিবাহের জন্য নানা প্রকার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন। আমি কিন্তু সেসময়ে বহুবিবাহ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক

লিখিতেছিলাম; সুতরাং ঐ সকল বিষয় বড় লক্ষ্য করি নাই। এই সময়ে ঐ পুস্তক খানি লেখা সম্পূর্ণ হইল; পুস্তক খানি সমাপ্ত করিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল।

আমি যে সকল তর্ক যুক্তি-দ্বারা বহুবিবাহ অবৈধ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অকাট্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। পুস্তক খানি ছাপাইবার পূর্ব্বে আমার বন্ধু এবং ভবিষ্যৎ কুটুম্ব হরিহরকে দেখাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। এই সময়ে হরিহর একদিন আমাকে আহারের জন্য তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে বিবাহের দিনস্থির এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বন্দোবস্ত স্থির হইবে এইরূপ কথা হইল। কিন্তু অনেক সময়েই মানুষ যাহা গড়িতে যায়, দৈব তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়। আমি সেই দিন আমার রচিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খানি তাঁহাকে দেখাইলাম। কিন্তু দুঃখ এই যে, তিনি আমার বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিলেন। তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মতাবলম্বী সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং আমার মতের ঘোর বিরোধী। আমরা উভয়ে এ বিষয়ে ঘোর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদিগকে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তথায় উপস্থিত আমার জনৈক আত্মীয় বর্ত্তমান অবস্থায় আমাকে অনর্থক বাদানুবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং অন্তরালে ডাকিয়া উপস্থিত শুভকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল বিচার বিতর্ক স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "কি! আমি সত্যের অপলাপ করিয়া, পুত্রের বিবাহ দিয়া চরিতার্থ হইব? তুমি যদি আমাকে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি ত্যাগ করিতে বল, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমার যুক্তি ত্যাগ করিতে পারিব না।" বন্ধু বলিলেন,

"আপনার ধন সম্পত্তি ত কিছুই নাই। আপনি কলিকাতার যে হরসুখ দয়ালচাঁদদিগের গদিতে টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহারা দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় আপনার সে সমস্ত টাকা মারা গিয়াছে; আপনি তাঁহার এক কপর্দ্দক ও পাইবেন না। এ সংবাদ আমি আপনাকে এক্ষণে দিতাম না, কিন্তু আপনি যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে উহা জানান ভিন্ন আপনাকে নিরস্ত করিবার অন্য উপায় দেখিলাম না; অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক্ষণে এইরূপ তর্ক করিয়া সমস্ত কার্য্য নষ্ট করা আপনার উচিত কি না? হরিহর এক্ষণে বেশ সুসার সঙ্গতি করিয়াছেন। আপনার পুত্রের সহিত উঁহার কন্যার বিবাহ হইলে আপনি অনেকগুলি টাকা যৌতুক পাইবেন।" আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! বলেন কি? আমাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাপি আমার অভিমতের বিপরীত কার্য্য করিতে পারিব না। উঁহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ কখনই দিব না"—এই কথা বলিয়া আমি হরিহরের নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

তৎপরে বাটী আসিয়া আমার পরিবারবর্গকে এই সকল সংবাদ জানাইলাম, তাহাতে তাঁহারা সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। হরিহরও আমার সম্পত্তিনাশের সংবাদ জানিতে পারিয়া এ সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়াতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

এখন আমাদিগের এক মাত্র আশা, হয়ত আমার সম্পত্তি নাশের সংবাদ অমূলক জনরব মাত্র। কিন্তু দুই দিন অতীত হইতে না হইতেই কলিকাতা হইতে আমার জনৈক আত্মীয়ের এক পত্র পাইলাম তাহাতে হরসুখ দয়ালচাঁদদিগের দেউলিয়া হইবার সংবাদ সবিস্তারে লেখা ছিল। অর্থনাশের জন্য আমি নিজে কিছুমাত্র কাতর হই নাই কিন্তু আমার পরিবার বর্গের হৃদয় এখনও সুশিক্ষা দ্বারা এরূপ গঠিত হয় নাই যে, তাহারা "নপ্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে অবিচলিত থাকিবে; সুতরাং তাহাদের জন্যই আমার যাহা কিছু ভাবনা। দশ পনর দিন যাবৎ তাহাদের সান্ত্বনা করিতেই কাটিয়া গেল। আমার পরিবারবর্গের মনও কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। এক্ষণে আমি জীবিকানির্ব্বাহের কোনরূপ চেষ্টা দেখিতে বাধ্য হইলাম।

এই গ্রামে আমরা যেরূপ মান সম্ভ্রমের সহিত এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান নিঃস্ব অবস্থায় এখানে বাস করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। কারণ তাহা হইলে আমার পরিবারবর্গ পূর্ব্ব স্বচ্ছল অবস্থা এবং মান সম্ভ্রমের বিষয় স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই অসুখী হইবে।

এই গ্রাম হইতে পনর ক্রোশ দূরে বিবগ্রাম নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। সেখানে দুই চারিটী ভদ্রলোক ভিন্ন সমুদয়ই কৃষকের বাস। সেখানে আমার পৈত্রিক-সম্পত্তি দশ বিঘা লাখেরাজ জমি ছিল। আমার বর্ত্তমান নিবাস হইতে অনেক দূরে থাকায় উহার খাজনা আদায় করা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। ঐ জমী প্রজার নিকট ভাগে বিলি ছিল; কিন্তু উৎপন্ন শস্যের অংশ আমরা নিয়মিতরূপে কখনও পাইতাম না। আমার দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণকমল তথায় যাইয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া কখন কখন কিছু কিছু ধান্য লইয়া আসিত। আমার নিজের বিশেষ কিছু অভাব ছিল না বলিয়াই উৎপন্ন শস্যাংশ পাইবার জন্য প্রজাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতাম না; সুতরাং তাহারা ইচ্ছানুসারে যাহা দিত তাহাই লইতাম। আমি এক দিন স্বয়ং তথায় যাইয়া উক্ত প্রজাদিগকে আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইলাম এবং লাঙ্গল, গরু ও কৃষক রাখিয়া নিজে ঐ জমি আবাদ করিব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করায় প্রজারা আহ্লাদের সহিত ঐ জমি ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইল; বিশেষতঃ আমি ঐ গ্রামে বাস করিব শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল।

আমার জ্যেষ্ঠ-পুত্র সংস্কৃত কলেজ হইতে বি এ পাশ করায় সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিল। আমি এক্ষণে তাহাকে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় যাইবার জন্য আদেশ করিলাম। রামকমল যাত্রা কালে ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়নে

মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। মাতার আশীষ বাণী ও আলিঙ্গন গ্রহণ করিয়া আমার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমাকে প্রণাম করিলে আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম "বৎস! মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দশগণ্ডা মাত্র পয়সা লইয়া পদব্রজে কলিকাতায় আসিয়া প্রভূত যশঃ মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে দশটী টাকা লও—ইহাই তোমার দশ সহস্র হউক এবং আশীর্ব্বাদ করি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত মানী ও যশস্বী হও। আর এই ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি তোমাকে দিলাম। ইহার এক একটী শ্লোকের মূল্য লক্ষ মুদ্রা। ভ্রমণ কালীন যখন কোনও কষ্ট অনুভব করিবে, তখন এই অমূল্য গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া অশান্তি দূর বরিবে। বৎস! তুমি যেখানেই থাকনা কেন, বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া আমাকে দেখা দিবে এবং সর্ব্বদা সচ্চরিত্রে ও সাবধানে অবস্থান করিবে; যাও বৎস—এক্ষণে বিদায়।"

রামকমলকে বিদায় দিয়া আমরা বিল্বগ্রামে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকায় পরিণত করিলাম। সমস্ত দেনা পাওনা পরিশোধ করিয়া আমার হস্তে এক্ষণে পাঁচশত টাকা মাত্র রহিল। এই টাকার মধ্যে চারিশত টাকা সেলামী দিয়া বিল্বগ্রামের জমীদারের নিকট হইতে ৫০/ বিঘা জমী জমা করিয়া লইলাম। এই জমার সামিল একটী বাস্তভিটা ও তদুপরি চারিখানি খড় ছাওয়া মাটির ঘর ছিল। বাকী একশত টাকা সম্বল লইয়া আমরা সকলে গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হইলাম। দুই খানি গাড়ীতে আমাদের তৈজসাদি বোঝাই করিলাম; আর একখানিতে আমার কন্তা দুইটী উঠিল

অপর একখানি গাড়িতে গৃহিণী তাঁহার শিশুপুত্র দুইটীকে লইয়া উঠিলেন। আমিও কৃষ্ণকমল পদব্রজে চলিলাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোকই বিল্বগ্রামে যাত্রাকালীন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। এই বিদায় গ্রহণ ব্যাপার অতি হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রণামপূর্ব্বক আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সাশ্রু-নয়নে গৃহে প্রত্যাগমন করিল; কেহ কেহবা আমার শিশু সন্তান দুইটীকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার তাহাদের মুখচুম্বন করিতে লাগিল। কতকগুলি দরিদ্র গৃহস্থ সপরিবারে রোদন করিতে করিতে ক্রোশাধিক পথ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। তাহাদিগের সকরুণ ক্রন্দনে আমাদিগের মন বড়ই বিচলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা একটী চটীতে উপনীত হইলাম এবং আহারাদি করিবার জন্য একটী দোকানে গিয়া বসিলাম; দোকানদার আমাদিগকে একখানি ঘর দেখাইয়া দিল। গৃহিণী তথায় পাক করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আমার কন্যা দুইটী তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। চাউল দাউল হাঁড়ি কাষ্ঠ প্রভৃতি দোকানদারের নিকট হইতে খরিদ করিলাম। পাকের বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি তামাকু সেবন করিতে করিতে দোকানদারের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলাম তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, সে বিল্বগ্রাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের বিশেষ খবর রাখে। বিশেষতঃ বিল্বগ্রামের জমীদার শশিভূষণের সম্বন্ধে আমাকে অনেক কথা বলিল। জমীদার মহাশয় আমোদ প্রমোদ ব্যতীত সংসারের আর কোন বিষয়ের সম্বাদ রাখেন না; বরং লাম্পট্য দোষের নিমিত্ত তিনি সকলের নিকট নিন্দনীয়। অর্থের প্রলোভনে এবং নানাবিধ ছলনায় তিনি অনেক

"আমার পরিবারবর্গ গাড়ীতে উঠিল ; আমি এবং যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর উভয়ে গল্প করিতে করিতে পদব্রজে চলিলাম।"

কৃষককন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। আমাদের ভাবী জমীদারের এ প্রকার পরিচয় পাইয়া আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম। আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এরূপ সময়ে দোকানদারের পত্নী আসিয়া তাহার স্বামীকে জানাইল যে, যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর দুই দিন ধরিয়া এখানে আসিয়াছে অথচ খাদ্যাদির মূল্য ও ঘর ভাড়া কিছুই দিতে পারিতেছে না। দোকানদার উত্তর করিল—যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর টাকা দিতে পারিতেছে না, ইহা কখনই হইতে পারে না, কারণ কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাঁহাকে, খোঁড়া ভিখারী-ঠাকুরকে, আট আনা ও রসময় ঠাকুরকে তাঁহার কন্যার বিবাহ জন্য পাঁচটাকা, দান করিতে দেখিয়াছি। দোকানদার পত্নী কিন্তু তখনও জিদ্ করিয়া বলিতে লাগিল যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর টাকা দিতে অপারগ। দোকানদার এবিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ জন্য যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের নিকটে গেল; আমিও কৌতূহল বশতঃ এই অদ্ভুত দানশীল ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। দেখিলাম,—তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, পরিধানে ভাল শান্তিপুরে ধুতি, গাত্রে আল্‌পাকার কোট; কিন্তু কাপড় খানি অতিশয় ময়লা, কোটটী এত পুরাতন হইয়াছে যে, উহার প্রাকৃত কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে এক্ষণে ধূসর বর্ণ হইয়াছে ও স্থানে স্থানে হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়িয়াছে। তাঁহার শারীরিক গঠন বেশ বলিষ্ঠ; মুখখানি দেখিলে চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হয়; কথাবার্ত্তা সাদাসিদে, আদব কায়দা কিছুমাত্র নাই। আমি তাঁহাকে মুদীর দেনা শোধ করিতে অপারগ দেখিয়া বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দুইটী টাকা দিলাম। তিনি সন্তোষের সহিত উহা গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "মহাশয়, কল্য ভ্রমক্রমে আমার ব্যাগে যা। কিছু ছিল তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি, এক্ষণে দেখিতেছি

সে এক প্রকার ভালই হইয়াছে, নচেৎ মহাশয়ের ন্যায় সদাশয় লোক যে সংসারে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এ বিষয় কখনই প্রত্যক্ষীভূত হইত না। যাহা হউক, মহাশয়ের নাম ও ঠিকানাটী আমাকে বলুন, সুবিধা হইলেই আমি এই টাকা প্রত্যর্পণ করিব।” আমি যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরকে আমার নাম এবং গত দুর্ঘটনার বিষয় সমুদয় বলিলাম এবং বিল্বগ্রামে বাসের জন্য উঠিয়া যাইতেছি তাহাও জানাইলাম। তিনি বলিলেন,—“বেশ ভালই হইয়াছে, আমিও সেই দিকে যাইতেছি। বন্যার কারণ আমি দুই দিন হইতে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, কল্যতক নদীর জল অনেক কমিয়া যাইবে; আমরা একসঙ্গেই যাইব।” পথে একজন ভদ্রলোক সঙ্গী পাইব এবং কথোপকথনে পথশ্রান্তি অনুভূত হইবে না ভাবিয়া আমি সুখী হইলাম। তাঁহাকে আমার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিলাম। আহারান্তে উভয়ে নানাবিধ বিষয়ে কথোপকথনের পর আমরা সকলে শয়ন করিলাম।

পরদিবস প্রত্যূষে আমরা যাত্রা করিলাম। আমার পরিবারবর্গ গাড়ীতে উঠিল; আমি এবং যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর উভয়ে গল্প করিতে করিতে পদব্রজে চলিলাম। এখনও বন্যার জল সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় নাই, এজন্য নদীর অপর পার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিবার জন্য একজন লোক সঙ্গে লইলাম। পথিমধ্যে যজ্ঞেশ্বর ঠাকুরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার চলিতে লাগিল; দেখিলাম,যজ্ঞেশ্বর ঠাকুর যদিও সংস্কৃতে পণ্ডিত নহেন, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি তাঁহার বেশ পড়া আছে। তিনি আমার অধমর্ণ হইলেও আমার সহিত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দূর যাইয়া তিনি দূরস্থিত একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, “মহাশয়! ঐ যে

সাদা ধপ্‌ধপে বাড়ীটী দেখিতেছেন, উহা বিল্বগ্রামের জমীদার শশি-বিলাস মুখোপাধ্যায়ের বসতবাটী। শশিবিলাস বাবুর মাতুল বরদা-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও বর্ত্তমান। তিনিই এই সমস্ত জমীদারীর প্রকৃত মালিক। বরদাকান্ত বিবাহ করেন নাই; তিনি প্রায়ই কলি-কাতায় থাকেন এবং তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী শশিবিলাসই এই সকল সম্পত্তির কার্য্যতঃ মালিক হইয়া ভোগ করিতেছেন।” আমি বলিলাম, “যে বরদাকান্ত পরোপকারী ও দাতা বলিয়া সুবিখ্যাত শশিবিলাস কি তাহারই ভাগিনেয়? শুনিয়াছি, তিনি দানশীলতায় ও পরোপ-কারিতায় অদ্বিতীয়; কেহ কেহ বলেন তিনি একটু খামখেয়ালী।” যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন তাহা কতক ঠিক বটে। যৌবন কালে তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল যখন প্রবল ছিল, তখন পরোপকার করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল; উহাতে তিনি বহু অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতায় সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। বহুতর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা তাঁহার তোষামোদ করিত মানব জাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রেমের আধিক্যবশতঃ অনেক সময় তিনি তাহাদের ভিতর ভালমন্দ বাছিয়া লইতে অপারগ হইতেন। সামান্য কষ্টের বিষয় কেহ তাঁহাকে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় দয়ায় আর্দ্র হইয়া যাইত এবং যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতে প্রবৃত্ত হই-তেন। ইহাতে আর কিছু হউক বা নাই হউক, তাঁহার ধন সম্পত্তি সম-স্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ক্রমশঃ তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিলেও কার্য্যতঃ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেন। পরিশেষে যখন অর্থের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া উঠিতে অপারগ হইলেন, তখন আশা দিয়া প্রার্থিগণকে পরিতুষ্ট

করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এতই মহানুভব যে,কাহাকেও নিরাশ করিতে তাঁহার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইত। অর্থিগণ কিছুদিন তাঁহার আশার ভরসায় যাতায়াত করিতে লাগিল, পরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপারগ দেখিয়া ত্যাগ করিল। তখন তাঁহার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল এবং যাহাতে তাঁহার নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হয়, তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত ব্যয় কমাইয়া দিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে দুই তিন বৎসর ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। এইরূপে ব্যয়সংক্ষেপ হওয়ায় এবং সুবন্দোবস্তের গুণে অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সমস্তঋণ পরিশোধ হইল ও নষ্ট সম্পত্তি সকলের পুনরুদ্ধার হইল। এক্ষণে তিনি আর পূর্ব্ববৎ অপাত্রে দান করিয়া অর্থের অমর্য্যাদা করেন না; কিন্তু প্রকৃতদানের পাত্র হইলে তাহার উপকার করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহার কার্য্য প্রণালী একপ্রকার অদ্ভুত; খামখেয়ালী ভাবে কার্য্য করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হয়।”

একাগ্রচিত্তে আমি বরদাকান্তের জীবন-বৃত্তান্ত শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ সম্মুখে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে আমাদের গাড়ীগুলি নদীর ধারে আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং আমার গৃহিণী এবং পুত্রকন্যাগণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নদীপার হইতেছেন; অকস্মাৎ আমার ছোট কন্যাটী স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার দেখিবামাত্র আমি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইলাম: কিন্তু সদাশয় যজ্ঞেশ্বর বাবু নক্ষত্রবেগে আমার নিকট হইতে দৌড়িয়া গিয়া নদীতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন এবং সাবিত্রীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে তীরে আনিয়া ফেলিলেন। নদীপার হইবার জন্য যে লোকটীকে

সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাকে বলিলাম, নদীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পার হইয়া দেখ, যেস্থানে অল্প জল সেই স্থান দিয়া আমরা সকলে পার হইব। বলিবামাত্র লোকটী জলে নামিয়া উক্তরূপে স্থান নিরূপণ করিল এবং আমরা নিরূপিত স্থান দিয়া পরপারে উপনীত হইলাম। সাবিত্রীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। আমার স্ত্রী যজ্ঞেশ্বরকে একদিন আমাদের বাড়ীতে মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর সাবিত্রীর হস্ত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন; প্রাণদাতা যজ্ঞেশ্বর বাবুকে সাবিত্রী কৃতজ্ঞহৃদয়ে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই স্থানে যজ্ঞেশ্বর বাবু আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আপন গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে গমন করিলেন এবং আমরাও বিল্বগ্রামের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে গৃহিণী আমাকে বলিলেন, যজ্ঞেশ্বর বাবু অতি ভদ্র লোক, যেরূপ পরিচয় পাইলাম তাহাতে বোধ হইল,—যজ্ঞেশ্বর কুলীন এবং সদ্বংশজাত; যদি উহার কিছু সঙ্গতি থাকিত তাহা হইলে উহার সহিত আমার একটী কন্যার বিবাহ দিতাম।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিল্বগ্রামে চারি পাঁচটী ভদ্র লোক ভিন্ন অধিকাংশই চাষী লোকের বাস। ইহারা কদাচিৎ সহর বাজার দর্শনে গিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান সভ্যতার আদব কায়দা প্রবেশ করে নাই। গ্রামবাসিগণ সকলেই শাদাসিদে লোক, খায়, দায় এবং চাষবাস করে। শারদীয় উৎসবে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া জমীদারের বাড়ী পূজা দেখিতে যায়। অগ্রহায়ণ মাসে নূতন চাউল, দুগ্ধ ও রম্ভা চট্‌কাইয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া নবান্ন করে। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিন নূতন কাপড় পড়িয়া ভগিনীর বাড়ী ফোঁটা লইতে যায়। পৌষমাসে নূতন গুড় দিয়া পিঠা পুলি খায়। স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত অশ্বত্থমূলে ষষ্ঠী ও মাকালের পূজা দিতে যায়। আমোদ উৎসবে ঢাক বাজায় ও স্ত্রীলোকগণ হুলুধ্বনি দেয়। সকালে বিকালে কুলবধূগণ কলসীকক্ষে লইয়া গ্রামের প্রান্তস্থ পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আইসে। দুই একটী পুরুষ ব্যতীত কেহই জামা বা জুতা পরিতে শিখে নাই। ভোজে ও ফলাহারে এখনও দধি চিড়া

খাইয়া থাকে। লুচি মোণ্ডা ইহাদিগের নিকট অপূর্ব্ব সামগ্রী। এইরূপ প্রতিবেশিমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া আমরা বিল্বগ্রামে বাস করি। আমাদের ক্ষুদ্র বাটীটির তিন দিকে মাঠ, সম্মুখে রাস্তা। আমাদের চাষের জমী এই বাটীর সংলগ্ন। পূর্ব্বে যে চারিখানি ঘরের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একখানি রাস্তার ধারে। এই ঘরখানি আমি এবং আমার স্ত্রী ব্যবহার করি। উহার পশ্চাতে উঠান। ঐ উঠানের তিন দিকে আর তিনখানি ঘর। ইহার একখানি রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং অপর দুইখানি আমার পুত্র কন্যাগণ ব্যবহার করে। আমার কন্যাগণ ঘরগুলি গোময় এবং মৃত্তিকা দিয়া এমন সুন্দররূপে লেপিয়া পুঁছিয়া রাখিত যে উহা অতি সুন্দর দেখাইত। তিন ঘরে তিন খানি তক্তাপোষ ছিল। কোনও লোকজন আসিলে আমরা তাহাকে রাস্তারধারের ঘরে বসাইতাম। আমাদের পৃথক কোন বৈঠকখানা ছিল না। এখানে আমার টোল ছিল না; সুতরাং পুত্রগুলিকে শিক্ষা দিতে এবং নিজের চাষবাসের তত্ত্বাবধান করিতে আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে যজমানদিগের ব্রতপূজাদি কার্য্য করিতে হইত। রাত্রিকালে ছেলেদের পাঠ বলিয়া দিতাম।

একদা আমার কোন প্রতিবেশী তাঁহার পুত্রের ষষ্ঠীপূজা করিবার জন্য আমাকে বলিয়া পাঠান এবং আমার পরিবারবর্গকেও পূজা দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আমি যথাসময়ে স্নানাদি সমাপন করিয়া পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্ত্রী, কন্যাগণকে বোম্বাইশাটী, বডি,সেমিজ ইত্যাদি পরাইয়া এবং ছোট ছেলে দুইটীকে সাটিনের কোট প্যাণ্টুলেন পরাইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। আমরা যখন নবদ্বীপে ছিলাম,

তখন উৎসবাদি উপলক্ষে ইহারা এইরূপ পোষাক পরিত। নবদ্বীপে অনেক ধনী ও ভদ্রলোকের বাস; আমাদিগেরও বৈষয়িক অবস্থা ভাল ছিল। সেখানে কলিকাতার প্রচলিত বেশভূষা কিছু কিছু প্রচলিত হইয়া ছিল; সুতরাং সেখানে এইরূপ বেশভূষা করা নিন্দনীয় ছিল না। বিল্বগ্রামে অধিকাংশ চাষাভূষা ও কৃষিজীবী ভদ্রলোকের বাস; এখানে এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কৃষকপত্নীদিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়া হাস্যজনক ব্যাপার। আমি তাহাদিগের অভিলাষ ও অবিবেচনার কার্য্য দেখিয়া মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীর ভাবে আমার পুত্র কৃষ্ণকমলকে পাল্কি ও বেহারা আনিবার জন্য অনুমতি করিলাম। আমার কন্যাগণ আমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "শীঘ্র পাল্কি ও বেহারা লইয়া আইস।" আমার স্ত্রী বলিলেন. "আমার বোধ হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই রহস্য করিতেছ। এই টুকু দূর আমরা অক্লেশে হাঁটিয়া যাইতে পারি—বিশেষতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় পাল্কি করিয়া যাওয়া কখনও উচিত নহে।" আমি বলিলাম "বাস্তবিকই আমাদের পাল্কির আবশ্যক; কারণ এরূপ পোষাক পরিয়া হাঁটিয়া গেলে নিশ্চয়ই লোকে আমাদের গায়ে ধূলা দিবে। গৃহিণী বলিলেন, "আমি জানিতাম তুমি ছেলে পিলেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে ভাল বাস।" আমি বলিলাম "হাঁ তুমি ঠিক বলিয়াছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে আমি নিষেধ করি না, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি কেন? চাষার গ্রামে এ সকল পোষাকের চলন নাই, তোমরা এরূপ পোষাক পরিয়া গেলে প্রতিবেশী স্ত্রীলোকগণ তোমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।" আমার এই উপদেশে অভীপ্সিত ফল ফলিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার পুত্র কন্যাগণ সাদাসিদে পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাদের বসতবাটীর কিঞ্চিৎ দূরে একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল। আমাদের পূর্ব্বাধিকারী ঐ বাগানটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, জামরুল প্রভৃতি অনেকগুলি বৃক্ষ ছিল। বাগানের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, তথায় এক জন বাগ্দী বাস করিত। আমাদের বাটী খরিদের পর মাহিয়ানা দিয়া আর বাগান রক্ষক রাখি নাই। প্রতিদিন অপরাহ্ণে আমার পরিবারবর্গকে লইয়া ঐ বাগানে বেড়াইতে যাইতাম। সেই ক্ষুদ্র কুটীরের দাওয়ায় একখানি মাতুর বিছাইয়া তাহার উপর বসিতাম। ছোট ছেলেরা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইত। কৃষ্ণকমল গাছে উঠিয়া উত্তম উত্তম ডাব পাড়িয়া সক[illegible] খাওয়াইত ও আপনি খাইত। যদিও আমাদের অবস্থার বিশেষ [illegible]র্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা সুখী ছিলাম।

একদিন আমরা এইরূপ সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলাম, কতকগুলি লোক বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও হস্তে বন্দুক, কাহারও হস্তে বারুদদানী, কাহারও হস্তে কতকগুলা ছেঁড়া কাগজ ও একজনের হস্তে কতকগুলা মৃত পক্ষী রজ্জুবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। ভাব গতিকে বোধ হইল ইঁহারা শিকার করিতে আসিয়াছেন। উঁহাদের দেখিয়াই আমার স্ত্রীকে ও কন্যাকে গৃহমধ্যে যাইতে ইঙ্গিত করিলাম। কি কারণে বলিতে পারি না, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে না যাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে শিকারীর দল আমাদের বাগান পার হইয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু দলের মধ্যে ভদ্রবেশধারী একটী লোক পশ্চাতে রহিয়া গেল। ঐব্যক্তি আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিয়া আমি একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মহাশয়ের আবশ্যক কি? তিনি উত্তর করিলেন, "আমি পিপাসিত—নিকটে কোথাও ভাল জল দেখিতেছি না, আপনার বাগানে উত্তম ডাব ফলিয়াছে দেখিতেছি, একটা পাইতে পারি কি?" এই কথা বলিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন, তৎপরে আমার গৃহিণীকেও প্রণাম করিলেন এবং কন্যা দুইটার উপর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আমাকে বলিলেন, আমার নাম শশিবিলাস মুখোপাধ্যায়, আমি এই পরগণার জমীদার। আমার স্ত্রী তাঁহার পরিচয় পাইবা মাত্র বলিলেন, "বাছা ঐ মাদুরীতে বইস।" আমি কৃষ্ণকমলকে একটা ডাব পাড়িয়া দিতে বলিলাম। গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিলেন "ঐ রাঙ্গী গাছের ডাব খুব মিষ্ট ও বড়, তুমি ঐ গাছ হইতে পাড়। কৃষ্ণকমল এক লম্ফে বৃক্ষে উঠিয়া তিনটা বড় বড় ডাব পাড়িয়া ফেলিল এবং দাত্র দ্বারা কাটিয়া

শশিবিলাশের হস্তে দিল। শশিবিলাস দুইটী ডাবের জল সমস্ত উদর-সাৎ করিয়া বলিলেন "মা, এমন সুমিষ্ট জল আমি কখনও খাই নাই।" এই কথায় আমার গৃহিণী একেবারে গলিয়া গেলেন; বলিলেন,—বাবা আর একটা খাবে? শশিবিলাস বলিলেন—আর না, যথেষ্ট হইয়াছে।

শশিবিলাস অল্পক্ষণমাত্র ছিলেন, তাহাতেই যেন কত পরিচিতের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন। এই অল্পক্ষণের পরিচয়েই আমার পরিবার-বর্গ তাঁহার ঘোর পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, আমি কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছুই স্থির করিলাম না। আমার ছোট ছেলেরা শশি-বিলাসের অমায়িক ভাবে সাহসী হইয়া তাঁহার বহুমূল্য রেশমী কোটের পকেটে তাহাদের মলিন অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিয়া সুগন্ধযুক্ত রুমাল খানি বাহির করিয়া ফেলিল। অপর বালকটী তাঁহার বুকের পকেট হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত ঘড়ীটী বাহির করিয়া মহা কুতূহলে অবলোকন করিতে লাগিল। আমি বালকগণকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু শশিবিলাস তাহাদিগকে এরূপ আদর দিতে লাগিলেন যে তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। যাইবার সময় শশিবিলাস আমার পুত্রগণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পুনরায় আমাদের প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "আমার দুই জন প্রজার মধ্যে জমীর সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে,—বোধ হয় দুই এক দিনের মধ্যে আমাকে এই গ্রামে উক্ত বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য আসিতে হইবে; তাহা হইলে মহাশয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া চরিতার্থ হইব।" এই কথা বলিয়া জমীদার শশিবিলাস চলিয়া গেলেন। পরদিন গৃহিণী বলিলেন, আমার মেয়ে দুইটী যেরূপ সুরূপা, ইহাদের একটীকে শশিবিলাসের সহিত বিবাহ দিতে পারিলে বড় ভাল

হয়। আমি হাস্ত করিয়া বলিলাম,—"শশিবিলাস বড় মানুষের ছেলে; ইহা ভিন্ন তাহার এমন কি গুণ দেখিলে যাহাতে তুমি তাহাকে জামাতা করিতে ইচ্ছা কর। "দেখ আমরা সামান্য লোক, বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিলে আমরা কখনও সুখী হইব না।" তাহাতে গৃহিণী উত্তর করিলেন,—"কেন? হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে চট্টগ্রামের এক ধনী জমীদার বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। হরিদাস মেয়েটীকে অনেক বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়া রাখিয়াছিলেন। জমীদার মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগ হইলে সুন্দরী এবং বয়ঃপ্রাপ্তা বলিয়া হরিদাসের মেয়েটীকে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেন। তাঁহার কল্যাণে হরিদাসের একণে অবস্থা খুব ভাল এবং মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদের লীলাবতী বয়ঃস্থা হইয়াছে, সৌন্দর্য্যে ও গুণে হরিদাসের কন্যা অপেক্ষা অনেক ভাল। শশিবিলাস স্বাধীন যুবা, যদি লীলাবতীকে উহার পছন্দ হয় তাহা হইলে উঁহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইবার কোন বাধা দেখি না।" আমার স্ত্রী এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য এক হাঁড়ি চিনিপাতা দৈ, একথালা সন্দেশ ও একটী বৃহৎ রোহিত মৎস্য লইয়া আমাদের বাটী প্রবেশ করিল। ভৃত্য বলিল—জমীদার বাবু এ সমস্ত সামগ্রী আপনাদের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভৃত্যকে আট আনা পয়সা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। ভৃত্য চলিয়া গেলে আমার স্ত্রী বলিলেন "দেখিলে, বনিয়াদি ঘরের ছেলে; ইহাদের ব্যবহারই স্বতন্ত্র।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লীলাবতীকে মৎস্য কুটিতে নিযুক্ত দেখিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম "দেখ! অদ্য আমাদের এখানে কোন বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশী উপস্থিত নাই; এত বড় মৎস্য বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীর সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে না পাইলে তৃপ্তি হয় না।" আমার স্ত্রী বলিলেন, এই যে বেশ হয়েছে! যে লোকটী বিষগ্রাম হইতে আসিবার কালীন আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং যিনি জলমগ্না সাবিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনিই যে এই দিকে আসিতেছেন দেখ্‌ছি। তুমি যে এত বড় তার্কিক তোমাকেও উনি তর্কে হারাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "কি! তর্কে আমাকে হারাইয়া দিয়াছিল! তর্কে আমাকে হারাইতে পারে আজ পর্য্যন্ত এমন লোক দেখি নাই। তুমি যে ভাল ইচড়ের ডাল্‌না রাঁধিতে পার তাহা আমি অস্বীকার করি না; তাই বলিয়া তর্কের মীমাংসা তুমি কি বুঝিবে?" এই কথা বলিতে না বলিতে যজ্ঞেশ্বর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যজ্ঞেশ্বর আমাকে নমস্কার করিলেন, আমিও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলাম। আমার পত্নী তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন।

যজ্ঞেশ্বরের সহিত বন্ধুত্ব হওয়াতে আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম; কারণ আমি জানিতাম যজ্ঞেশ্বর আমাকে পছন্দ করেন এবং আমিও তাঁহাকে সরল প্রকৃতির লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। আমার প্রতিবেশীরা তাঁহাকে একজন অকর্ম্মণ্য যুবাপুরুষ বলিয়া জানিত। যজ্ঞেশ্বর সময়ে সময়ে বেশ বুদ্ধিমানের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; আবার কখনও বা ছোট ছোট ছেলের দলে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে ছেলেমি করিতেন। ছেলে মহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। যজ্ঞেশ্বর তাহাদের মধ্যে কাহাকেও লাঠিম, কাহাকেও বাঁশী, কাহাকেও বা পট্‌কা প্রভৃতি খেল্‌না দিতেন। তিনি বৎসরে একবার করিয়া এই গ্রামে আসিতেন এবং যে কয়দিন থাকিতেন প্রতিবেশীদিগের এক এক জনের বাড়ীতে এক এক দিন খাইয়া বেড়াইতেন; এইরূপে কিছুদিন থাকিয়া আবার কোথায় চলিয়া যাইতেন।

সেই দিন যজ্ঞেশ্বর আমাদের বাড়ী আহার করিবেন স্থির হইল। আহারের পর যজ্ঞেশ্বর ও আমি শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, কাজেই যজ্ঞেশ্বরের আর সেই দিন যাওয়া হইল না, রাত্রিতে আমাদের বাটীতেই থাকা স্থির হইল। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের লইয়া তিনি উপকথা কহিতে বসিয়া গেলেন। পাড়ার সকল ছেলে তাঁহাকে যজ্ঞেশ্বর দাদা বলিয়া ডাকিত, সুতরাং আমার পুত্রেরাও তাঁহাকে তাহাই বলিত। যজ্ঞেশ্বর রাজপুত্র, মন্ত্রীর পুত্র ও কোটালের পুত্রের গল্প আরম্ভ করিলেন, ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল; মেয়ে দুইটী তাহাদের মাতার নিকট বসিয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে ছিল এবং মধ্যে মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের নিকট আসিয়া গল্পও শুনিতেছিল। খাদ্যাদি প্রস্তুত

হইলে যজ্ঞেশ্বর ও আমি একত্র বসিয়া আহার করিলাম। আমার ছোট ছেলে দুইটীকে "ফুনু" ও "টুনু" বলিয়া ডাকিতাম। এই সময়ে এক বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম। যজ্ঞেশ্বরকে কোথায় শয়ন করিতে দেওয়া হইবে, এই এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের মাত্র চারি খানি ঘর। একখানিতে রান্না হয়, একখানিতে আমিও আমার স্ত্রী শয়ন করি, অপর দুই খানিতে পুত্র কন্যাগণ শয়ন করে। ফুনু বলিল, "যদি মেজ দাদা আমাকে শুইতে দেন, তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর দাদা টুনুর কাছে শুইতে পারে।" টুনু বলিল "তাহা হইলে আমি দিদির কাছে শুইব এবং যজ্ঞেশ্বর দাদা আমার বিছানায় একলা শুইবেন।" আমি বলিলাম "অতি উত্তম প্রস্তাব; তোমরা যে বাল্য-কালেই অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম; দেখ রাত্রিকালে পশুগণ গর্ত্তের মধ্যে এবং পক্ষিগণ কুলায় আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু মনুষ্য এমনি দুর্ভাগ্যজীব যে, যাহার গৃহ নাই তাহাকে তাহার স্বজাতিগণ যদি স্থান না দেয়, তাহা হইলে তাহার আর অন্য উপায় নাই।" গৃহিণীকে বলিলাম তুমি ফুনু টুনুকে দুইটী মেঠাই দাও এবং ফুনু প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া উহাকে একটী বড় মেঠাই দাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:——

পূর্ব্বদিন যে ধান্য গাদা করা ছিল উহা রৌদ্রে শুকাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা সকলে ঐ ধান্য রৌদ্রে দিতে গেলাম। আমি এবং কৃষ্ণকমল ধান্য ধামায় পূরিয়া উঠানে ঢালিয়া দিতে লাগিলাম এবং গৃহিণী ও কন্যাদ্বয় তাহা মেলিয়া দিতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বর তাহা দেখিয়া একটা ধামা লইয়া ধান বোঝাই করিয়া ঐরূপ ঢালিতে লাগিলেন। ছোট মেয়েটী অল্পক্ষণ কাজ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ায় যজ্ঞেশ্বর তাহার কাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধান্য রৌদ্রে দেওয়া শেষ হইলে যজ্ঞেশ্বর আমাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকে বেলা হইয়াছে বলিয়া মধ্যাহ্নে আহার করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি ঐ গ্রামের অপর এক ব্যক্তির বাটীতে তাহার পুত্রের জন্য একটী বাঁশী লইয়া যাইতেছেন, সেই স্থানেই মধ্যাহ্নে আহার করিবেন স্থির করিয়াছেন।

যজ্ঞেশ্বর চলিয়া গেলে আমি আপন পরিবারবর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলাম,—"দেখ নিজ কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ সকলকেই করিতে হয়; এই লোকটী তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এ ব্যক্তির বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ আছে, কিন্তু বাল্যকালে কুসংসর্গে পড়িয়া পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহার কোন কাজ কর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপন অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই। অলস প্রকৃতির লোক এইরূপই হইয়া থাকে।" যজ্ঞেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কঠিন সমালোচনা করিবার একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। আমার এই কথায় সবিত্রী বলিল,"বাবা আপনি অন্যায় বলিতেছেন,—কাহারও পূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমাদের উচিত নহে, ভগবান যখন উঁহার কৃত কর্ম্মের শাস্তি উঁহাকে দিতেছেন, তখন আমাদের সে বিষয়ে বাদানুবাদ করা কর্ত্তব্য নহে; আপনিই এক সময়ে আমাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।" কৃষ্ণকমল বলিল, "আমার বিবেচনায় সাবিত্রী যথার্থ বলিয়াছে, হয় ত এ ব্যক্তির অবস্থা তত মন্দ নহে যতটা আমরা বিবেচনা করিতেছি। উঁহাকে দেখিলে বোধ হয় উনি বর্ত্তমান অবস্থাতেই বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। মূষিকের বাসস্থান আমাদের চক্ষে ভয়ানক অন্ধকার দৃষ্ট হইলেও মূষিক কিন্তু তাহা সেরূপ মনে করে না।" যজ্ঞেশ্বর সম্বন্ধে উহাদের এরূপ মতামত প্রকাশে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলাম না।

কল্য শশিবিলাসের এই গ্রামে আসিবার কথা আছে, শশিবিলাস আসিলে নিশ্চয়ই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও আমাদিগের বাটীতে আহারাদি করিবেন, তাহা আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত মনে করিয়াছিলাম। শশিবিলাসকে উত্তম আহারে পরিতুষ্ট করিবেন বলিয়া

গৃহিণী নানাপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় দেখি আমার কন্যাদ্বয় ঘরের এক কোণে কি একটা কার্য্যে একান্ত নিযুক্ত রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম তাহারা মাতার রন্ধন কার্য্যের কোন সহায়তা করিতেছে। কুমু আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "দিদিরা মাথার মস্‌লা গুঁড়া করিতেছে ও বেশম ভিজাইতেছে।" আমি বরাবর কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য উৎপাদন করার বিরোধী। যে পাত্রে মস্‌লা ও বেশম ছিল, তাহা পা দিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলাম; কিন্তু এরূপ ভাণ করিলাম যেন অন্যমনস্ক থাকায় দৈবাৎ পা লাগিয়া পড়িয়া গেল।
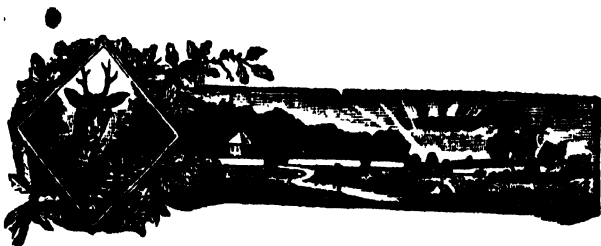
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অদ্য শশিবিলাসের আসিবার কথা। আমার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয় অনুচরবর্গসহ শশিবিলাসকে ভোজন করাইবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিলেন। এই আয়োজনে আমাদের ভাণ্ডারের প্রায় সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত হইল। ইহার ফল আমাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বাজার হইতে অনেক দ্রব্য খরিদ করিতে হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই শশিবিলাস একজন মোসাহেব, তাঁহার গুরুপুত্র এবং তিনজন ভৃত্য সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি সদ্বিবেচকের ন্যায় তাঁহার অনুচরবর্গ ও ভৃত্যগণকে বাজারে পাক করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী তাহাদিগকে আমাদের বাটীতে খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু শশিবিলাস তাহাতে সম্মত হইলেন না। যজ্ঞেশ্বর পূর্ব্ব দিন আমাদিগকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, শশি-

বিলাসের সহিত যোগেন্দ্রবাবুর দৌহিত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, এইজন্ত আমার পরিবারবর্গ তাঁহাকে ভাবী জামাতার উপযুক্ত সম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের মধ্যে একজন কথোপকথন ছলে যোগেন্দ্রবাবুর দৌহিত্রীর বিবাহের কথা এবং তাহার সৌন্দর্য্যের বিষয় উত্থাপন করিলেন। তাহাতে শশিবিলাস বলিলেন, "আপনারা কি তাহাকে সুন্দরী বলেন? আমি বরং কালীন্দিকে বিবাহ করিতে পারি তথাপি কদাচ ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তিনি হাস্য করিলেন এবং আমরাও হাস্ত করিলাম; কারণ বড়লোকের রহস্ত প্রায় সকলেরই মনোনীত হইয়া থাকে। লীলাবতী ফুস্ ফুস্ করিয়া সাবিত্রীর কাণের কাছে বলিল, "শশিবিলাস বাবু খুব আমুদে লোক"—আমি একথা শুনিতে পাইয়াছিলাম।

আহারের পর আমি দাওয়াতে মাহুর পাতিয়া ও তাকিয়ায় ঠেস দিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। শশিবিলাস ও তাহার গুরুপুত্র আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমার সম্মুখে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ছিল। গুরুপুত্র সেখানি দেখিয়া বলিলেন, আমার ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে বড়ই আমোদ হয়। এমন সময় সাবিত্রী পানের ডিবে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল; শশিবিলাস গুরুপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই অমূল্য রত্ন-বিশেষ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আর এই পরমাসুন্দরী কন্যারত্ন, ঠাকুর! বল দেখি তুমি কোনটীকে অধিক পছন্দ কর? গুরুপুত্র বলিলেন, "দুইটীকেই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই" শশিবিলাস বলিলেন,—"যথার্থ উত্তর হয় নাই; তোমার সমুদয় শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি একত্র করিলেও এরূপ একটী রূপবতী কন্যার সমান হয় না।" তোমার পূজা অর্চ্চনা

সমস্তই কেবল চাল, কলা, দক্ষিণা আদায় করিবার জন্য।" পিতার সমক্ষে কন্যার সম্বন্ধে এরূপ উক্তি অসঙ্গত হইলেও বড় মানুষের ছেলে-দের বেয়াদবি অনেক সময় মার্জ্জনা করিতে হয়; সুতরাং আমি কোন কথা কহিলাম না। কৃষ্ণকমল তথায় উপস্থিত ছিল সে বলিল, "মহাশয়! আপনি অন্যায় বলিতেছেন, আমি আপনার একথার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি।" শশিবিলাস বলিলেন "আচ্ছা, যদি তুমি স্থির ভাবে এবিষয়ে আমার সহিত তর্ক করিতে চাও তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি। তুমি কপিল কিংবা পতঞ্জলি কাহার মতানুযায়ী তর্ক করিতে চাও?" কৃষ্ণকমল তর্ক করিবার সুযোগ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল "আমি গৌতম মতানুযায়ী ন্যায়শাস্ত্রমতে তর্ক করিতে চাই।" শশিবিলাস বলিলেন "উত্তম! সতে অসতের বিদ্যমানতা নাই এবং অসতে সতের বিদ্যমানতা নাই—একথা তুমি স্বীকার কর কি না? যদি না কর তাহা হইলে আমি তর্ক করিতে চাই না।" কৃষ্ণকমল বলিল, "আচ্ছা ধরিয়া লউন আমি স্বীকার করিলাম।" শশিবিলাস বলিলেন, "যে কোন দ্রব্য তাহার খণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর, একথা মান কি না।" কৃষ্ণকমল বলিল, "হাঁ তাহাও স্বীকার করিলাম।" শশিবিলাস বলিলেন, "কোন ত্রিভুজের তিন কোণ দুই সম কোণের সমান, একথাও বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর না।" কৃষ্ণকমল উত্তর করিল, "কখনই না।" শশিবিলাস বলিলেন, "আচ্ছা, পূর্ব্বপক্ষ এইরূপে সিদ্ধান্তীকৃত হইলে এক্ষণে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে জীবাণু ও কীটাণুর সহিত মানব-যোনির যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা হিরণ্য-গর্ভ পরাৎপর পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া কেবলমাত্র ষট্‌চক্রভেদ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর অনাহত চক্রে অনুভূত হইতে পারে।" কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন, "না কখনই নহে; আমি আপনার এ সিদ্ধান্তে সম্মত

হইতে পারি না।" শশিবিলাস (কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে) বলিলেন, "কি ! ইহা স্বীকার কর না ? আচ্ছা একটা সহজ বিষয় তোমায় বলি, তুমি তাহার উত্তর দাও। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ দ্বারা দ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, উহা যথার্থ কিনা ?" কৃষ্ণকমল উত্তর করিল, "হাঁ যথার্থ বটে।" শশিবিলাস বলিলেন, "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" এই যে শ্রুতি, ইহার যথার্থ কি তুমি বলিতে পার ?" কৃষ্ণকমল উত্তর করিল, "মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কিছুই বুঝিলাম না ; আপনি যদি সরল ভাষায় কোন একটা সিদ্ধান্তের কথা বলেন, তাহা হইলে আমি তাহার উত্তর দিতে পারি।" শশিবিলাস বলিলেন, "আমি তোমাকে সরল ভাষায় বলিতে পারি ; কিন্তু তোমাকে বুঝিবার ক্ষমতা দিতে অক্ষম, তাহা ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারেন না।" এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল। তদবধি কৃষ্ণকমল অপ্রতিভ হইয়া সে স্থানে যতক্ষণ বসিয়াছিল, ততক্ষণ একটী বারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই।

শশিবিলাস আমাদের বাটী হইতে চলিয়া গেলে পর, গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "শশিবিলাস যে কেবলমাত্র ধনী তাহা নহে, দেখিলাম, উঁহার পড়াশুনাও বেশ আছে, অথচ রহস্যপ্রিয় ; যদি উঁহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিতে পারি তাহা হইলে বড় সুখের হয়।" আমি বলিলাম, "উঁহার বিদ্যাবুদ্ধির ত কিছুই পরিচয় পাইলাম না, তবে কথা বার্ত্তায় যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বরং নাস্তিক বলিয়াই বোধ হইল। যদি উনি প্রকৃতই নাস্তিক হন, তাহা হইলে আমি কখনই উঁহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না।" কৃষ্ণকমল বলিল, "উনি প্রকৃত নাস্তিক

কি না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না, তবে তর্কচ্ছলে ওরূপ নাস্তিক হইলেও কার্য্যতঃ ঈশ্বরপরায়ণ ও ধাম্মিক এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি।” আমি এ বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতঃকালে যজ্ঞেশ্বর আসিয়া পুনর্ব্বার দেখা দিলেন। যজ্ঞেশ্বরের এরূপ ঘন ঘন আগমনে আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করি নাই। তিনি আসিলে প্রায়ই আমার সহিত মাঠে গমন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে আমার কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতেন। কখনও বা ধান কাটা হইলে পর আটি বাঁধিয়া কৃষাণের মাথায় তুলিয়া দিতেন; কখনও বা দাওয়ায় বসিয়া গরুর ছানি কাটিতেন। এইরূপ নানাপ্রকারে আমাদিগের গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিতেন। সময়ে সময়ে দুই একটা রহস্যজনক কথা বলিয়া সকলকে হাসাইতেন। এই সকল কারণে আমি তাঁহাকে ভাল বাসিতাম ও তাঁহার অবস্থার জন্য দুঃখিত হইতাম। তিনি আমোদ করিয়া কখনও কখনও আমার ছোট কন্যাটীকে "কনে কনে" বলিয়া ডাকিতেন। ইহাতে আমি মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইতাম।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর যজ্ঞেশ্বর, আমিও কৃষ্ণকমল বাটীর ভিতর দাওয়ায় বসিয়া গল্পসল্প করিতেছিলাম; গৃহিণী ও তাহার কন্যাদ্বয় অন্তরালে বসিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে ছিলেন। আমরা আধুনিক কবিদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। কৃষ্ণকমল বলিল, "কালিদাসের উপমা অতি সুন্দর, আমি যখন বাবার নিকট রঘুবংশ পড়ি, তখন স্থানে স্থানে কালিদাসের উপমাগুলি এতই স্বাভাবিক বোধ হইত যে, আমি অনেক সময়ে মোহিত হইয়া যাইতাম এবং মনে করিতাম, যেন সরস্বতী কালিদাসকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া স্বয়ং লিখিয়াছেন।" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "বর্ত্তমান কবিদিগের মধ্যে কালিদাসের ন্যায় কবি সম্ভব হইতে পারে না, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে হেমচন্দ্রের কবিতাতে স্থানে স্থানে ভাবের এরূপ মাধুর্য্য ও পদবিন্যাসের লালিত্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহা অন্যত্র বিরল। হেমচন্দ্রের অধিকাংশ কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগ জাজ্বল্যমানরূপে প্রতীয়মান হয়। হেমচন্দ্রের হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ। জন্মভূমির দুঃখে তিনি সতত কাতর। তাঁহার রচিত "ভারতসঙ্গীত" ও ভারত-ভিক্ষা, যতদিন বাঙ্গালী জাতি জগতে জীবিত থাকিবে ততদিন বংশ পরম্পরানুক্রমে তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত রাখিবে। ভারতবর্ষের নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি স্বাভাবিক দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া কবি স্বদেশের জন্য কাঁদিয়াছেন, স্বজাতির হিতের জন্য ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। আমি হেমচন্দ্রের কবিতার কয়েকটী স্থান আবৃত্তি করিয়া তোমাদের শুনাইতেছি।

* * * * *

কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী গঙ্গে ?
বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,

প্রাণী দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, মজ্জা নাই,
অন্তঃহীন—চিন্তা হীন,
সাধাহ্লাদ—ব্রাঢ্যহীন—
জীবন সঙ্গীতহীন নরনারী বঙ্গে!
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে?
কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্য-তোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল,
নামিলে এ ধরাতল?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা বঙ্গে!
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী গঙ্গে?
ভগীরথে দিয়ে কুল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথী?
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাগুন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতামাতা—তিলোদক সঙ্গে!
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে গঙ্গে?

পরহিত ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতিক্ষণ—
ত্যাগ-শিক্ষা পুণ্য ক্ষণ,
দয়া করুণার রেখা,
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত চিন্তা ব্রত
তরঙ্গিণী তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা,
হে গঙ্গে পাতকহরা!
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে বঙ্গে!
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে গঙ্গে?
পবিত্র তোমার জল
পবিত্র ভারত তল;
সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী—
সর্ব্বপাপ সংহারিণী,
সর্ব্ব শোকতাপ হরা,
মুক্তি গতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
গঙ্গৈব পরমা গতি"—উচ্চারে গো বঙ্গে!
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে গঙ্গে?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ আরাধনা
সাধুক নিজ সাধনা ;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক তোমার জল
হৃদয়ে গ্রহণ করি
তোমার দীক্ষা লহরী
চলুক তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক চিত্তের কারা ;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো জীব দিয়া বঙ্গে !
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী গঙ্গে ?

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে ;
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে !

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে?
"নিশির প্রভাত নাই"
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়েনি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি কিবা ফের;
ফের্ এ ভারত বাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এতরঙ্গ নাহি যায়
এক বার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,—

যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা নহিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথচ্ছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শূন্য কররে ধারণ—

উঠ উঠ গিরিবর করোনা শয়ন।
এই সে জীবনারম্ভ,
উদয়ের মূল স্তম্ভ—
কতনা জ্বলিতে হবে,
কতনা ভাবিতে হবে
সে জ্বালা—সেবেগ—কেবা জানিবে এখন ?

ভুলিতে হ'বে আপন
ভুলিতে হবে স্বপন,
জাগা'তে হ'বে জীবন,
তবে সে পারিবে,
ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে ;
জ্ঞানের শকতি লভে'
জগতে বুঝিতে হ'বে,
তবে সে আসন পাবে
সঙ্কল্প সাধিবে!

জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন।

[illegible]থাকিতে [illegible] এ ইংরাজ
ভারত[illegible]রণ[illegible]জ,
কে[illegible]দেখাত[illegible]কে শিখা[illegible]ত,
কেবা [illegible] যে'ত-
যে পথ অ[illegible]াদনে ক'রেছ ব[illegible]

* * * *

যজ্ঞেশ্বরের আবৃত্তি শেষ হইতে না হইতে কুসু আসিয়া বলিল, জমীদার মহাশয়ের গুরুপুত্র আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে বলিলাম। কুসু যাইতে না যাইতেই যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, অদ্য আমার এখান হইতে দুইক্রোশ দূরে একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ আছে, বিলম্ব করিলে পৌঁছিতে রাত্রি হইবে, আমি চলিলাম, এই বলিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই কুসু গুরুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল। গুরুপুত্র বলিলেন, "জমীদার মহাশয়ের পিসীমাতা তাঁহার কন্যাসহ কল্য আপনাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিবেন, এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত জমীদার মহাশয় আমাকে

মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" গৃহিণী তাঁহাকে জল খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। "আমার ক্ষুধা নাই এবং কাজও আছে,—অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না" এই কথা বলিয়া গুরুপুত্র চলিয়া গেলেন। গুরুপুত্র চলিয়া গেলে গৃহিণী বলিলেন, "শশিবিলাস নিশ্চয়ই লীলাবতীকে পছন্দ করিয়াছেন, সেই জন্যই বোধ হয় পিসীমাতাকে কন্যা দেখিবার এবং আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।" আমি বলিলাম,—"উহাঁদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করা আমার তত ভাল বোধ হয় না, কারণ উহাঁরা ধনী লোক, উহাঁদের সহিত আমাদের কখনই পোষাইবে না, তবে তোমরা যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:৪:—

পরদিন গুরুপুত্র অশ্বারোহণে আসিয়া আমাদের বাটীর সম্মুখে নামিলেন এবং আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, শশিবিলাস বাবুর "পিসীমাতা এখনি আসিবেন। কৃষ্ণকমল বাটীর ভিতরে যাইয়া তাহার মাতা ও ভগিনীদিগকে সংবাদ দিল। শশিবিলাসের পিসীমাতা আসিবেন এই উদ্দেশে গৃহিণী এবং মেয়েরা তাঁহাদের যাহা কিছু বাহারের পরিচ্ছদ ছিল, তাহা পরিয়া বসিয়া আছেন; এক্ষণে তিনি আসিতেছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এমন সময় মহাশব্দ করিতে করিতে ষোলজন বাহকসহ দুইখানি পাল্কী আসিয়া দ্বারে উপনীত হইল। দুই জন লাল পাগড়িধারী দ্বারবান্ এবং এক জন পরিচারিকা সঙ্গে ছিল। পাল্কী দ্বারে নামাইলে গৃহিণী আগন্তুক মহিলার এবং লীলাবতী তাঁহার কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। গৃহিণী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"এই গরীবের বাটীতে

আপনাদিগের যে শুভাগমন হইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, এ কেবল আপনাদিগের অনুগ্রহ মাত্র।" আগন্তুক মহিলা উত্তর করিলেন,—"সেকি কথা, আপনাদিগের ন্যায় সৎপরিবারের সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য।"

আগন্তুক মহিলা এবং তাঁহার কন্যার পরিধানে বহুমূল্য শাটী এবং অঙ্গে কয়েকখানি অতিমূল্যবান্ অলঙ্কার ছিল। ইহাদের বেশভূষা সম্বন্ধে পরে আমার সহিত গৃহিণী এবং কন্যাদ্বয়ের কথোপকথন হয়। ইহারা যে পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরিধান ক অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই ধনাঢ্য মহিলাগণের অনুরূপ ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা আমার সহিত বিশেষ তর্ক করে।

আগন্তুক মহিলা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাটীকে দেখিয়া বলিলেন, এমন সুন্দরী ত কোথাও দেখি নাই। আমার ভাইপোর জন্য অনেক সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু এমনটী কুত্রাপি পাই নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে যখন আমাদের ধনের অভাব নাই তখন যেখানে সুন্দরী কন্যা পাইব সেই খানেই ভাইপোর বিবাহ দিব। লীলাবতী আপন সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় একটু অবনতমুখী হইল। আগন্তুক মহিলা বলিলেন, "কল্য আমাদের বাটীতে থিয়েটার হইবে কলিকাতা হইতে একটী থিয়েটারের দল আসিয়াছে। তাহারা অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করে, পল্লীগ্রামে থাকিয়া এইরূপ থিয়েটার প্রায় দেখা ঘটিয়া উঠে না। আমাদের বাড়ীতে "সাবিত্রী-সত্যবান্" নাটক অভিনয় হইবে। সাবিত্রীর অভিনয় বড়ই সুন্দর। আপনারা বোধ হয় এরূপ অভিনয় কখনও দেখেন নাই।" লীলাবতী বলিল, "আমরা থিয়েটার কখনই দেখি নাই এবং কখনও যে দেখিব এরূপ আশা নাই। আমরা যখন নবদ্বীপে ছিলাম তখন একবার যাত্রা শুনিয়াছিলাম

আগন্তুক মহিলা এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যাত্রায় ও থিয়েটারে আকাশ পাতাল ভেদ ; আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ্ করিয়া কল্য অবশ্য আমাদের বাটী যাইবেন।" গৃহিণী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার মত জানিবার জন্য বলিলেন "তা যাইতে হানি কি ?" আমার কন্যাদ্বয়ও অনুমতি পাইবার আশায় আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আমি দুই তিন প্রকার ওজর করিয়া আপত্তি করিলাম, কিন্তু আমার কন্যাদ্বয় নানাপ্রকার তর্ক উত্থাপন করিয়া এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিল। পরিশেষে আমি বিরক্ত হইয়া স্পষ্টই বলিলাম, "থিয়েটার দেখিতে যাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি আছে ; আমি যাইতে অনুমতি দিতে পারি না। ইহাতে আমার কন্যাদ্বয় মুখভার করিয়া রহিল এবং তাহার পরদিন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিল না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

—৪—

এই ঘটনার পর হইতে আমার গৃহিণী ও কন্যাগণ ই
রক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। প্রতিবেশিগণের নিকট যি
তাহাদের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, তাহারই নানা রকম উপায় উদ্ভ
করিতে লাগিলেন। কৃষকপ্রতিবেশিগণের সহিত মিশিতে অপ
বোধ করিতে লাগিলেন। আমি তাহাদের আমার বর্ত্তমান আ
অবস্থা অনেক বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম এবং মিতব
হইবার জন্ত সর্ব্বদা উপদেশ দিতাম। পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য
পরিত্যাগ করিয়া মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পরিয়া সন্তুষ্ট চি
দিন যাপন করাই শ্রেয়ঃ একথা বারংবার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও অ
সময় তাহারা ইহার ব্যতিক্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সা

এবং সুগন্ধি নারিকেল তৈলের আমদানি হইতে লাগিল; বডি, সেমিজ প্রভৃতি পুনর্ব্বার দেখা দিল। আমাদের প্রতিবেশী তিনকড়ি মণ্ডলের কন্যা বিরাজ মোহিনীর সহিত ইঁহাদের মেশামিশি ক্রমশঃ কমিতে লাগিল, কারণ, বিরাজ ধানসিদ্ধ করে,ঢেঁকিতে পাড় দেয়, হাতে শাঁকা পরে এবং কপালে একগাদা সিন্দুর লেপন করে। বিরাজের গলায় একছড়া সোণার মাদুলি ও হাতে রূপার তাবিজ আছে; আমার কন্যাগণের মতে উহা অতি অসভ্যতার চিহ্ন। অর্থ না থাকিলে কেমিকেল স্বর্ণের চেন ও বেলোয়োরীচুড়ি পরা উহা অপেক্ষা শত গুণে ভাল।

একদা এক দৈবজ্ঞ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেক জনের হাত দেখিতে আট আনা করিয়া চাহিল। গৃহিণী অনেক কসাকসি করিয়া দুই কন্যার হাত দেখা চারি আনায় ধার্য্য করিলেন এবং কন্যাদ্বয়কে আমার নিকট পয়সা লইতে পাঠাইয়া দিলেন। হাত দেখাইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—গণৎকার কি বলিল? গৃহিণী উত্তর করিলেন, "গণৎকার লীলাবতীর হাত দেখিয়া বলিয়াছেন, কোন বড় জমীদারের ঘরে ইহার বিবাহ হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সাবিত্রীর কাহার সহিত বিবাহ হইবে বলিয়াছে? গৃহিণী উত্তর করিলেন, সাবিত্রীর কোন ধনী চাকুরে লোকের ছেলের সহিত বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহার এক্ষণে বিলম্ব আছে। আমি বলিলাম, "তোমার এ নির্ব্বুদ্ধিতা কেন? গণৎকারকে যাহা দিয়াছ তাহার অর্দ্ধেক যদি আমাকে দিতে তাহা হইলে তোমার মেয়েদের জন্য একজন রাজা ও আর একজন বাদসা বর গণিয়া দিতে পারিতাম।"

এই ঘটনার পর হইতে গৃহিণীর মনে এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে

তাঁহার কন্যাদ্বয়ের নিশ্চয়ই কোন বড় ঘরে বিবাহ হইবে। এক
ঘরে একটী প্রজাপতি প্রবেশ করিয়াছিল, গৃহিণী বলিয়া উঠিে
গণৎকারের কথা মিথ্যা হইবার নহে, এই দেখ প্রজাপ
আসিয়াছেন। পরে ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিয়া অনেক ব
তাহাকে ধরিয়া তাহার গাত্রে একটু সিন্দূর দিয়া তাহাকে ছাি
দেওয়া হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একদিবস বৈকালে আমার ছেলেরা লুকাচুরি খেলা করিতেছিল, ক্রমশঃ আমার কন্যাদ্বয়ও আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। এমন সময়ে আমার প্রতিবেশিকন্যা বিরাজমোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরাজমোহিনী লীলাবতীর সম বয়স্ক। লীলাবতীকে খেলা করিতে দেখিয়া সেও তাহাদের সহিত যোগ দিল। ছুটাছুটী, চেঁচাচেঁচী ও লাফালাফিতে মহা গোল পড়িয়া গেল। আমি এবং যজ্ঞেশ্বর মাদুরে বসিয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছি, এমন সময়ে ফুনু আসিয়া আমার নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করিল; বলিল, "বাবা! ছোটদিদী আমাকে ধাক্কা মারিয়াছে।" আমি বলিলাম, "কেন ধাক্কা মারিয়াছে, অবশ্য তাহাকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, তুমি এখন যাও।" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন "ছোট দিদী যদি তোমাকে আবার ধাক্কা

মারে তাহা হইলে তাহাকে বলিবে যে, যজ্ঞেশ্বর দাদা তোমাকে বিবাহ করিয়া ফেলিবেন।” এই কথায় আমি একটু গম্ভীর ভাব দেখাইলাম।

ছেলেরা এই প্রকারে ছুটাছুটী ও লুকালুকী খেলা করিতেছে এমন সময়ে শশিবিলাসের পিসীমাতা ও তাঁহার কন্যা পাল্‌কী করিয়া হঠাৎ আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে লীলাবতী খড়ের গাদায় লুকাইয়াছিল, এজন্য তাহার গায়ে খড়ের কুটী ও ধুলা লাগিয়াছিল। একখানি মোটা ছোট কাপড় তাহার পরিধানে ছিল এবং তাহার পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল কোমরে জড়ান ছিল। অন্যান্য ছেলেদের পরিচ্ছদও ঐরূপ অপরিষ্কার ও শ্লথ ছিল। এমন সময়ে যে, জমীদার মহাশয়ের পিসী আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। লীলাবতী লজ্জায় একেবারে মৃতবৎ হইয়া গেল। আমরাও থতমত খাইয়া গেলাম। সুশিক্ষিত ও সভ্য জমীদার মহিলাগণের সম্মুখে এইরূপ সভ্যরুচিবিগর্হিত ক্রীড়ায় মত্ত থাকা অতীব লজ্জাকর ব্যাপার! সে সময়ে বসুমতী দ্বিধা হইলে আমরা সপরিবারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতাম, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ আমরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত রহিলাম।

গৃহিণী ক্রমশঃ আশ্বস্ত হইলেন এবং যজ্ঞেশ্বর উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলেন। সেখান হইতে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা বেশ শুনা যাইতেছিল শশিবিলাসের পিসীমাতার নাম বিলাসবতী ও তাহার কন্যার নাম শতদল-বাসিনী-বিদ্যুৎবরণী ইহাদের নাম পূর্ব্বেই আমি গৃহিণীর নিকট শুনিয়া ছিলাম।

বিলাসবতী বলিলেন,—“পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া আসাতে

আপনাদের বোধ হয় কোন অসুবিধা হয় নাই।”গৃহিণী বলিলেন, “আমরা ত আপনার অনাত্মীয় নহি, যখন ইচ্ছা তখনই আসিবেন এরূপ অনুগ্রহই ত চাই। বিলাসবতী বলিলেন, “সভ্য সমাজের নিয়মানুসারে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ কাহারও বাড়ী যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। তবে, বিশেষ আত্মীয়তা স্থলে এতটুকু আদব কায়দা আবশ্যক করে না। আপনাদিগকে বিশেষ আত্মীয় বলিয়াই মনে করি, সেজন্য পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই।”

শতদলবাসিনী বলিলেন,—“সভ্যসমাজের এইরূপই নিয়ম বটে। আমরা যেদিন কলিকাতায় কুচবিহারের মহারাজার বাটী নিমন্ত্রণে যাই, সে দিন মহারাণীর কন্যার সহিত এ বিষয়ের অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; দেখিলাম তাঁহারও ঠিক ঐ মত।”

বিলাসবতী বলিলেন,—“যেদিন আমরা বর্দ্ধমানের রাজার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেদিনকার কথা বোধ হয় তোমার বেশ স্মরণ আছে। কমললোচন রায়বাহাদুরের পরিবারের গলায় যে এক ছড়া জড়াও নেকলেস্ ছিল, তাহার গঠন কেমন সুন্দর বল দেখি এবং তাহার কারিকুরিই বা কি চমৎকার! মধ্যস্থলে যে হীরক খানি ছিল, তাহার মূল্য অন্ততঃ চারি পাঁচ হাজার টাকা হইবে।”

উঁহাদের মধ্যে যৎকালে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন পার্শ্বস্থ কুঠরী হইতে যজ্ঞেশ্বর মধ্যে মধ্যে এরূপ বেয়াদবি করিতেছিলেন যাহাতে আমাকে বিশেষ বিরক্ত হইতে হইয়াছিল। উঁহাদের একজনের কথা যেমন শেষ হয়, যজ্ঞেশ্বর তখনই “হুঁ হুঁ হুঁ— থ্যক্ থ্যক্” করিয়া এক এক বার বিকট শব্দ করিতেছিলেন।

বিলাসবতী বলিলেন, “সেই নেকলেস্ খানিতে অন্যান্য হীরা ও

পায়া গুলি এমন সুন্দরভাবে সাজান ছিল যে, কারিগরের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।" হুঁ হুঁ হু—থ্যাক্ থ্যাক্ থ্যাক্।

শতদলবাসিনী বলিলেন, "বাবা একদিন এক বিলাতি কারিগরের প্রস্তুত কয়েকখানি অলঙ্কার আমাকে আনিয়া দেখাইয়াছিলেন; এক সাহেব বিলাত হইতে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিল, বাবা তাহার নিকট হইতে পাঁচ ছয় খানি অলঙ্কার আমাদের পছন্দের জন্য আনিয়াছিলেন; তন্মধ্যে এমন একযোড়া ইয়ারিং ছিল যাহার কারিকুরি অতি বিচিত্র। ইয়ারিং জোড়া দেখিলে বোধ হয় যেন এক এক খানি বৃহৎ হীরা কাটিয়া এক এক খানি ইয়ারিং প্রস্তুত করিয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরা একত্রে এমন করিয়া বসাইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যের জোড় কিছুমাত্র দেখা যায় না। আমাদের দেশের কারিগরগণ ওরূপ করিয়া হীরা বসাইতে কিছুতেই পারে না।" হুঁ হুঁ হুঁ—থ্যাক্ থ্যাক্ থ্যাক্।

বিলাসবতী বলিলেন—"আপনারা সেদিন থিয়েটার দেখিতে না যাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক আমি শীঘ্রই একবার তীর্থদর্শনে গমন করিব। প্রথমে কলিকাতায় যাইব' সেখানে কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করিয়া পুরুষোত্তম যাইবার ইচ্ছা আছে। আমি দুই একটী সঙ্গিনী স্ত্রীলোক অনুসন্ধান করিতেছি। যাঁহারা আমার সঙ্গে যাইবেন, তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যয় আমি বহন করিব।"

এই কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "লীলাবতী ও সাবিত্রী কখনও কোন দেশ দেখে নাই, আমি মেয়ে দুইটীর কোন বড় লোকের ঘরে বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। আপনার সঙ্গে ইহারা কিছুদিন থাকিলে ও নানা স্থান দেখিলে ভদ্রোচিত রীতিনীতি সকল

শিক্ষা করিতে পারিবে। আপনার সহিত তীর্থদর্শনে ইহাদিগকে পাঠাইব কি না এ বিষয় কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে সংবাদ দিব।" হুঁ হুঁ হুঁ—থ্যাক্ থ্যাক্ থ্যাক্!

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর বিলাসবতী ও তাঁহার কন্যা প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "দেখিবেন, যেন সংবাদ দিতে ভুলিবেন না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাত্রিতে আমার স্ত্রীর সহিত এবিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমার স্ত্রী বলিলেন, "ঘটনাচক্র কি অদ্ভুত! এইরূপ সুযোগ আর কখনও হইবে না। এই উপলক্ষে লীলাবতী কিছুদিন শশিবিলাসের পিসীমাতার সহিত একত্রে বাস করিলে, উহার প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মাইবে তাহা হইলে শেষে তাঁহারই অনুরোধে শশিবিলাস লীলাবতীকে বিবাহ করিবেন।"

আমি এই বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, "দেখ তোমার বুদ্ধির গুণে এখন কি দাঁড়ায়।" এই কথায় গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "এখন হইতে আমাদের একটু উচ্চ চালে চলিতে হইবে নচেৎ ওরূপ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সাজিবে না।" তাহাতে আমি বলিলাম, "তবে কি এখন হইতে আমাদিগকে বুড়াআঙ্গুলের উপর ভর দিয়া চলিতে হইবে?" গৃহিণী বলিলেন, "সকল বিষয়েই তোমার ওরূপ

রহস্য করা অভ্যাস ; দেখ মেয়েদের জন্য এক্ষণে দুই চারি খানা ভাল কাপড়ের প্রয়োজন, উহা ক্রয় করিতে কিছু ব্যয় হইবে কিন্তু দেখিতেছি এক্ষণে তোমার টাকা কড়ি কিছুই নাই ; আমাদের চাবের জন্য যে দুইটা মহিষ আছে, আপাততঃ উহার একটা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাউক। যখন বিলাসবতীর সহিত লীলাবতীও সাবিত্রীর তীর্থ দর্শনে যাওয়া স্থির হইয়াছে, তখন দু চার খানা ভাল বস্ত্র উহাদিগকে কিনিয়া দিতে হইবে।"

আমি অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পরদিন আমাদের একজন কৃষাণ মহিষটীকে লইয়া হাটে বিক্রয় করিতে গেল। কৃষ্ণকমল তাহার সঙ্গে গেল।

আমি স্বয়ং যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় গৃহিণী যাইতে দিলেন না। বলিলেন, "কৃষ্ণকমল বেশ বিবেচক এবং ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে বেশ সুপটু ; দেখ, আমাদের সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যখন যাহা ক্রয় করে, তখন তাহা প্রায়ই সস্তায় আনে। এমন দর করিতে পারে, যে দোকানদারগণ অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া সুলভ মূল্যে ছাড়িয়া দেয়।" আমার ও কৃষ্ণকমলের ক্ষমতা সম্বন্ধে কতকটা বিশ্বাস ছিল এজন্য আমি তাহার যাওয়ায় কোনও আপত্তি করি নাই। যাইবার কালীন গৃহিণী কৃষ্ণকমলকে মহিষ বিক্রয়ের টাকা হইতে মেয়েদের জন্য ভাল শাটী ও বডি আনিতে বলিয়া দিলেন এবং কোন্ কাপড়ের কি প্রকার পাড হইবে তাহা তাহাকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। কৃষ্ণকমলের বাটী হইতে যাইবার সময় গৃহিণী তাহার সম্মুখে একটী জলপূর্ণ ঘট রাখিলেন ও ঘটকে প্রণাম করিতে বলিলেন। কৃষ্ণকমল ঘটকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল। এদিকে লীলাবতী

পূর্ব্ব হইতে একটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া পথে দণ্ডায়মান ছিল, যাহাতে যাত্রা শুভ হয় তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না। যতক্ষণ তাহাদের দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ আমরা সকলে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার সময় আমি দাওয়ায় বসিয়া তামাকু খাইতেছি, এমন সময় যজ্ঞেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে, যজ্ঞেশ্বর অনেকটা আমাদের ঘরের লোকের মত হইয়াছেন। আমরা সংসারের অনেক বিষয় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া থাকি। গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে তীর্থ-দর্শনে পাঠান সম্বন্ধে তাঁহার কি মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি একটু চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করি না।" গৃহিণী বলিলেন, আমাদের যাহাতে উন্নতি হয়,এমন কোন বিষয়ে আপনার নিকট পরামর্শ লইতে আসিলেই আপনি তাহাতে ব্যাঘাত দিয়া থাকেন।" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, ব্যাঘাত দেওয়ায় আমার লাভ কি? আমাকে কেহ কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই বলিয়া থাকি। পরামর্শ জিজ্ঞাসুর অভিমত কথা বলা আমার অভ্যাস নহে। আমি যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছি তাহাই আপনাকে বলিলাম, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত কিনা তাহা আপনাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" গৃহিণীর সহিত যজ্ঞেশ্বরের বাদানুবাদ হইবার উপক্রম দেখিয়া আমি অন্য কথা আনিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম কৃষ্ণকমল এখনও হাট হইতে ফিরিয়া আসিল না কেন? রাত্রি হইয়া আসিতেছে, এখনও সে হাটে বসিয়া কি করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না।" গৃহিণী উত্তর করিলেন,"তাহার জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না, সে চালাক ছেলে; মাছিবটী যাহাতে সর্ব্বোচ্চদরে বিক্রয় হয় সেই চেষ্টাতেই তাহার এত

বিলম্ব হইতেছে। সে যখন বাটী আসিবে তখন তাহার সওদা দেখিয়া তোমরা সকলে অবাক্ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিতে না বলিতে কৃষ্ণকমল আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার কোমরে প্রকাণ্ড বাক্সের ন্যায় কি একটা দ্রব্য বাঁধা রহিয়াছে। গৃহিণী ব্যগ্রতাসহকারে বলিলেন,—"এই যে কৃষ্ণকমল আসিয়াছে, তোমার চাদরে ও কি বাঁধা? দিদীদের [illegible] ? কৃষ্ণমকল একটু চালাক চালাক ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাঁড়াও দেখাই কি আনিয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন, "মহিষটা কত টাকায় বিক্রয় হইল।" কৃষ্ণকমল বলিল,"মহিষ বিক্রয় করিয়া কুড়ি টাকা পাইয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন,—কুড়ি টাকা! বেশ হইয়াছে। বোধ হয় কাপড় চোপড় ক্রয় করিতে টাকা দশেক লাগিয়াছে। যাহা হউক বাকী টাকা আমাকে দাও; কৃষ্ণকমল বলিল,"কাপড় ক্রয় করা হয় নাই,সমস্ত টাকাতে রূপাবাঁধান কুড়ি ডজন চসমা মায় খাপ খুব সস্তাদরে আনিয়াছি, ইহাতে বিশেষ লাভ হইবে।" এই বলিয়া কৃষ্ণকমল কোমর হইতে প্রকাণ্ড কাগজের বাক্সটী চাদরের গ্রন্থী খুলিয়া বাহির করিল। গৃহিণী বলিলেন "কি কুড়ি ডজন চসমা! শেষে কি টাকাগুলা এমনি করে নষ্ট করতে হয়?"একটা মহিষ বেচে শেষে কি কতকগুলা ভাঙা কাচ পাইলাম!" কৃষ্ণকমল বলিল, তুমি রাগ করিতেছ কেন? আমার কথা শুন; বিশেষ সস্তাদরে পাইয়াছি বলিয়াই—আনিয়াছি; ইহার ফ্রেমে যে রূপা আছে তাঁহারই মূল্য চল্লিশ টাকা। গৃহিণী ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,— "রেখেদে তোর রূপা, [illegible]" আমি বলিলাম, "স্থির হও তোমার অত উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই; সমস্ত ফ্রেম গুলি মোট চারি আনায় বিক্রয় হইলে যথেষ্ট হইবে। কারণ, দেখিতেছি ইহা

পিতলের উপর রূপার গিল্টী করা।” গৃহিণী একে বারে হতাশ্বাস হইয়া বলিয়া উঠিলেন,“কি ?—ফ্রেম গুলি রূপার নয় ? বল কি?”আমি বলিলাম, তোমার কলাই করা গেলাসটী যেমন রূপার, ইহাও সেই প্রকার।”গৃহিণী বলিলেন,“কি সর্ব্বনাশ ! অতবড় মহিষটার পরিবর্ত্তে, কতকগুলা গিল্টী করা চসমা পাইলাম? গাধাকে এমন ঠকানও ঠকাইয়াছে ! উহার ভালমন্দ লোক চিনিবার ক্ষমতা কি কিছুমাত্র নাই।”আমি বলিলাম, “এ তোমার অন্যায়, ও ছেলে মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে।” গৃহিণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “হতভাগা আমার সম্মুখ হইতে দূরহ ! আমি এখনই এ সমস্ত চসমা গুলা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিব।” আমি বলিলাম, ইহাও তোমার অন্যায়, উহার যাহা হউক একটা ত মূল্য আছে ? আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলে, উহা হইতে একটা পয়সাও পাইব না।”

এক্ষণে কৃষ্ণকমলের জ্ঞান হইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, জুয়াচোরে তাহাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাকে প্রকৃত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম। কৃষ্ণকমল বলিল, মহিষটাকে বিক্রয় করিয়া কাপড়ের দোকানে কাপড় দর করিতেছিলাম। এমন সময় চসমানাকে প্রবীণ গোছের একটি ভদ্রলোক আমার নিকট ভাল কাপড় বিশেষ সুবিধাদরে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া একটী বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে একজন লোক কতকগুলা চসমা আনিয়া তাঁহাকে বলিল, মহাশয় ! এইগুলি বন্ধক রাখিয়া কুড়িটী টাকা দিতে পারেন। সেই ব্যক্তি আরও বলিল,—ইহার প্রকৃত মূল্য একশত টাকা, তবে কিনা তাহার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। যদি বন্ধক দিয়া টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে চল্লিশ টাকায় উহা একবারে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। এই কথায় ভদ্র

লোকটী আমার কাণে কাণে বলিলেন, তুমি এখনি উহা চল্লিশ টাকা দিয়া লও, এমন সুযোগ আর হইবে না,উহার উচিত মূল্য আশি টাকার কম কথনই নহে। আমাদের প্রতিবেশী রামধন গাঙ্গুলীও হাটে গিয়াছিল, আমি তাহাকে এই কথা বলিলাম। প্রাচীন ভদ্র লোকটী রামধনকে উহাবিশেষ লাভের সওদা তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শেষে রামধন কুড়ি টাকা দিয়া অর্দ্ধেক চসমা লইলেন এবং আমি বাকী অর্দ্ধেক গুলি লইলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের পরিবারবর্গ কয়েকবার সৌখিন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে প্রত্যেক বারই একটা না একটা ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। আমি তাহাদের সর্ব্বদাই বুঝাইতাম যে, যাহার যেরূপ অবস্থা, তাহা অপেক্ষা চালচলন বাড়াইলে, বড়লোকের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিলে, গরিবেরই সর্ব্বনাশ হয়। যে সকল নির্ধন লোক, আপনাদিগের সম্ভ্রম বাড়াইবার জন্য বড়লোকের সহিত আত্মীয়তা করে তাহাদিগকে ঐ সকল ধনীলোকেরা কখনই সমশ্রেণীস্থ লোকের ন্যায় খাতির করে না এবং তাহাদের সমশ্রেণীস্থ লোকেরাও তাহাদিগকে ঘৃণার-চক্ষে দেখে। একদিন আমি কুসুকে তাহার পাঠ্য পুস্তক হইতে একটা গল্প পড়াইয়াছিলাম, সেই গল্পটী তাহার মাতা ও ভগিনীগণকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলাম। কুসু পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিল,

"একদা এক যক্ষ ও বামন পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দিগ্বিজয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল। পথিমধ্যে দুইটা রাক্ষসের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বামন অত্যন্ত সাহসী ছিল, সে ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষসদ্বয়ের মধ্যে একজনকে মুষ্টাঘাত করিল। কিন্তু বামনের আঘাতে রাক্ষস কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক বামনের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল; আঘাত করিবামাত্র উহা দ্বিখণ্ড হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। এক্ষণে বামনের দুর্দ্দশা দেখিয়া যক্ষ তৎক্ষণাৎ রাক্ষসদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিল। বামন দারুণ প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া স্বীয় তরবারি দ্বারা মৃত রাক্ষসের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল। তথা হইতে পুনরায় তাহারা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল,—জিঘাংসু প্রকৃতি তিন জন দৈত্য কোনও রোরুদ্যমানা রাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে বামনের পূর্ব্বতেজ কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইলেও সে সর্ব্বপ্রথম দৈত্যদের মধ্যে একজনকে আঘাত করিল। দৈত্যবর বামনের একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইল। এমন সময়ে যক্ষ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দৈত্যগণ প্রাণভয়ে পলায়ন না করিলে, যক্ষ, নিশ্চয়ই তাহাদিগের সকলেরই প্রাণ সংহার করিত। এইরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহারা ঐ রাজকন্যাকে দৈত্যদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল এবং রাজকন্যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেই যক্ষকে বিবাহ করিলেন। তাহার পর দুই বন্ধুতে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূর চলিয়া গেল। অবশেষে একদল দস্যুর সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। যক্ষ এবার অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেও বামন যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ ছিল না। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী এবং

ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল; সহসা একপ যুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যক্ষ দস্যুদলের যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিল; কিন্তু বামন এবারে বহুকষ্টে কোনক্রমে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরিশেষে যক্ষ ও তাহার সহচর বামন যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। এইযুদ্ধে বামন তাহার একটী পদ হারাইল এবং পূর্ব্বেই তাহার একটী হস্ত এবং একটী চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু যক্ষের অঙ্গে একটু সামান্ত আঘাত মাত্রও লাগে নাই। যক্ষ বামনকে বলিল। "বন্ধু আমরা সকল যুদ্ধেই জয়ী হইলাম, এক্ষণে আর একটী যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেই আমাদের যশঃ চিরস্থায়ী হয়।" বামন বিজ্ঞতার সহিত উত্তর করিল,"না বন্ধু! আমি আর যুদ্ধ করিতে পারিব না; আমি দেখিতেছি যতবার যুদ্ধ হইয়াছে ততবারই সম্মান ও যশের ভাগ তুমিই লাভ করিয়াছ, অদৃষ্টক্রমে আমি কেবল প্রহারের অংশমাত্র লাভ করিয়াছি।"—

আমি এই উপাখ্যানটীর নিগূঢ় অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় যজ্ঞেশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে দেখিয়া আমার গৃহিণী পুনর্ব্বার বিলাসবতীর সহিত কত্তাবাবুকে তীর্থ পর্য্যটনে পাঠানর ঔচিত্য বিষয়ে কথা উত্থাপন করিলেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ ফল যে শুভজনক তাহা তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বিশেষ আগ্রহ সহকারে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; এবিষয়ে আমার যে কি মত তাহা কিছুই প্রকাশ করিলাম না। পূর্ব্বে একদিন যজ্ঞেশ্বরের ঐ প্রকার কথায় গৃহিণী অত্যন্ত চটিয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বর আবার সেই কথা বলায় তিনি তাহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; পরিশেষে তর্কে পরাজিত হইয়া গলা ছাড়িয়া দিলেন। তর্কে যাহা সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই, তাহা গলার জোরে বাহাল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি

বলিলেন, "নিশ্চয়ই তোমার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, যাহাতে আমার কন্যাদ্বয়ের তীর্থ দর্শনে যাওয়া না হয়। তোমার আর এবাটীতে যাতায়াত না হইলেই ভাল।" যজ্ঞেশ্বর স্থিরভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আমার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি তাহা প্রকাশ করিতে চাহি না। আমি দেখিতেছি, আমার আগমনে আপনারা আর ততদূর সন্তুষ্ট নহেন, আমি এক্ষণে বিদায় লইলাম। যখন আমি এদেশ ছাড়িয়া যাইব, তখন শেষ বিদায় লইতে আর এক বার আসিব।" এইকথা বলিয়া যজ্ঞেশ্বর ছাতা ও ছড়ি হাতে লইয়া প্রস্থান করিলেন। যজ্ঞেশ্বর চলিয়া গেলে সন্তানগণের মধ্যে সাবিত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত হইল। আমার স্ত্রী—এ কার্য্যটা তাঁহার ভাল হয় নাই বুঝিতে পারিয়া উহার ন্যায্যতা বজায় রাখিবার জন্য একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম; "এ তোমার কিরূপ ব্যবহার, এইরূপ করিয়াই কি অতিথি সৎকার করিতে হয়? তোমার মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইবে ইহা আমি কখনও প্রত্যাশা করি নাই।" গৃহিণী বলিলেন, "উনি আমাকে চটাইলেন কেন? মেয়ে-দের স্থানান্তরে পাঠান সম্বন্ধে উঁহার কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য আছে। অনেক দিন হইতে আমি দেখিতেছি, আমার ছোট মেয়েটাকে উঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, পয়সা কড়ি নাই বলিয়া সেকথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। যজ্ঞেশ্বর কুলীনও আমাদিগের ঘর; উঁহার নিশ্চয় ধারণা যে, উহার কিছু সুসার সম্পত্তি থাকিলে উঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে আমাদের কোন আপত্তি হইত না।" যজ্ঞেশ্বরের সহিত অসৎ ব্যবহার করার যদিও আমার স্ত্রীকে আমি ভর্ৎসনা করিলাম তথাপি কার্য্যটা যে বিশেষ অন্যায় হয় নাই, তাহা মনকে বুঝা-

ইতে সমর্থ হইলাম। প্রথমতঃ যজ্ঞেশ্বর যেরূপ ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, তা ছাড়া তাহার রকম সকম আমার ভাল বোধ হইত না। অতিথি-সংকার কার্য্যের ব্যতিক্রম হওয়ায় আমার মনে যেটুকু কষ্ট হইয়াছিল, এই সকল যুক্তিজাল বিস্তার দ্বারা তাহার অপনোদন করিতে চেষ্টা করিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আমার কন্যাদের বিলাসবতীর সহিত কলিকাতা হইয়া তীর্থদর্শনে যাওয়া একপ্রকার স্থিরই হইয়াছিল, এবং তাহাদের পাঠাইতে হইলে মানইজ্জতের সহিত পাঠান উচিত, ইহাও স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অর্থব্যতীত মান ইজ্জত বজায় রাখা যায় না। দুই চারি খানা ভাল কাপড় তাহাদের সঙ্গে দিতে হইবে এবং কিছু নগদ টাকা ও তাহাদের থাকা চাই, কিন্তু টাকার যোগাড় ত কিছুই দেখিলাম না। গৃহিণীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া এই বিষয়ে পরামর্শ করার পর ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, গৃহিণীর একছড়া সোণার তাবিজ আছে, তাহাই বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা হউক। গৃহিণী প্রকাশ করিলেন যে, উহা অনেক দিনের গড়ন, নানাস্থানে ছিদ্র হইয়াছে এবং এখনকার দিনে ওরূপ গড়নের তাবিজ কেহ পরে না। এজন্ত উহা তাঁহার বাক্সে তোলা থাকে, উহা বিক্রয় করিলে বিশেষ ক্লেশ অভাব বোধ হইবে না। এক্ষণে আমাকে সুলতানপুরের বাজারে যাইয়া উহা

বিক্রয় করিয়া আসিতে হইবে। আমার জীবনে কখনও এ প্রকার কার্য্য করি নাই—তথাপি আমি যে এই কার্য্যে বিশেষ পটুতা দেখাইতে পারিব, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। যাহাদের সংসর্গে সর্ব্বদা থাকা যায়, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি অনুযায়ী লোকের অভিজ্ঞতা জন্মে। আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আঢ্য পরিবারের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি, ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের উপর আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাই আমি জনসাধারণের সহিত ব্যবহার করা সম্বন্ধে যথেষ্ট মনে করিয়াছিলাম। পরদিন যখন আমি বাজারে যাইবার জন্য বাটী হইতে নিক্রান্ত হই, তখন গৃহিণী আমাকে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন "দেখ, খুব সাবধান।" আমি বাজারে আসিয়া এক পোদ্দারের দোকানে গেলাম, সেখানে তাবিজ ছড়াটী যাচাই করিবার জন্য দিলাম। তাহারা কসিয়া দেখে বলিল যে, ইহাতে চারি আনা খাদ আছে ও পান কস্থর ভরি করা তিন আনা বাদ যাইবে। এক্ষণে অনুমানে ইহাইত বোধ হইতেছে, কিন্তু গলাইলে কি দাঁড়ায় তাহা বলিতে পারি না। যেমন আছে—এরূপ অবস্থায় তাহারা আট টাকা ভরির বেশী লইতে পারে না। আমি জানিতাম যে উহা গিনি সোণায় গড়াম হইয়াছিল। পান কস্থর ইত্যাদি খুব বেশী বেশী বাদ দিলেও আঠার টাকার দরে উহা বিক্রয় হইবে; ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা ছিল; সুতরাং আমি সে দোকান হইতে উঠিয়া অন্য দোকানে গেলাম। সে ব্যক্তিও যাচাই করিয়া বলিল, "এ অতি কম দরের সোণা; আমার মতে আপনি ইহা বিক্রয় না করিয়া ঘরে ব্যবহার করুন। বিক্রয় করিতে গেলে সাড়েসাত টাকা ভরির বেশী দর হইবে না। আমি সে দোকান হইতে উঠিয়া অপর দোকানে গেলাম। তাহারা কষিতে—বসিয়া তিন চারি প্রকার দরের সোণায়

সহিত মিলাইয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া বলিল "এ বিলাতি সোণা, ইহা একবার গলাইলে আর কিছুই গড়ান যাইবে না। চারি পাঁচ টাকা ভরির বেশী মূল্যে ইহা বিক্রয় হইতে পারে না।" সকলেরই এরূপ কথা শুনিয়া জিনিষটার উপর আমার হতশ্রদ্ধা জন্মাইল। তাহারা যে ঠিকদর বলে নাই, ইহা মনে মনে বুঝিয়াও ভাবিলাম,—যখন এতগুলি লোকে একই কথা বলিতেছে, তখন উহারা কখনই মিথ্যা বলিতেছে না। আমি ক্ষুণ্ণ মনে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে আমার একটী প্রাচীন বন্ধু আসিয়া ধাক্কা দিয়া বলিল, "কি হে! এক মনে কি ভাবিতেছ? এস তামাকু খাবে?" আমারও তামাকু খাইবার আবশ্যক হইয়াছিল; সুতরাং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। তিনি আমাকে একটী বাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় একঘরে একটী প্রাচীন লোক এক খানি গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃগচর্ম্মের উপর উপবেশন করতঃ এক খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা, দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। আমরা সেই ঘরে যাইয়া বসিলাম। এবং উভয়ে ধূমপান করিতে লাগিলাম এবং পরস্পরের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করিতে ছিলাম, এমন সময়ে একটী যুবক আসিয়া বৃদ্ধটীকে অভিবাদন করিল। সে করযোড়ে আপনার দুঃস্থ অবস্থার বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "বাছা! আমি তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব, এই দশটাকা লও, আশা করি—তুমি উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া যুবকের চক্ষুদ্বয় হইতে দুই এক ফোঁটা অশ্রু বিন্দু পতিত হইল। আমারও এই ঘটনা দেখিয়া ভক্তির [illegible]

আপ্লুত হইল। প্রাচীন ব্যক্তি পুনর্ব্বার পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথা বার্ত্তার পর বাজারে কোন বিশেষ কার্য্য আছে হটাৎ স্মরণ হওয়ায় আমার বন্ধু উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "যদি আমি আপনাকে কোনও পত্রাদি লিখি, তাহা হইলে বিষগ্রাম পোষ্ট আপিস নরহরি ভট্টাচার্য্যের বাটী এই ঠিকানায় লিখিলেই বোধ হয় পহুঁছিতে পারে।" আমি বলিলাম, বিষগ্রামে পোষ্ট আপিস নাই, আমোদপুর পোষ্ট আফিস হইয়া বিষগ্রামে পহুঁছিবে, এইরূপ লিখিতে হইবে। সেই প্রাচীন ব্যক্তি আমার নাম শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে আমার বন্ধু চলিয়া গেলে অতিসম্ভ্রমের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বহুবিবাহের প্রতিবাদকারী স্বধর্ম্মপরায়ণ দেশ বিখ্যাত বিষগ্রাম নিবাসী নরহরি ভট্টাচার্য্যের কোন আত্মীয়? এই কথায় আমার মনে যে কিরূপ অপূর্ব্ব উল্লাসের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। আমি বলিলাম, মহাশয়! আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তির মুখ হইতে প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করা মাদৃশ ব্যক্তির শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। আপনি যাঁহাকে স্বধর্ম্মপরায়ণ দেশবিখ্যাত বলিয়া উল্লেখ করিলেন, আমিই সেই নরহরি ভট্টাচার্য্য। আমিই বহুবিবাহের বিপক্ষে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, "অ্যাঁ? বলেন কি? আপনাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া এতক্ষণ উপেক্ষা করিয়াছিলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" আমি বলিলাম, "মার্জ্জনার কথা বলিবেন না, আমি ভবৎ সদৃশ লোকের বন্ধুত্বের প্রয়াসী।" বৃদ্ধ বলিলেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? যিনি আর্য্য সনাতন ধর্ম্মরূপ মহা [illegible]স্বরূপ, আমি কি সেই মহাত্মাকে"—

যদিও আমি একজন গ্রন্থকার ছিলাম এবং আত্মপ্রশংসা হজম করা আমার বিশেষ অভ্যাস ছিল, তথাপি নববন্ধুর এই অতিরিক্ত স্তুতিবাক্যে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে বুঝিলাম যে, তিনি পণ্ডিত না হইলেও একজন পরম ভক্ত সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে তাঁহার প্রতি আমার সম্মানের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। আমি বলিলাম, আজ কাল লোকে ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, শাস্ত্র বাক্যের প্রতি আর সেরূপ আদর নাই, সকলেই স্বপ্রণোদিত মতে চলিতে চান। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, বন্ধু এক্ষণে কলিকাল; পুণ্য এক পাদমাত্র ও পাপই ত্রিপাদ। শাস্ত্রেই লিখিত আছে, কলিতে—

ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিত স্তপো বিচলিতং সত্যঞ্চ দূরে গতম্।
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ॥
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽপিচপলাঃ পাপানুরক্তাঃ জনাঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃত্তেঃ কলৌ॥
যদা সতাং হানিঃ বেদমার্গানুসারিণাম্।
তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধি রনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে, ভবিষ্যপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনায় বিধি আছে। কিন্তু সে ব্রহ্মোপাসনা আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত উপাসনা হইতে অনেক পৃথক্। ইহাতে ব্রহ্মের গায়ত্রী; প্রাণায়াম, ন্যাস, ধ্যান ও জপের বিধি আছে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

যাঃ আমি কি কথায় কি বলিতেছি। "আমি [illegible]

যথার্থই, ধর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাসীন্যের কথায় ইনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে ব্রহ্ম পূজার কথা কি করিয়া আনিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে তিনি বেশ শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত। এজন্য আমি তাঁহাকে আরও সম্মান করিতে লাগিলাম। তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছাও হইল; আমি একটী বিচারের কথা আনিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তিনি এরূপ নম্র ও লজ্জাশীল যে বিচারে জয় লাভ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ দেখিলাম না। তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। ইহাতে বুঝা গেল যে, ইচ্ছা করিলে অনেক কথা বলিতে পারিতেন, কিন্তু বলা আবশুক মনে করিলেন না। তখন শাস্ত্রকথা ছাড়িয়া বৈষয়িক কথা পাড়িলাম। আমি বলিলাম, "আমার এক খানি পুরাতন অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও কয়েক ভরি সোণা কিনিবার আবশুক এবং সেই জন্যই অদ্য বাজারে আসিয়াছি।" আমি তাবিজ ছড়াটী বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি পান কস্থর বাদে সোণার দরে দিতে পারেন কি না?" আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তাবিজ ছড়াটী ওজনে পাঁচ ভরি থাকায় আঠায় টাকা ভরি হিসাবে নব্বই টাকা মূল্য ধার্য্য হইল। তিনি একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া বাকি দশটাকা ফেরত চাহিলেন, কিন্তু আমি উহা দিতে না পারায় মাথায় লাল পাগড়ী ধারী অনেক হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লছমন! এই নোটখানা ভাঙ্গাইয়া লইয়া আইস।" লছমন নোট লইয়া গেল ও একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "হুজুর! টাকা কোথাও পাওয়া গেল না।" ইহাতে আমরা উভয়েই [illegible] দুঃখিত হইলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি আপনার স্বগ্রামনিবাসী

রামধন গাঙ্গুলীকে চিনেন? আমি বলিলাম, "হাঁ। তিনি আমার প্রতিবেশী, তাঁহাকে আমি বেশ চিনি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহার সহিত আমার দেনা পাওনা আছে, তাহার নামে বরাত চিঠি দিলে, আপনার বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না।" রামধন বিশেষ সচ্চরিত্র লোক; তাঁহাকে গ্রামের সকলেই বিশেষ সম্মান করেন। আমি ভাবিলাম, রামধনের উপর বরাত চিঠি একপ্রকার নগদ টাকারই তুল্য। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম, জানকীনাথ (সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি) স্বহস্তে একখানি বরাতচিঠি লিখিয়া আমার হস্তে দিলেন, আমিও তাবিজ ছড়াটী তাঁহাকে দিলাম।

জানকীনাথ তাবিজ লইয়া চলিয়া গেলে ভাবিলাম, তাবিজ ছড়াটী ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই; একবার ভাবিলাম, তাবিজ ছড়াটী ফিরাইয়া আনি, আবার ভাবিলাম, হয়ত তিনি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্বেষণ পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। আমি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রথমে রামধন গাঙ্গুলীর নিকটে গেলাম। এবং তাঁহাকে বরাত চিটিখানি দেখাইলাম। তিনি সেখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন। "আমি বলিলাম, আপনি কি নামটী পড়িতে পারিতেছেন না?—জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।—রামধন বলিলেন, "তাহাত স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এই লোকটা ভয়ানক জুয়াচোর, এই ব্যক্তিই আমাদিগকে গিল্‌টীর চসমা বিক্রয় করিয়াছিল। বলুন দেখি তাহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, নাকে চসমা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও কপালে রক্তচন্দনের ফোটা ছিল কি না? লোকটা শাস্ত্র-সম্বন্ধে ও কলিকাল সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিল কি না?" আমি বলিলাম,—"হাঁ। ঠিক, সেই বটে।" রামধন বলিলেন, "তাহার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ঐ শ্লোক কয়েকটা মাত্র পুঁজি[illegible]

কোন শিক্ষিত লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তখনই বচন কয়টা আবৃত্তি করে। আমি তাহাকে বেশ চিনিয়াছি। নিশ্চয়ই একদিন তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিব।" এক্ষণে আমার মনঃকষ্টের আর সীমা রহিল না। ইহার উপর আবার উপরন্তু ভাবনা হইল—কেমন করিয়া গৃহিণীর নিকট মুখ দেখাইব। শেষে ভাবিয়া স্থির করিলাম যে, গৃহিণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাকে কতকগুলা ভৎসনা করিয়া একটা কলহ বাধাইয়া দিব।"

কিন্তু হায়! বাটী গিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী এবং কন্যাগণ কেহই এরূপ কলহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আমাকে দেখিবামাত্রই তাহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে?" তাহাতে গৃহিণী বলিলেন, "বিলাসবতী আমার কন্যাদের সঙ্গে না লইয়াই কল্য তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। কোন মন্দলোক তাঁহাকে আমাদের কুৎসা করিয়া একখানি বেনামী চিঠি লিখিয়াছে। সেই জন্যই তিনি আমাদের আর কোন সংবাদ দেন নাই।" আমি ভাবিলাম এমন শত্রু আমাদের কে আছে—আমরা ত কখন কাহারও অনিষ্ট করি নাই।
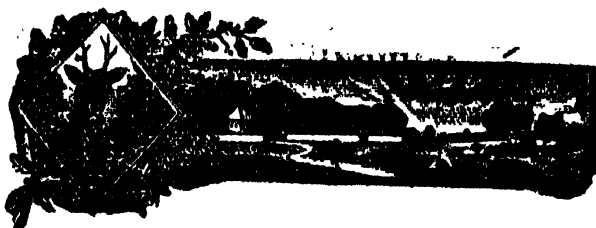
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুৎসাপূর্ণ পত্রখানির লেখক কে তাহা সিদ্ধান্ত করিতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে অনেকের উপর আমাদের সন্দেহ হইল। কিন্তু প্রকৃত লেখক কে তাহার কিছুই স্থির হইল না। সন্ধ্যার সময় দেখি—ক্ষুদ্র একটী টীনের কৌটা হস্তে আসিয়া বলিল "আমি রাস্তায় খেলা করিতে করিতে এইটী কুড়াইয়া পাইয়াছি।" দেখিবামাত্র উহা যে যজ্ঞেশ্বরের কৌটা তাহা আমরা চিনিতে পারিলাম। কৌতূহল বশতঃ কৌটার ভিতর কি আছে দেখিবার জন্ত উহা খুলিয়া দেখিলাম, একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট ও একখানি চিঠি রহিয়াছে। চিঠিখানি খামের ভিতর ছিল। খাম খানি গালা দিয়া শীল মোহর করা। শিরোনামায় লেখা আছে, "শশিবিলাসের আত্মীয়া স্ত্রীলোক দুইটাকে লিখিত পত্রের জবাব।" শিরোনামা পড়িবামাত্র আমাদিগের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। এক্ষণ

বুঝিতে পারিলাম সেই কুৎসাপূর্ণ পত্রের লেখক কে ? একণে পত্রখানি খুলিয়া পড়া উচিত কি না ইহাই আমাদিগের বিচার্য্য হইল। আমি ইহার বিপক্ষে মত দিলাম, কিন্তু সাবিত্রী বলিল, যজ্ঞেশ্বর বাবু কখনই সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক নহেন, আপনি উহা খুলিয়া দেখুন, কি লেখা আছে। আমি ভিন্ন পরিবারবর্গের সকলের মতে খোলাই স্থির হইল। আমি উহা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

"মহিলাদ্বয় !

"এই পত্রের লেখক কে তাহা পত্রবাহকের নিকট জানিতে "পারিবেন। আমাকে নির্দ্দোষও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের অনেক হিতৈষী "বলিয়া জানিবেন। আমি শুনিয়াছি যে আপনারা দুইটী বালিকাকে "তীর্থদর্শন ব্যপদেশে কলিকাতা লইয়া যাইবার মানস করিয়াছেন। "ধর্ম্মের পরিবারে অধর্ম্ম প্রবেশ করে ইহা আমার কখনই ইচ্ছা নহে, "অতএব আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, এই কার্য্য করিলে "আপনাদিগের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। আপনারা আমার সদুপদেশ "গ্রহণ করিবেন ইহাই আমার প্রার্থনীয়; শান্তি ও সরলতার মধ্যে "পাপ ও বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিতে দিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ।"

পত্র খানি পড়িয়া আমাদের সন্দেহ একেবারে দূর হইল। "অধর্ম্ম—পাপ—বিশৃঙ্খলা" ইত্যাদি এরূপ ভাবে লিখিত আছে যে, উহা উভয় পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু আমাদিগের এবিচার করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। যজ্ঞেশ্বরের নীচাশয়তা সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। পত্রখানি শেষপর্য্যন্ত পড়িতে না পড়িতে আমার গৃহিণী অধীর হইয়া ধিক্কার করিয়া পত্র লেখককে অজস্র গালি দিতে লাগিলেন। এই লেখককে, কুৎসাকারীকে চিরকাল

অপদস্থ করা যায় আমরা সকলে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার কনিষ্ঠ পুত্র দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "যজ্ঞেশ্বর দাদা আমাদিগের বাড়ীরদিকে আসিতেছেন দেখিলাম।" আমাদিগের উদ্দেশ্য যজ্ঞেশ্বরকে কতকগুলি ভর্ৎসনা করা; এবং উহা এরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাঁহার মর্ম্মান্তিক হয়। স্থির হইল যজ্ঞেশ্বর আসিলে প্রথমতঃ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইবে পরে নানাবিধ মিষ্ট বচনে তাঁহাকে তুষ্ট করা হইবে। তৎপরে যখন তিনি আমাদের আতিথেয়তায় তুষ্ট হইয়া সন্তোষ প্রাপ্ত করিবেন, তখন হঠাৎ তাঁহার নীচপ্রবৃত্তি যে আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করা যাইবে। এইরূপ সাব্যস্ত হইলে পর আমার স্ত্রী এই অভিনয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর গৃহে প্রবেশ করিলে আমি বলিলাম,—"নমস্কার মহাশয় আসিতে আজ্ঞা হউক।" যজ্ঞেশ্বর প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন "আপনাদিগের সকলের কুশল ত?" গৃহিণী তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "অদ্য আমার পঞ্চাশ টাকা লোকসান হইয়াছে।" আমার স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা কি আপনার কখনও ছিল?" পরে গৃহিণী পুনরায় বলিলেন, "আপনাকে তামাসা করিয়া বলিলাম, কিছু মনে করিবেন না।" যজ্ঞেশ্বর উত্তর করিলেন, "আপনি বলিলেন বলিয়াই কিছু মনে করিলাম না, অন্য কেহ বলিলে একথা হইত না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা নিশ্চিন্ত! অজ্ঞেরও মূল্য আছে, উহা ফেলিবার জিনিস নয়।" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "বোধ হয় অদ্য প্রাতঃকালে আপনি গোপাল ভাঁড়ের পুস্তক পড়িয়াছিলেন। নচেৎ অদ্য রহস্যের উপর আপনার এত ঝোঁক কেন? এক ছটাক রসিকতার

পরিবর্ত্তে একছটাক বুদ্ধি থাকিলে অনেক কাজে লাগে।” আমি দেখিলাম, এরূপ কথা কাটাকাটিতে বিশেষ কোন সুবিধা হইতেছে না। গৃহিণীর কর্ম্ম নয় ভাবিয়া বলিলাম “সততার সহিত বিদ্যাবুদ্ধির তুলনাই হয় না, সচ্চরিত্র মনুষ্যই পৃথিবীর রত্নস্বরূপ। যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, “মনুষ্যের চরিত্রই যে এজগতে একমাত্র বাঞ্ছনীয় তাহা নহে, বিদ্যা বুদ্ধি না থাকিলে চরিত্র শোভা পায় না। সম্পূর্ণ সৎমনুষ্য সংসারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে প্রজ্ঞা ও প্রতিভা অধিক, সেই ব্যক্তিই জগতে পূজ্য। সচ্চরিত্র এক জন মূর্খ কৃষক ও প্রজ্ঞাবান্, প্রতিভাসম্পন্ন একজন রাজমন্ত্রী ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সংসারে দোষের অল্পতা হেতু লোকে সম্মানার্হ হয় না; গুণের আধিক্যবশতঃ মানী ও যশস্বী হইয়া থাকে।” আমি বলিলাম, “আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক কথা; যখন কোনও ব্যক্তিতে দোষের ভাগ অধিক এবং গুণের ভাগ অল্প মাত্রায় প্রকাশ পায়, তখন সেব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা সম্পন্ন হইলেও পাপাত্মা এবংসাধারণের ঘৃণার্হ।” যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, “আপনি যেরূপ বলিলেন, এরূপ লোক অতি বিরল; বরং অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যাহাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উদার তাহাদের সহানুভূতি ও যথেষ্ট। ঐশ্বরিক নিয়মও ইহার অনুকুল; কারণ সচরাচর এরূপ দেখা যায় যে যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র তাহাদের বুদ্ধিও কম এবং পরের অনিষ্টাচরণ প্রবৃত্তি বলবতী হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। মনুষ্যেতর প্রাণিগণের মধ্যে ও এই নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মাত্রেই হিংস্র, ভীরু, ও কাপুরুষ হয়, অপিচ বৃহদাকার পশুগণ অপেক্ষাকৃত সাহসী ধীর এবং পরাক্রান্ত হইয়া থাকে।” আমি বলিলাম, “আপনার এ সকল যুক্তি শুনিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না;

(যজ্ঞেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া) আমাদিগের মধ্যে,—এমন কি এই স্থানেই এরূপ কোন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যিনি বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইলেও নিতান্ত কুচরিত্র। বলুন দেখি, এ কৌটাটী কাহার ?" যজ্ঞেশ্বর স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "এ যে আমারই কৌটা দেখিতেছি, আমি ভাবিয়া ছিলাম এটী হারাইয়াছে।" "আচ্ছা! এ পত্রখানি কাহার ? ইতস্ততঃ করিবেন না, আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঠিক করিয়া বলুন, ইহা আপনার বটে কি না ?" যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "এ যে আমারই হস্তলিখিত পত্র দেখিতেছি।" আমি বলিলাম, "আপনি কি এতই নীচাশয় ও অকৃতজ্ঞ যে এই পত্র খানি লিখিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হইলেন না ?" যজ্ঞেশ্বর ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "আপনিই বা কি কম ; আপনি কেনই বা আমার এই শীল মোহরযুক্ত পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। আপনি জানেন যে পরের পত্রখোলা অপরাধ বলিয়া গণ্য ; আমি রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে আপনারা সকলেই দণ্ডনীয় হইবেন।" যজ্ঞেশ্বরের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অবজ্ঞা-সূচক ব্যবহারে আমি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলাম, "নরাধম! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, যদি কখনও পুনরায় আমাদের বাটীতে প্রবেশ কর তাহা হইলে বিশেষ অপমানিত হইবে। আমি আর তোমাকে কি শাস্তি দিব, স্বকৃত কুকার্য্যের জন্য তোমার পঙ্কিল হৃদয় চিরকাল তোমাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিবে।" এই বলিয়া আমি পঞ্চাশ টাকার নোট ও পত্র-সহ সেই কৌটাটী তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলাম।" যজ্ঞেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া কৌটাটী কুড়াইয়া লইলেন এবং তাহার চাকনী বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া স্থিরচিত্তে আস্তে আস্তে আমাদের গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আমি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলাম "দুরাত্মাগণ যে সম্পূর্ণ নির্লজ্জ হইতে পারে তাহা আর বিচিত্র কি ?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞেশ্বর চলিয়া গেলে আমাদের জমীদার মহাশয় ঘন ঘন আমাদের বাটী যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলে গৃহিণী ভাবী জামাতা মনে করিয়া আনন্দে আটখানা হইতেন। লীলাবতীর গুণের কথা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বলিতেন। লীলাবতী উত্তম পান তৈয়ার করিতে পারে, ক্ষীরের পানতুয়া প্রস্তুত করিতে জানে, শিল্প কার্য্যে খুব ভাল, উহার পচন্দ খুব সুন্দর, হাতের লেখা পরিষ্কার একটী ও বানান ভুল হয় না ইত্যাদি কথা বলিতেন। শশিবিলাস গৃহিণীকে মা, মা বলিয়া ডাকিতেন। এক দিবস গৃহিণী আমার নিকট বলিলেন "শশিবিলাসের যদি প্রকৃতই লীলাবতীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে উহার নিকট একটা পাকা কথা লওয়া যাউক। লীলাবতীর বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর হইতে চলিল। আমাদের করণীর ঘরে ভাল পাত্র পাইতেছি না এই কথা বলিয়া

লোককে এতদিন বুঝাইয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু আর বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না।”

শশিবিলাসের আমাদের বাটীতে যাতায়াতে লোকে নানা কথা কহিতেছিল, সুতরাং আমি বলিলাম, “এ প্রস্তাব মন্দ নহে। তুমিত জান কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদিগের প্রতিবেশী নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। নরোত্তম বড়লোক না হইলেও উহার অবস্থা মন্দ নহে। একশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, এ ছাড়া বাগান পুকুর ইত্যাদি আছে। বাটীতে চারি পাঁচটী ধানের গোলা আছে। ছোক্‌রাটী সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী। সর্ব্বদাই নিজের চাষ বাস লইয়া ব্যাপৃত থাকে। স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, সেই সময় নরোত্তমের পিতার মৃত্যু হওয়ায় এবং অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায় নরোত্তমকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ছেলেটী যেরূপ বুদ্ধিমান সে পড়া শুনা করিতে পাইলে এতদিন অক্লেশে বিএ, এম এ পাশ করিতে পারিত। তুমি বড় ঘরে কুটুম্বিতে করিবার জন্য বিশেষ লালায়িত, নচেৎ এতদিন আমি উহার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিতাম। শশিবিলাস যদি বিবাহ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে এই মাসেই আমি নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিব।”

শশিবিলাস যখন আমাদিগের বাটীতে পুনরায় আগমন করিলেন, আমার গৃহিণী তাহার মন বুঝিবার জন্য লীলাবতীর বিবাহের কথা পাড়িলেন; বলিলেন, “লীলাবতীর জন্য একটী ভাল পাত্র পাওয়া গিয়াছে। আমাদের এই পল্লীতেই নরোত্তম নামে একটী ছেলে আছে। আমাদের সহিত তাহার কুলশীল মিলিয়াছে। ছেলেটীর স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল। এ বিষয়ে তোমার কি মত?” এই কথা শুনিয়া শশিবিলাস বলিলেন, “নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহ

কখনই হইতে পারে না। আমি নরোত্তমকে জানি, সে আমারই একজন প্রজা, সেট্টা মূর্খ, চাষা, তাহার সহিত লীলাবতীর ন্যায় কন্যার বিবাহ দেওয়া আর বানরের গলায় মুক্তার হার পরান একই কথা। আমার মাতুল কলিকাতায় আছেন, অন্ততঃ তিনি আসা পর্য্যন্ত আপনারা কি এ বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারেন না? তিনিই আমার একমাত্র অভিভাবক, সুতরাং তাঁহার সহিত একবার এবিষয়ের পরামর্শ করা উচিত।" গৃহিণী বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে এই মাসের মধ্যেই বাটী আসিতে পত্র লেখ। কর্ত্তা বলিয়াছেন এই মাসেই নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিবেন, এমন কি দিনস্থির পর্য্যন্ত করিয়াছেন।" শশিবিলাস কোন উত্তর না করিয়া বিষণ্ণ মুখে বসিয়া রহিলেন; শেষে যাইবার কালীন তাঁহার মাতুলকে পত্র লিখিবেন বলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর দুই তিন সপ্তাহ শশিবিলাস আর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, অথচ আমাদের গ্রামে যে ইতিমধ্যে দুই একবার আসিয়াছিলেন, সে সংবাদ আমি পাইয়াছিলাম।

শশিবিলাসের ব্যবহার দেখিয়া আমি তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়া নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলাম। নরোত্তম তাহাতে বিশেষ অনুগৃহীত মনে করিল। কিন্তু লীলাবতীর মনে কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। সে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে থাকিত, কথাবার্ত্তা বড় একটা কহিত না, অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি একটু উদ্বিগ্ন হইলাম।

এক্ষণে নরোত্তমের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেওয়া এক প্রকার স্থির হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র পরিবারমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সন্ধ্যার সময় প্রাঙ্গণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলাম, এমন সময়ে কৃষ্ণকমল

আমার কাছে গীতগোবিন্দ পুস্তক লইয়া আসিল; আমি তাহাকে গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে বলিলাম। কৃষ্ণকমল তাহা হইতে স্থানে স্থানে পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইল। আমি বলিলাম, এ প্রকার ভাব ও সুললিতপদবিন্যাস আর কোনও গ্রন্থেই দেখা যায় না। আধুনিক কবিগণের কবিতা সরস হয় না। কৃষ্ণকমল তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিল, ইহা কি প্রাচীন কবিদিগের লেখা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন? কবিতাটী উত্তম হইলেও আমার প্রাচীন কবিগণের উপর কেমন একটা ভক্তি থাকা বশতঃই হউক, অথবা ঐ সকল কবিতা সর্ব্বদা পাঠ করার—জন্যই হউক, আমি শেষোক্ত কবিতাটীতে জয় দেবের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিলাম না। আমি বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া লীলাবতীর বিবাহের কথা পাড়িলাম। বলিলাম, লীলাবতীর বিবাহের আর চারিটী দিন মাত্র বাকী আছে। কৃষ্ণকমল বলিল, "নরোত্তম আমাদের কুটুম্ব হইলে বড় সুখের হইবে। আমাদের আর পরের কলে ভাড়া দিয়া আক্ মাড়িতে হইবে না। তাহার নিজের কল আছে, যখনই ইচ্ছা তখনই লইয়া আসিব।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাহাই হইবে। দেখ গৃহিণী, এক্ষণে আমরা প্রাচীন হইয়াছি, আমাদের জীবনের শেষভাগটা একরকম সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে। মেয়ে দুইটীর বিবাহ দিলেই আমি একরকম নিশ্চিন্ত হইব। ছেলেগুলি আমার রত্ন বিশেষ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহারা ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া কখন বিপথে গমন করিবে না। আমাদের বংশই তেমন নয়। বৃদ্ধকালে ইহারা আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে। এবং দুপয়সা রোজগার করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবে—লীলাবতী কোথায়? তাহাকে যে দেখিতেছি না।" সাবিত্রী বলিল, "দিদি সন্ধ্যার সময়

পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছে এখনও আইসে নাই। এমন সময়ে আমার কনিষ্ঠ সন্তান দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা! দিদিকে দুই জন লোক ধরিয়া লইয়া গেল; দিদি কত কাঁদিতে লাগিল, তাহারা তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।" আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ! মেয়ে চুরি! এত বড় স্পর্দ্ধা। আমার নির্ম্মল কুলে কালি পড়িবে, ইহাত কিছুতেই সহ্য হইবে না।" কৃষ্ণকমল আমাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া বলিল, "পিতঃ! এই কি আপনার ধৈর্য্যশীলতা?" ধৈর্য্য! ধৈর্য্য! বলকি? উহার সর্ব্বনাশ হউক, উচ্ছন্নে যাউক। দাও! ঐ দা খান। আমায় দাও, এখনি বিশ্বাসঘাতককে বধ করিয়া হৃদয়কে শান্ত করিব—এই বলিয়া দাত্র আনিতে যেমন অগ্রসর হইলাম, অমনি আমার ধর্ম্মপত্নী আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া, বলিলেন, "স্বামি! প্রভো! কি কর? শান্ত হও। তুমি জ্ঞানী—তোমার নিকট অধিক কথা বলা আমার নিষ্প্রয়োজন; নিজে বুঝিয়া যাহা হয় কর।

কৃষ্ণ কমল বলিল, "পিতঃ! আপনার দেব-চরিত্রে এরূপ ক্রোধ স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। আপনি কোথায় এই দুর্দ্দৈবে মাতাকে সান্ত্বনা করিবেন, না নিজেই অধীর হইয়া উঠিলেন, আপনার সেই দুরাত্মাকে অভিশম্পাত করা ভাল হয় নাই।" আমি বলিলাম, 'আমি কি বাস্তবিক দুরাত্মাকে অভিশম্পাত করিয়াছি? কৈ মনে হইতেছে না।" কৃষ্ণকমল বলিল, "হাঁ আপনি তাহাকে দুইবার অভিসম্পাত করিয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, "হা ভগবন্! আমার দুষ্কৃতি হইতে আমাকে রক্ষা কর। এরূপ উত্তেজিত হইয়া আমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি।"

ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্‌গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে ॥

যাহাই হউক আমাকে দুরাত্মার অন্বেষণে যাইতে হইবে। লীলাবতী আমার নিতান্ত সরলা; এখনও তাহার বিবেচনা শক্তি পরিপক্ক হয় নাই। কুমু বল দেখি, যখন পাষণ্ডেরা তোমার দিদিকে লইয়া গেল, তখন তোমার দিদি কাঁদিয়া ছিল কি না? কুমু বলিল, "হাঁ দিদি কাঁদিয়াছিল এবং দুষ্ট লোকটা বারংবার তাহাকে চুম্বন করিতেছিল। দিদি তাহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল এবং তাহারা গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।"

এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "হতভাগিনি! একবারে আমাদের নিষ্কলঙ্ককুলে কলঙ্ক দিলি? আমি আর কেমন করিয়া এ প্রাণ ধারণ করিব? তুই কি ভাবিস্ নাই যে, তোর বৃদ্ধ পিতা এ বয়সে এ মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইবেন এবং আমিও তাঁহার পদানুসরণ করিব। আমরা গতাসু হইলে আমাদের এই সকল পুত্র কন্যাদের কি দশা হইবে। অদ্য হইতে তুই আর আমার কন্যা নহিস্। আমাদের নিষ্কলঙ্ক গৃহে তোর আর কখনই স্থান হইবে না। যা! তোর প্রণয়ীকে লইয়া চিরদিনের মত দূর হ!"

গৃহিণীকে এইরূপ তিরস্কার করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, গৃহিণী শান্ত হও। তাহার পাপ কার্য্যের জন্য যদি তাহাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করি, তাহা হইলে তাহার আর কখনও উদ্ধার নাই। পাপ হইতে পাপান্তরে লিপ্ত হইয়া উহার ইহকাল ও পরকাল একবারে নষ্ট হইবে। যদি সে যথার্থ অনুতপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। অজ্ঞানতাবশতঃ সে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। প্রথমপাপকারীর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। বারংবার জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

লীলাবতী যদি অনুতপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া অবশ্য আমরা তাহাকে গৃহে লইব। যাহাই হউক, আমি একবার তাহার অন্বেষণ করিয়া দেখিব। যদি দেখা পাই, ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব। যদিও তাহার কালিমা মোচন করিতে পারিব না, তথাপি যাহাতে সে চিরজীবন পাপপঙ্কে নিমগ্ন না থাকে তাহার চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে ব্যক্তি আমার কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, কুমু যদিও তাহার আকৃতিগত বিশেষ বিবরণ বলিতে পারিল না, তথাপি আমাদের জমীদার শশিবিলাসের উপরই বিশেষ সন্দেহ হইল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহাতে এরূপ কার্য্য তাহারই কৃত হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। আমি প্রথমে তাঁহারই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে আমার একজন যজমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমার কন্যার ন্যায় একটী স্ত্রীলোককে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত একখানি গাড়ীতে দ্রুতবেগে যাইতে দেখিয়াছেন। আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে যজ্ঞেশ্বর বলিয়াই সন্দেহ হয়, কিন্তু তাহার কথায় আমি ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। আমি বরাবর জমীদার মহাশয়ের বাটীতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র বিশেষ সম্মান

প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম; তিনি আমার দুর্ঘটনার বিষয় শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় ও তাঁহার ব্যবহারে তিনি যে এই কুকার্য্যে বিন্দুমাত্র লিপ্ত আছেন, তাহা কিছুতেই অনুমান করা গেল না, বরং আমি যখন স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, প্রথমে তাঁহারই উপর আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তখন তিনি আমার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। এক্ষণে যজ্ঞেশ্বরের উপর আমার সন্দেহ জন্মিল। পরক্ষণেই এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে ঐ সন্দেহ আরও দৃঢ়মূল হইল। জমীদার মহাশয়ের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়াছি এমন সময়ে পথে একটী ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনার কন্যাকে পাইয়াছেন কি? যজ্ঞেশ্বর এত বড় দুরাত্মা তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না এবার যজ্ঞেশ্বর এ গ্রামে আসিলে আমরা লাঠি মারিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিব। বেটা এর ছেলেকে ঝুম্‌ঝুমী, ওর ছেলেকে বাঁশী ইত্যাদি দিয়া সকলের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিয়া বাড়ী বাড়ী ভাত খাইয়া বেড়ায়; অবশেষে লোকের মেয়ে ছেলে ভুলাইয়া লইয়া পলায়ন করে! শুনিতেছি আপনার কন্যাকে ভুলাইয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের সহিত অগ্রদ্বীপে মেলা দেখিতে গিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র আমি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়াই অগ্রদ্বীপ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন আমার মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সেখান পর্য্যন্ত যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহা একবারও ভাবিলাম না। ভাবিলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম যে, কোনও ব্যক্তি এই সকল লোককে আমাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া হায়রান্

করিবার জন্যই নিযুক্ত করিয়াছে। পথে আমি আর দুই চারি জনকে আমার কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহারা কোনও সমাচারই দিতে পারিল না। নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া একটী ভদ্র-লোকের সহিত আলাপ হইল; মনে হইল যেন তাহাকে আমাদের জমীদার মহাশয়ের বাটীতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে কন্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, সম্প্রতি তিনি কাটোয়া গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিয়াছেন যে, যজ্ঞেশ্বর কোথা হইতে একটী যুবতীকে বাহির করিয়া আনিয়া মদনমোহনের মন্দিরের নিকট একটী ঘর ভাড়া করিয়া রহিয়াছে। আমি সেই দিনই কাটোয়া যাত্রা করিলাম। কাটোয়া সেখান হইতে সাত ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় আমি কাটোয়ায় প্রবেশ করিলাম। সহরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বারোয়ারী আট-চালায় যাত্রা হইতেছে। অনেক লোক বসিয়া গান শুনিতেছে। আমার বোধ হইল যেন যজ্ঞেশ্বর তাহাদের মধ্যে আছে। আমি যেমন ভিড় ঠেলিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতেছি, অমনি ধাঁ করিয়া যজ্ঞেশ্বর কোথায় ভিড়ের ভিতর মিশিয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধানই করিতে পারিলাম না।

এক্ষণে ভাবিলাম, আমি কি করিতেছি। কতদিন এ প্রকার নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইব? আর বেড়াইলেই কি তাহাদের সাক্ষাৎ পাইব। আমি অদ্যাবধি পাঁচ ছয় দিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। সেখানে আমার স্ত্রী পুত্রেরা রহিয়াছে, এ দুঃসময় কোথায় তাহাদের সান্ত্বনা করিব, না, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অনবরত পদব্রজে ভ্রমণ করায় অতিরিক্ত শ্রম ও মানসিক উদ্বেগ বশতঃ আমার জ্বর হইল। এক্ষণে বাটী হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যৎসামান্য অর্থ সম্বল লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাও প্রায়

নিঃশেষিত হইয়াছে; সুতরাং বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম। বাজারে একটী মুদীর দোকানে আশ্রয় লইলাম। অষ্টাহ জ্বরভোগ করার পর অন্ন পথ্য করিলাম। তিন চারি দিবস পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা ঘরভাড়াও মুদীর দেনা দিতেই ফুরাইল। একণে ভিক্ষা করিতে করিতে বাটী যাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ভগবান্ কি অদৃষ্টে তাহাই লিখিয়াছেন? এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলাম, একটী ভদ্রলোক পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্বস্থ মিঠাইওয়ালার দোকানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যেন চিনি চিনি বলিয়া মনে হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এখানে কি জন্য?" ইঁহার নাম প্রসাদ দাস ঘটক। কলিকাতার বটতলায় ইঁহার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকান আছে। এই মহাত্মাই পূর্ব্বে আমার "বহুবিবাহ নিষেধ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি" নামক পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে জানিলাম, তিনি এখান হইতে পাঁচক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ পাঁচালি রচয়িতা দাশরথি রায়ের জন্মস্থান পীলাগ্রামে তদ্রচিত পাঁচালির পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। যাহা হউক আমি তাঁহাকে আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় জানাইয়া পাঁচ টাকা তাঁহার নিকট হইতে কর্জ্জ লইলাম।

আমি কাটোয়া হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে কিয়দ্দূরে একখানি গোযান দেখিতে পাইলাম। যখন তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিলাম উহার উপর কতকগুলি বড় বড় টীনের বাক্স, ঢোলক, মন্দিরে, ঘুমুর, শঙ্খ জড়ান পলা, বাঁশে রঙ্গিন কাগজ জড়ান তীর ও ধনুক

ইত্যাদি যাত্রাদলের সাজ সরঞ্জাম বোঝাই রহিয়াছে। একজন ভদ্র লোক পদব্রজে ঐ গাড়ীর সঙ্গে যাইতেছে ও গাড়োয়ান গাড়ীর অগ্র-ভাগে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইতেছে। একাকী পদব্রজে মেঠো পথে ভ্রমণ করা কিরূপ কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একজন সঙ্গীর সাক্ষাৎ পাইয়া মনে বড় আনন্দ হইল। তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম তিনি যাত্রাদলের অধিকারী। মফস্বলে বায়না পাইয়া গান করিতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। পথে যদি কোথায়ও বায়না পান তাহা হইলে অল্প সল্প লইয়া দুই একরাত্রি গাইবেন এরূপ ইচ্ছাও আছে। তিনি জিনিস পত্র লইয়া অগ্রে রওনা হইয়াছেন, দলের অন্যান্য লোকেরা আহারাদির পর নির্গত হইয়া অপরাহ্নে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। আমি তাঁহাকে যাত্রা সম্প্রদায় সকলের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, সেকালের ধনকৃষ্ণ ও গোবিন্দ অধিকারীর পদ এক্ষণে কাহারা অধিকার করিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। অধিকারী মহাশয় উত্তর করিলেন, "এখনকার যাত্রাদলের সহিত পূর্ব্বকার গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির দলের তুল-নাই হয় না। এখনকার লোকেরা তাল মান ও গানের ভাব প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখেন না, হাত পা ছুড়িয়া রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া বক্তৃতা করিলেই এবং দলে কতকগুলা বেশী লোক থাকিলেই পসারের সীমা থাকে না। বর্ত্তমান সমাজের রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে, লোকে গুণের পক্ষপাতী না হইয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের পক্ষপাতী হইয়াছে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা একটী গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পহুঁছিলাম। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র দুই একটা করিয়া ক্রমশঃ আট দশ জন গ্রাম্য লোক, যাত্রার দল আসিতেছে

দেখিয়া মহা আনন্দে আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের মধ্যে ভদ্রবেশ ধারী একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় কি যথার্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া, না যাত্রাদলে "ভট্টাচার্য্য"—সাজিতে হয় বলিয়া, দাড়ি গোঁফ কামাইয়াছেন? আমি বলিলাম, "না; যাত্রার দলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—তবে একসঙ্গে আসিয়াছিমাত্র।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই গ্রামের বাজারে একটা ঘরে অন্নাদিপাক করিয়া আহার করিলাম। সঙ্গী অধিকারী মহাশয়ও আমার সহিত আহার করিলেন। অপরাহ্ণে আহার করায় রাত্রিতে আর আহার করা হইবে না এবং রাত্রিটা সেখানে কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে সেখান হইতে রওনা হইব, এইরূপ স্থির হইল। পল্লীগ্রামে যাত্রাদলের আগমন একটা বিশেষ আনন্দ জনক ব্যাপার, সুতরাং অধিকারী মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা অতি অল্পকাল মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় দুই জন ভদ্র-লোক আসিয়া অধিকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্য এই গ্রামের তালুকদার মহাশয়ের বাটীতে গাইতে পারেন কি না? অধিকারী মহাশয় টাকার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। আমি কিন্তু পরদিন প্রত্যুষে সেইখান হইতে রওনা হইব, স্থির করিলাম, অধিকারী মহাশয় তখনই আগন্তুক ব্যক্তিগণের সহিত

তালুকদার মহাশয়ের বাটী যাওয়া স্থির করিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয় আমাকেও তালুকদার মহাশয়ের বাটীতে যাইবার ও আহারাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আহার করিব না বলায়, বাজারে থাকা কষ্টকর হইবে বলিয়া অন্ততঃ রাত্রে সেইখানে শয়ন করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

তালুকদার মহাশয়ের বাটী অতি নিকটে। বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম একটী বালিকা আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। বালিকাটী আর কেহই নহে, আমাদের গ্রামস্থ হরিহর চক্রবর্ত্তীর কন্যা সরলা। ইহারই সহিত পূর্ব্বে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া শেষে কিরূপে ভাঙ্গিয়া গেল তাহা পাঠকগণকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে ?" সে বলিল, এ তাহার মামার বাড়ী। আমি বুঝিলাম, সেই গ্রামের তালুকদার কালিদাস চট্টোপাধ্যায় তাহার মাতুল। পরক্ষণেই তিনি উপস্থিত হইলেন এবং আমার পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। আমাকে পরদিন সেইস্থান হইতে যাইতে দিবেন না বলিলেন বরং পাঁচ সাত দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সরলাও আমাকে কয়েক দিন সেখানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল।

পরদিন বৈকাল হইতেই যাত্রার আসর প্রস্তুতের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরেই যাত্রা আরম্ভ হইবে। এখন হইতেই দর্শকগণের সমাগম হইতে লাগিল। গ্রামের বালক বালিকাদিগের মধ্যে মহা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। "অভিমন্যু বধ" পালায় অভিনয় হইবে। অধিকারী মহাশয় আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দলে একটী শিক্ষিত লোক প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে কখনও

অভিনয় করেন নাই, এই তাঁহার প্রথম অভিনয়। মহলা দিবার সময় তিনি যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি যে অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করিবেন তদ্বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না।

যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতেছি ও অভিমন্যুর অভিনয় দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। এমন সময় অভিমন্যু আসিয়া আসরে নামিলেন। দর্শকগণের সকলেরই দৃষ্টি অভিমন্যুর দিকে পড়িল। যিনি পুত্রের পিতা তিনিই কেবল সে সময়ে আমার মনের অবস্থা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারেন। যখন তিনি দর্শকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাদের মধ্যে আমাকে ও সরলাকে দেখিয়া নির্ব্বাক্ ও স্পন্দহীন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। নূতন অভিনেতা বলিয়া লজ্জাবশতঃ তাহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে ভাবিয়া অধিকারী মহাশয় তাহাকে বারংবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভিনয় করা দূরে থাকুক বরং তিনি আসর হইতে অবসৃত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম। তখন তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অবিরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমরা উভয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। অধিকারী মহাশয় তাহাকে সেই দিনের জন্য অভিনয় করিতে বলিলেন, কিন্তু আমার পুত্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা তিনি অপর এক জন অভিনেতাকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আমাদিগের সাক্ষাতের প্রথম উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমি আমার পুত্রকে আমাদের নিকট হইতে যাওয়ার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম,—বৎস! তুমি যেরূপ দরিদ্র অবস্থায় আমার নিকট হইতে

গিয়াছিলে, ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলে। তুমি তোমার অবস্থার উন্নতিকল্পে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহা সবিশেষ বর্ণনা কর। আপাততঃ আর কিছু নাই হউক, ভরসা করি, অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। পুত্র উত্তর করিলেন,—"হাঁ পিতঃ, ধনোপার্জ্জনের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলেই ধনলাভ হয় না, ইহা আমার সম্পূর্ণ ধারণা হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহা হইতে বিরত হইয়াছি।" আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া আমাদের দুইজনকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা যাইয়া বিছানায় বসিলাম। দুই এক কথার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী আমার পুত্রের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার পুত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম। চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, সামান্য মূলধন ও বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া কলিকাতায় অনেকে ক্রমে মহাধনী ও মহা পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। যদি ধন ও যশ লাভ করিতে হয়—মহানগরীই তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই ভাবিয়া আমি কলিকাতায় পঁহুছিলাম। খুল্লতাত পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার লিখিত পত্র তাঁহাকে দিলাম। বলিলাম,—এখানকার কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তাহাতে তিনি বলিলেন,—তুমি পছন্দ সই আর কোনও চাকরি কি খুজিয়া পাইলে না? আমি নিজে এক সময়ে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছি,

তাহাতে আমার এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে যে, দরোয়ানী করা ভাল তথাপি স্কুল মাষ্টারী কেহ যেন কখন না করে। তাড়াতাড়ি দশটার সময় নাকে মুখে চোখে চাট্টি ভাত গুঁজিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে স্কুলে যাইতাম। সেখানে যাইতে বিলম্ব হইলে হেড্ মাষ্টারের মৃদু মধুর সম্ভাষণ ও আরক্তিম নয়ন সন্দর্শন করিতে হইত। ক্লাসে বসিলে দুষ্ট ছেলেগুলা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া জ্বালাতন করিত। যেখানে যাইতাম সেইখানেই সকলে মাষ্টার মহাশয় বলিয়া ডাকিত। অনেকদিন মাষ্টারী কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছি তথাপি এখনও অনেকে মাষ্টার বলিয়া সম্ভাষণ করিতে ক্ষান্ত হয় না। আচ্ছা! তুমি মাষ্টারী করিতে পারিবে কি না তাহার পরীক্ষা করা যাউক। তুমি আর কখনও মাষ্টারী করিয়াছ? "না।"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কার্য্য নয়। নিজে রাঁধিয়া খাইতে পার ত? "না"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কর্ম্ম নয়। খাইতে পার কেমন? "মন্দ নয়"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কর্ম্ম নয়। তোমার উচ্চাভিলাষ আছে? "আছে"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কর্ম্ম নয়। দুষ্ট ছেলেকে ভাল করিবার ইচ্ছা আছে? "আছে"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কর্ম্ম নয়। তিন জনে এক বিছানায় শয়ন করিতে পার ত? "না"—তবে মাষ্টারী করা তোমার কর্ম্ম নয়। যদি চাকরি করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনোপায় করিতে চাও, তাহা হইলে ছেলে পড়ান কার্য্যে প্রবেশ করিও না। যদি তুমি আমার পরামর্শ চাও—অল্পবেতনেও কোন ব্যবসাদারের দোকানে চাকরি কর, ভবিষ্যতে চাইকি তোমার কপাল ফিরিয়া যাইতে পারে। তুমি অবশ্য অনেক বড় বড় লোকের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছ—তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে কোন সওদাগরের আফিসে অল্প বেতনে সামান্য সরকারী করিয়া শেষে

নিজেরা বড় বড় ব্যবসাদার হইয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন ও মান সম্ভ্রম লাভ করিয়া গিয়াছেন।

মাষ্টারী কার্য্য তত সম্মানের নয় এবং উহাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা কম বুঝিয়া আমি উহা হইতে বিরত হইলাম এবং গ্রন্থ লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনকরা স্থির করিলাম। এ কার্য্যে আমার দুই কারণে প্রবৃত্তি হইল। প্রথমতঃ লেখা পড়া শিখিয়া কোন পাটের কলে সরকারী অথবা কোন সওদাগরী আফিসে নকল নবীশ হইয়া উমেদারী করা আমার পক্ষে অত্যন্ত ছোট ও লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইল। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকার হইলে সমাজে সম্মান ও অর্থলাভ উভয়ই হইতে পারে। এতকাল দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি তাহা যদি জন সমাজে প্রকাশ করিতে না পারিলাম তবে লেখাপড়া শেখা ত বৃথা হইয়াছে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সর্ব্বপ্রথম "বঙ্গের ঊনবিংশ শতাব্দী"নামক একখানি উপন্যাস লিখিলাম। আমার বিবেচনায় ঐ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের অথবা রমেশ দত্তের লিখিত উপন্যাসের ন্যায় না হইলেও উহা সাধারণতঃ যে সকল উপন্যাস বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। পুস্তকখানি সস্তা গোছের কোন এক ছাপাখানা হইতে অল্পব্যয়ে ছাপাইয়া লইলাম এবং তাহার এক এক খানি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে সমালোচনার জন্য পাঠাইয়া দিলাম। পাঠাইয়া অবধি প্রায় একমাস কাল প্রত্যহ সাধারণ-পাঠাগারে যাইয়া কোনও সংবাদপত্রে কোনরূপ সমালোচনা বাহির হইল কিনা, আগ্রহ সহকারে অনুসন্ধান করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার পরে প্রকাশিত ও আমার পুস্তক অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু আমার পুস্তকের ভাল মন্দ কোনরূপ সমালোচনাই বাহির হইল না। পরে আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম

যে, যাহাদের পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, হয় তাহারা সম্পাদকের কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু, না হয় তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি। কোন কোন ধনী লোকের পুস্তকের সমালোচনার সহিত বিজ্ঞাপনস্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে বিস্তৃত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলাম।

একদা কোন সাধারণ পাঠাগারে বসিয়া আমার গ্রন্থের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতেছি এমন সময় একটী ভদ্রলোক সেখানে প্রবেশ করিলেন; এবং সম্মুখস্থ দুই একখানি সংবাদ পত্র একবার উল্টাইয়া দেখিলেন। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,"মহাশয়! আমি একখানি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত লিখিতেছি, উহার মূল্য কুড়ি টাকা ধার্য্য করিয়াছি, স্বাক্ষরকারীর পক্ষে, "অর্দ্ধমূল্য" অর্থাৎ দশ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। আপনি কি একখণ্ড গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবেন? আপনার ন্যায় মহাশয় লোকেরা যদি সাহায্য না করেন, তাহা হইলে এ সকল মহৎ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। রাজা অমুক মহারাজা অমুক ইঁহারা সকলে এক এক কপি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন—তা ছাড়া তাঁহারা এই বৃহৎ ব্যাপারের মুদ্রণ কার্য্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমার এই গ্রন্থ ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই।" ভদ্র লোকটী—আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম যে, আমি একজন নূতন গ্রন্থকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার গ্রন্থ কেহই লইতেছেন না। আমি উহার বিক্রয়ের উপর বিশেষ ভরসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না হওয়ায় আমার বিশেষ অর্থাভাব হইয়াছে। ভদ্র লোকটী বলিলেন, আমি দেখিতেছি আপনি এ সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই অনুষ্ঠান পত্র খানি পাঠ করিয়া দেখুন, ইহা এক প্রকার বিজ্ঞাপন বিশেষ। আমি বড়

বড় লোকের নিকট কখন বা স্বয়ং কখন বা লোকপাঠাইয়া আজ বার বৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান পত্র দেখাইয়া আমার গ্রন্থের গ্রাহক সংগ্রহ করিতেছি। ইহাতেই এই সুদীর্ঘ কাল আমার খরচ পত্র একরকম চলিয়া আসিতেছে। মফস্বল হইতে কোন রাজা বা জমীদার কলিকাতায় আসিলেই আমি তাঁহাকে আমার পুস্তকের গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করি। প্রথমতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া ও তাঁহাদের বংশের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্বাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া এবং নানাবিধ তোষামোদ বাক্যে তাঁহাদের মনটীকে বেশ নরম করিয়া লই, পরে আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করি। যদি দেখি যে সহজেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া পুস্তকখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। এ সময়েও মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় জন্য এককালীন দান বলিয়া কিছু টাকা আদায় করি। পরে তাঁহাদের কোন এক পূর্ব্ব পুরুষের জীবনী আমার পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া আর এক দফা কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা করি। বলিতে গেলে এইরূপে নির্ব্বোধ ও অহম্মন্য ধনী লোক গুলার মাথায় হাতবুলাইয়া আমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। আমরা উভয়ে এক ব্যবসায়ী বলিয়া আপনার নিকট এ সকল গুহ্য কথা প্রকাশ করিলাম, অন্য কেহ হইলে কখনই প্রকাশ করিতাম না। যাহা হউক আপনাকে একটা কাজে লাগাইয়া দিতেছি। বাঙ্গাল দেশ হইতে একটা জমীদার আসিয়াছেন। এখানে তাহার অনেক মোসাহেব জুটিয়াছে। আমোদ প্রমোদে তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন। আমি একবার তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায়ের চেষ্টায় গিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন আমার পোষাকটা ভাল না থাকায় দরোয়ান

বেটা বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। সে বেটা আমাকে বেশ চেনে। আমার আর সেখানে যাওয়া হইবে না। আপনার পোষাকটী বেশ পরিষ্কার দেখিতেছি,চেহারাটাও নিতান্ত মন্দ নয়। আপনি আমার ছাপান অনুষ্ঠান পত্র লইয়া যদি একবার তাঁহার নিকট যান, নিশ্চয় কিছু আদায় হইবে। যাহা পাওয়া যাইবে আপনাতে ও আমায় তুল্য অংশে বিভক্ত হইবে।" আমি বলিলাম, "হা দুর্দশা! আধুনিক গ্রন্থকারদিগের এখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, যে অন্নের জন্য পরের তোষামোদ ভিন্ন অন্য গতি নাই!"

রামকমল উত্তর করিলেন, "না তাহা নয়, যাঁহারা প্রকৃত ধীশক্তি সম্পন্ন তাঁহারা কখনও ঐরূপ তোষামোদ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। যত বাজে লেখকেরাই ঐরূপ করিয়া থাকেন। যেখানেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য সেইখানেই আত্মাভিমান আছে। আমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকিলেও আমার যেটুকু আত্মাভিমান ছিল; তাহাতে আমি ঐ ব্যক্তির ঘৃণিত প্রস্তাবে মত দিতে অসম্মত হইলাম। আমি এক্ষণে গ্রন্থ ছাপাইয়া বিক্রয় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কলেজষ্ট্রীটের কোন প্রকাশকের দোকানে গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, যদি তিনি আমার পারিশ্রমিক দেন, আমি তাঁহার জন্য কোন পুস্তক লিখিয়া দিতে পারি। তিনি বলিলেন, আজকাল নাটক, নবেল ইত্যাদি বিক্রয় হয় না। তবে—যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন পুস্তক লিখিতে পারেন এবং তাহা যদি কোন ক্রমে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া অনুমোদিত করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আপনারও অদৃষ্ট ফিরিয়া যায়, আমাদেরও কিছু লাভ হয়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আপনার সুপারীসের বল থাকা চাই। আপনার শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে কাহারও সহিত

আত্মীয়তা বা পরিচয় আছে কি? আমি বলিলাম, "না।" প্রকাশক বলিলেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা আমাদের কোন কার্য্য হইবে না। আমি বলিলাম, মহাশয় আমার এক্ষণে অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছে, দেখুন আমার দ্বারা যদি আপনার কোন কার্য্য হয়। তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া একখানি ক্ষুদ্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন, ইহার একখানি অর্থপুস্তক লিখিয়া দিতে পারেন?" আমি পুস্তক খানি লইয়া বাসায় গেলাম। সাত আট দিন পরিশ্রম করিয়া আমার যথাসাধ্য একখানি অর্থপুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি পুস্তক খানি না পড়িয়াই তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কি হে! ইহা ছাপাইলে কত বড় হইবে। তিনি পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা পংক্তি ও অক্ষর গণনা করিয়া বলিলেন, ছাপাইলে এ নেহাত ছোট হইবে। যে কয়েক খানি অর্থ পুস্তক বাহির হইয়াছে এখানি অন্যূন তাহার দ্বিগুণ হওয়া চাই নচেৎ বিক্রয় হইবে না। আমার মনে বড় দুঃখ হইল। এত পরিশ্রম করিয়া লিখিলাম কিন্তু প্রকাশক মহাশয় ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া কেবল আকারের প্রতিই লক্ষ্য করিলেন। আমি দেখিলাম যে এ ব্যবসায়ে আমার পোষাইবে না।

একদিন বৈকালে আমি বিডন উদ্যানের মধ্যে এক খানি বেঞ্চে বসিয়া আমার নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময় একটী যুবা পুরুষকে আমার দিকে আসিতে দেখিলাম। তিনি বড় লোকের ছেলে। এককালে আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়িয়া ছিলাম। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি আমাকে অভিবাদন করিলেন আমিও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। আমাদের পরস্পরের অবস্থার বিভিন্নতা চিন্তা করিয়া আমি আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলাম না। কিন্তু

শশিবিলাস বাবু অতি উদার প্রকৃতির লোক।” আমি বাধা দিয়া বলিলাম, “কি বলিলে, তাঁহার নাম শশিবিলাস? বা! শশিবিলাস যে আমাদের জমীদার। তাঁহার সহিত আমাদের অনেক দিন হইতে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে। আজ কালের ভিতরেই তাঁহার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার কথা আছে।” পুত্র বলিতে লাগিলেন, “তিনি প্রফুল্লচিত্তে আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত গেলাম। বাটীতে পঁহুছিয়াই বন্ধু তাঁহার নিজের এক প্রস্থ ধৌত বস্ত্র আমার জন্য আনিতে বলিলেন। আহারের সময় হইলে উভয়ে একত্রে বসিয়া আহার করিলাম। আমি তদবধি তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গেলাম। তিনি আমাকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিতে লাগিলেন। আহারের সময় কখনও সখ করিয়া মাছের মুড়াটী আপনি না খাইয়া আমার পাতে দিতে বলিতেন। আমি তাঁহার বাটীতে বন্ধু ও পোষ্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভাবে রহিলাম। বাজারে জিনিষ কিনিতে হইলে তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। অসুস্থ হইলে কাছে বসিয়া মিষ্ট কথায় সুখী করিতাম। বায়ুসেবনে বহির্গত হইলে গাড়ীতে তাঁহার সম্মুখে বসিতাম। দুটা মজার কথা বলিয়া উভয়ে উচ্চ হাস্য করিতাম। ইহা ব্যতীত তাঁহার পরিবারস্থ ছোট ছোট নানা কার্য্যের তদারকের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। হুকুম না করিলেও অনেক ছোট কার্য্য তাঁহার জন্য করিতাম। কখন বা বোতল খোলা যন্ত্রটী ধরিয়া দিতাম, কখনও বা দুটা গান গাইয়া শুনাইতাম। সর্ব্বদা বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট থাকিতে হইত এবং তাঁহার নিকট বেশ সুখে আছি এরূপ ভাব দেখাইতে হইত।

কিছুদিন পরে আমার এই সুখের চাকরিতে এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিল। এইরূপ চাকরিতে তাহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাও ছিল। তিনি পূর্ব্বে আরও দুই এক জন বড় লোকের নিকট এইরূপ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মোসাহেবী কার্য্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই কার্য্য তিনি অতি সহজে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু আমাকে তাঁহার অনুকরণ করিতে হইলে অনেক সময়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। সুতরাং উপযুক্ত উমেদারকে আমার পদ অধিকার করিতে দিয়া আমি কার্য্য ক্ষেত্র হইতে অবসর লাভ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলাম। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমার বন্ধুর একটী উপরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার কোন আত্মীয়ের ভগিনীকে কোন দুষ্ট লোক অবমাননা করায় একদিন ঐ দুর্বৃত্তকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ মত আমি একদিন রাজপথে সেই দুর্বৃত্তকে ধরিয়া উত্তম রূপ প্রহার দিলাম। সে আমার নামে আদালতে নালিশ করায় আমার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল। বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ তাহা নিজ হইতে দিলেন। পরে জানিতে পারিলাম যে অবমানিতা মহিলা কলিকাতা-সহরস্থ জনৈক-বারনারী এবং অবমানকারী একটা মাতাল ও গুণ্ডা। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার নিজ গ্রামস্থ বাটীতে কিয়দ্দিবসের জন্য যাইবেন স্থির করিলেন। যাইবার কালীন বন্ধু আমাকে দুই খানি সুপারীস পত্র দিয়া গেলেন। এক খানি তাঁহার মাতুল রাজা বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের নামে ও অপর খানি কলিকাতার জনৈক উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নামে।

আমি প্রথমে রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য গমন করিলাম। তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রভুর নিকট সংবাদ দিল। ভৃত্যবর্গের ব্যবহার দেখিয়া প্রভুকে দয়াবান্ ও মহৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া অনুমান হইল। জনৈক ভৃত্য আমাকে একটী সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। তথায় রাজা বাহাদুর মহাশয়কে আমার সুপারীস পত্রখানি দিলাম। তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন,আপনি আমার ভাগিনেয়ের এমন কি উপকার করিয়াছেন যে, তিনি আপনার জন্য আমাকে এত অনুনয় করিয়া লিখিয়াছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমি অনুমান করিতেছি যে, আপনি তাঁহার উপকারার্থে রাজপথে কাহারও সহিত মারামারী করিয়াছেন এবং তাঁহার কুকার্য্য সকলের সহায়তা করিয়াছেন? তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে এই সুপারীস পত্র দিয়াছেন। আমার দ্বারা এক্ষণে আপনার কোন উপকার হইবে না এবং আশা করি আপনি আমার এই প্রত্যাখ্যানই আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন ও কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিবেন। আমি নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার এই ন্যায় সঙ্গত ভৎর্সনা বাক্য সহ্য করিলাম। কারণ আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় সুপারীস পত্রখানি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা স্থল। পরদিন আমি রাজকর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেলাম। বাড়ীখানি অতি প্রকাণ্ড। ফটকে দুই তিন জন দ্বারবান্ দণ্ডায়মান ছিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ভৃত্য আমাকে একটী বড় ঘরে বসিতে বলিয়া আমার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক আছে। ভৃত্য বলিল, প্রভু

কি আপনাকে চিনেন? আমি বলিলাম, না। ভৃত্য বলিল, আপনার কি আবশ্যক লিখিয়া দেন। আমি তাহার হস্তে সুপারীস পত্রখানি দিলাম। ভৃত্য উপরে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া সেই ঘরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেওয়ালে বড় বড় আরসী ও তৈলচিত্র, মেঝেতে উৎকৃষ্ট কারপেটের বিছানা। মেহগনিকাষ্ঠের বহুমূল্য টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, ইত্যাদি আসবাবে গৃহটী সুসজ্জিত। দরোজাগুলি সুবর্ণবর্ণে নানারূপ চিত্র বিচিত্র করা হইয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই মহা জাঁকজমক ও বিচিত্র কাণ্ড। দেখিয়া শুনিয়া আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, ভাবিলাম না জানি এই বাটীর অধিকারী কি অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এই জন্যই মহা জটিল রাজকার্য্যের গুরুভার সকল ইঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময় মস্‌মস্ করিয়া পদশব্দ হইল; ভাবিলাম, এই বুঝি প্রভু আসিতেছেন। কিন্তু প্রভুর পরিবর্ত্তে প্রভুর আরদালি চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার পদশব্দ হইল, ভাবিলাম এইবার নিশ্চয় প্রভু আসিতেছেন; এবারও প্রভু না হইয়া প্রভুর এক জন সরকার চলিয়া গেল। আবার পদশব্দ—এবার প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। "আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—আপনি কি এই পত্র লইয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ।" তিনি বলিলেন "আমি ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে—" এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি কার্ড তাঁহার হাতে দিল। তিনি আর কিছু না বলিয়াই সে ঘর হইতে নিক্রান্ত হইলেন। আমি বসিয়া বসিয়া মনে মনে কল্পবৃক্ষ রচনা করিতে লাগিলাম। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "হুজুর বাহিরে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিতেছেন"—আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া

ফটকের নিকটে গেলাম; সেখানে দেখিলাম তিন চারিজন লোক আমার ন্যায় দরখাস্ত হস্তে চাকরির জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে; আমরা সকলেই প্রায় একসঙ্গে হুজুরের হুকুম শুনিবার জন্য আবেদন করিলাম। কিন্তু হুজুরের গাড়ী ধাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। আমার দরখাস্তের প্রত্যুত্তরে তিনি যে কি বলিলেন, দুই চারিটী কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কারণ গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি শব্দে বাকি কথাগুলি মিশিয়া গেল। আমি সেই অস্পষ্টশ্রুত বাক্য-গুলি আয়ত্ত করিবার জন্য গ্রীবা লম্বা করিয়া রহিলাম। পরে গাড়ী যখন চক্ষুর অগোচর হইল, তখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম একাকী হুজুরের ফটকে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। এক্ষণে আমার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছিল। যে কোন চাকরি পাইব তাহাই করিব, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিলাম একটা বাটীর দ্বারে এক খানা সাইনবোর্ড মারা রহিয়াছে। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "দুই শত কেরাণীর পদ খালি আছে, বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা; পাথেয় পৃথক্ দেওয়া যাইবে। বিশেষ বিবরণ ভিতরে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।" আমি উন্মত্তের ন্যায় ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম—একটী ছোট ঘরে আফিসের পোষাক পরিয়া একটী লোক চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাহার সম্মুখে এক-খানি টেবিল। অপর একখানি চেয়ারে আর এক জন লোক বসিয়া কি লিখিতেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র আফিসের কর্ত্তা ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কেরাণী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় উগাণ্ডা নামক স্থানে রেলপথ নির্ম্মাণ হইতেছে; তজ্জন্য অনেকগুলি লোকের আবশ্যক। ইহাদের যে কি কার্য্য

করিতে হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন না। কর্ম্মার্থি-গণের পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট দিতে হইবে। আপাততঃ পাঁচ টাকা জমা দিয়া নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে, পরে পত্র পাইলে সাহেবের নিকট যাইয়া এগ্রিমেণ্টে সহী করিলে একমাসের বেতন অগ্রিম ও জাহাজের টীকিট পাইবেন। আমার তখন মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া পাঁচ টাকা দিয়া নাম রেজিষ্টারী করিয়া আসিলাম।

নানারকম ভাবিতে ভাবিতে বাসার দিকে আসিতেছি, পথে একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ই হার সহিত পূর্ব্বে আমার একটু পরিচয় ছিল। ইনি চা বাগানের একজন ডাক্তার। আমি কথায় কথায় তাঁহার নিকট আমার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন ছিঃ! এমন কার্য্যও করে। উগাণ্ডা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান। দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ্য। তুমি ত্রিশ টাকা বেতন পাইবে, তাহাতে কোনরূপ সঞ্চয় করা দূরে থাকুক অতি কষ্টে খাওয়া পরা চলিতে পারে। তিনি আরও বলিলেন যে, তুমি যদি আমার সঙ্গে আসামে যাও তাহা হইলে চা-বাগানে ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি চাকরি অনায়াসে জুটিতে পারে। কারণ, সাহেবেরা তথায় শিক্ষিত লোক প্রায়ই পান না। শিক্ষিত লোক পাইলে সাহেবেবা নিশ্চয়ই তাহাকে যত্নপূর্ব্বক ভাল চাকরি দিয়া থাকেন। আমি আসামে যাইতেছি, আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তাহা হইলে আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। কারণ আমার দুই-জনের পাশ আছে। রেলভাড়াও লাগিবে না। আমি তাঁহার সহিত আসাম যাইতে সম্মত হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন।

পরদিন তাহার সহিত আসাম যাত্রা করিলাম। তথায় যাইয়া দুই তিন জন চা-বাগানের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, এক্ষণে উপস্থিত কোনও চাকরি খালি নাই, তবে কুলির সর্দ্দারী কর্ম্ম আপনাকে আপাততঃ দিতে পারি। আমি ভাবিলাম,—বাটী হইতে বহুদূর আসিয়াছি এবং যে কটী টাকা ছিল; তাহাও প্রায় শেষ হইয়া গেল। সুতরাং বাটী ফিরিয়া যাই এমন অর্থ আমার হাতে নাই। অগত্যা আমি কুলীর সর্দ্দারী করিতে স্বীকৃত হইলাম এবং পনর টাকা বেতনে একটী চা-বাগানে নিযুক্ত হইলাম। উদ্দেশ্য রহিল যে, দুই এক মাস চাকরি করিয়া রেল ভাড়ার টাকা সঞ্চয় হইলেই দেশে ফিরিয়া যাইব। আমি তথায় তিন মাস চাকরি করিলাম। তাহাতেই দেশে যাইবার মত অর্থ সংগ্রহ হইল। আমি চাকরিতে জবাব দিলাম এবং স্বদেশ যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। গোয়ালন্দ ষ্টেশনে আমার পিতৃব্য-পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে আপনার উপদেশানুযায়ী ইহাঁরই সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—তুমি এতদিন চেষ্টা করিয়াও কোনও সুবিধা করিতে পার নাই শুনিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এক্ষণে কি কর্ম্ম করিতেছেন? তিনি বলিলেন, ঘোড়ার ব্যবসা করিতেছি। কোন এক রাজা বাহাদুরের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পোষ্য পুত্র রাজা হইয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞামত আমি হরিহরছত্রের মেলা হইতে দশ বারটা ভাল ঘোড়া কিনিবার জন্ত যাইতেছি। আমি বলিলাম, আপনি তো পূর্ব্বে এ ব্যবসা করেন নাই তবে কিরূপে ভাল মন্দ ঘোড়া পছন্দ করিয়া লইবেন? তিনি হাসিয়া

বলিলেন,—দেখ! তোমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অশ্ব-পরীক্ষায় পণ্ডিত করিয়া দিতে পারি। ঘোড়া দেখিবামাত্রই তাহার দাঁত দেখিয়া হয় বাচ্চা, না হয় বুড়া একটা বলিয়া দিবে। ঘোড়ার রোগের দুই চারিটা নাম শিখিয়া রাখিলেই চলিবে। পা দেখিয়া যে কোনও একটা রোগ আছে বলিয়া দিবে। যদি সওদাগরের নিকট বেশী টাকা দালালির সম্ভব থাকে বলিবে, "আচ্ছা ঘোড়া।" এক্ষণে কেমন করিয়া ঘোড়া চিনিতে হয় তাহাত শিখিলে? অবকাশমত কেমন করিয়া গ্রন্থকার হয় তাহাও শিখাইব।

আমি তাঁহার সঙ্গে হরিহর ছত্রের মেলায় গেলাম। আমার খরচ পত্র তিনি সমস্তই বহন করিলেন। মেলায় উপস্থিত হইয়া দেখি, অনেক ধনী ও সৌখীন লোকের সহিত তাঁহার আলাপ। অনেকে তাঁহাকে আগ্রহপূর্ব্বক ডাকিয়া লইয়া ঘোড়া দেখাইতে লাগিলেন এবং ঘোড়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যখনই কোন বড়লোক ঘোড়া সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন, তখনই তিনি আমাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া যেন আমার সহিত কতই পরামর্শ করিলেন এরূপ ভাণ করিয়া এবং হাত মুখ নাড়িয়া গম্ভীরভাবে তাহাদের নিকট যাইয়া উত্তর করেন,— এ সকল গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ একটা মতামত দেওয়া যায় না। উহার চালচলন এবং দৌড় ঝাঁপ আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। তবে,—ঘোড়াটা যে মন্দ হবে এরূপ বলা যায় না।

তাঁহার ঘোড়া ক্রয় করা কার্য্য শেষ হইলে পর কয়েকটী বড় লোকের নিকট আমার জন্য বিশেষ করিয়া সুপারীস করিয়া গেলেন এবং আমি বড় মানুষের ছেলেদের শিক্ষকতা কার্য্য করিতে বিশেষ-রূপে উপযুক্ত তাহাও বলিয়া গেলেন। যে সকল ধনী লোকের

সন্তানেরা এই মেলা দর্শনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, যে ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার ভ্রমণ কার্য্যের সঙ্গীর পদে নিযুক্ত করিয়া নিজের কোন বিশেষ কার্য্য থাকায় স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি যাইবার কালীন বলিয়া গেলেন যে, আমাকে ঐ যুবকের অভিভাবক এবং সহচর এই উভয়েরই কার্য্য করিতে হইবে, অথচ তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতে হইবে। বস্তুতঃ আমার ছাত্র অর্থব্যবহার সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা উপযুক্ত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যু হওয়ায় তিনি এক লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার অভিভাবক-গণ এই বিপুল সম্পত্তি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতে পারে এই উদ্দেশে তাঁহাকে কিছুদিন কোন এটর্ণীর আফিসে শিক্ষানবীস রাখিয়া-ছিলেন। অর্থ সঞ্চয় করাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ভ্রমণ কালীন তিনি আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতেন, একজন ভদ্র-লোকের কত টাকা ব্যাঙ্কে মজুত থাকা উচিত। কোন্ লাইন্ দিয়া যাইলে অপেক্ষাকৃত খরচ কম পড়ে। স্থানীয় এমন কোন ও দ্রব্য ক্রয় করা যায় কিনা, যাহা কলিকাতায় বিক্রয় করিলে কিছু লাভ হইতে পারে? পথে যেসকল দ্রষ্টব্য স্থান বিনা ব্যয়ে দেখা যাইত তাহাই তিনি দেখিতেন। যে স্থানে ব্যয় করিয়া দেখিতে হইত, তাহা অনাবশ্যক বলিয়া দেখিতেন না। প্রত্যহ স্বহস্তে জমা খরচ গুলি মিলাইয়া লইতেন ও সর্ব্বদাই বলিতেন, বিদেশে বাহির হইলেই কেবল খরচ! যখন আমরা বোম্বাই পঁহুছিলাম তখন তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ষ্টীমারে কলি-

কাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রেলপথে যাইতে যে ব্যয় হয়, তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ পড়ে। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি আমার বেতনের দরুণ অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা আমাকে দিয়া, একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া জলপথে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি অগত্যা একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টীকিট ক্রয় করিয়া রেলপথে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমি কলিকাতায় পঁহুছিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। পথে এই যাত্রার দলের অধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি গান গাইতে পারি ও লেখা পড়া জানি শুনিয়া অধিকারী মহাশয় আমাকে তাঁহার দলের একজন প্রধান অভিনেতৃরূপে লইতে স্বীকৃত হইলেন। আমি ভাবিলাম এতদিন পরে রিক্তহস্তে বাটী ফিরিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না; ইঁহাদের দলে কয়েক মাস চাকরী করিয়া কিছু অর্থ-সংগ্রহ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এইরূপে রামকমল তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী শেষ করিলেন।
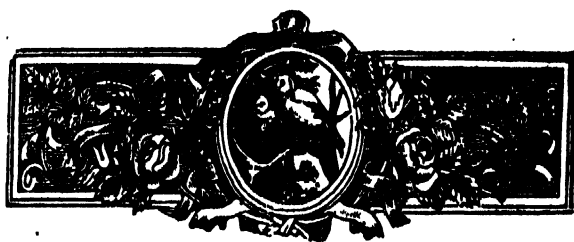
উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামকমলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে প্রায় দুই দিবস লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দেখিলাম শশিবিলাস অবতরণ করিলেন। শশিবিলাসের সহিত ইঁহাদের পূর্ব্ব হইতে আত্মীয়তা ছিল। শশিবিলাস বাটীতে প্রবেশ করিয়া আমাকে ও আমার পুত্রকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম এবং তিনি আমাকে নমস্কার করিলেন। আহারাদির পর তিনি আমাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া আমার কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার অনুসন্ধান বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছি শুনিয়া বিশেষ দুঃখ ও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন। সরলা ও সরলার পিতাকে আমার কন্যার পলায়ন বৃত্তান্ত জানাই নাই শুনিয়া, তাহা অনুমোদন করিলেন। বলিলেন,—"ভালই হইয়াছে; এবিষয় যত কম জানাজানি

হয় ততই ভাল। হয় ত আপনার কন্যা নিরপরাধিনী। আমি ইতি মধ্যে কয়েক বার আপনার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আপনার বাটীতে গিয়াছিলাম।"

কিছু দিন পূর্ব্বে আমার যে জ্বর হইয়াছিল তাহা হইতে এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিলেও আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল একারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সেখানে আর কিছুদিন থাকিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। একদিন পাচকঠাকুর আসিয়া আমাকে গোপনে বলিল,—"শশিবিলাস বাবু সরলাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সরলার মাতার শশিবিলাসের সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা নাই, তাই তাহার পিতা এখনও সম্মতি দেন নাই।" শশিবিলাস কিন্তু আমার ও আমার পুত্রের প্রতি বিশেষ সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিতেছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও আমার পুত্রের কোন ভাল চাকরী জুটিল না জানিয়া বলিলেন তিন হাজার টাকা জামীন দিতে পারিলে আমি উঁহাকে পঞ্জাবে কমিসরিয়েট বিভাগে দুই শত টাকা বেতনে চাকরি করিয়া দিতে পারি। আরও বলিলেন যে, আমার কোন আত্মীয় কমিসরিয়টে বড় চাকরি করেন, আমি তাঁহাকে আজিই পত্র লিখিব। ইহার চারি দিন পরে শশিবিলাস আমাকে বলিলেন যে, আমার আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি, তিন হাজার টাকার পরিবর্ত্তে হাজার টাকার জামীন দিতে পারিলে সেই চাকরি পাওয়া যাইতে পারিবে তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আপনার পুত্রকে সত্বর পঞ্জাবে পাঠাইয়া দিউন; যদি আপনার জামিনী টাকার যোগাড় না থাকে; তাহা হইলে আপা-

ততঃ আমি আপনাকে ঐ টাকা কর্জ্জস্বরূপ দিতেছি। ফল কথা বিলম্ব করিবেন না।” আমি শশিবিলাসের এই মহানুভবতায় যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, এবং তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা লইয়া একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলাম।

রামকমল পরদিন তাহার মাতা ও ভগিনীদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই আমাকে প্রণাম করিয়া পঞ্জাব যাত্রা করিলেন, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। আমি অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছি; সুতরাং আর আমার এস্থানে থাকা অনুচিত বিবেচনায় তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি গৃহস্থগণের নিকট বিদায় লইয়া নিজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে রাত্রি হওয়ায় একটী চটিতে আশ্রয় লইল্যম। সেখানে আহারাদি সমাপন করিয়া দোকানদারের সহিত গল্প করিতে করিতে তামাকু সেবন করিতে লাগিলাম। কথায় কথায় জমীদার শশিবিলাসের কথা উঠিল। দোকানদার বলিল “মহাশয়! আমাদের জমীদারের গুণের কথা আর কি বলিব! রাজাবাহাদুর যেমন মহাশয় লোক তাঁহার ভাগিনেয় তেমনি অকালকুষ্মাণ্ড। দুঃখের বিষয় রাজাবাহাদুরের নিজের সন্তানাদি নাই। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর আর বিবাহ করেন নাই। বিষয় কার্য্য সমস্ত শশিবিলাসের উপর ভার দিয়া তিনি কলিকাতা বাস করেন ও মধ্যে মধ্যে নিজ জমীদারীতে আসিয়া থাকেন। শশিবিলাস লাম্পট্য দোষের জন্য সকলের নিকট ঘৃণীত; তাহার প্রজাদের মধ্যে যদি কাহারও সুন্দরী কন্যা আছে শুনিলেন অমনি দিন কতক তাহার সহিত খুব আনুগত্য করিয়া শেষে নানা প্রলোভনে তাহার কন্যাটিকে ভুলাইয়া বাটীর বাহির করিয়া আনেন; দুই তিন সপ্তাহ নিকটে রাখিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে তাহাকে তাড়াইয়া দেন।”

আমরা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময় দোকানদারের স্ত্রী অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সেখানে প্রবেশ করিল। আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখুন ত মহাশয়! বাবু এখানে বসিয়া আপনার সহিত গল্প করিতেছেন, এদিকে সব ছারখারে যাউক না কেন, উহার কি? খাবার সময় উত্তমরূপ আহার ও অন্য সময় গল্প করিতে পাইলেই হইল! আমি বেটী সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া মরি না কেন? এত কিসের জন্য? আমার চারিটী পেটের ভাত যেখানে যাইব সেই খানেই হইবে; এই দেখুন, একটা ছুঁড়ি, দেখিতে ভদ্রলোকের মেয়ের মত, আজ সাত দিন হইল একটী ঘর ভাড়া লইয়া রহিয়াছে, জিনিস পত্র লইতেছে কিন্তু দাম দিবার নামটীও করে না।" দোকানদার বলিল, "সে ভদ্রলোকের মেয়ে, অবশ্য দাম না দিয়া কি পলাইবে?" দোকানদার পত্নী বলিল,—"দাম দেবে! আমি এই-মাত্র তাহাকে টাকা দিতে বলায় সে বলিল, টাকা কড়ি আমার কিছুই নাই, তবে আমার এই কাপড় খানি আছে বেচিয়া লও! কাপড় খানা পুরাতন ও ছেঁড়া, বেচিলে চারি আনা হয় কিনা সন্দেহ; অথচ তাহার নিকট আমাদের চারি টাকা পাঁচ আনা পাওনা হইতেছে। দেখি, টাকা না দিয়া কেমন করিয়া যায়, ঝাঁটার চোটে আদায় করিব।" এই কথা বলিয়া ভিতরে গেল ও একটু পরেই একটা মেয়ের চুল ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে আমাদের নিকটে আনিল। আমি দেখিলাম হতভাগিনি আর কেহই নয়, আমারই বিপথগামিনী কন্যা লীলাবতী। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লইলাম এবং বলিলাম, এস মা—এস—এস; দুরাত্মা তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না; যদি তোমার একটী না হইয়া সহস্র অপরাধও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি তোমাকে

মার্জ্জনা করিব। "পিতঃ! পিতঃ!" এই কথা দুইবার বলিয়া হত-ভাগিনীর কণ্ঠরোধ হইল এবং চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। একটু পরে বলিল, পিতঃ! আপনার যত দয়া, দেবতা-দিগেরও এত দয়া নাই। আমি কি দয়ার উপযুক্ত? যে দুরাত্মা আমাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে আমার যেমন ঘৃণার পাত্র, আমি নিজেই সেইরূপ ঘৃণিত; আপনি আমাকে কখনই মার্জ্জনা করিবেন না এবং করিতেও পারেন না।" আমি বলিলাম, "না বৎসে! আমি তোমাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম। এক্ষণে তুমি হৃদয়ের সহিত অনুতপ্ত হও, তাহা হইলে এখনও তুমি সুখী হইতে পারিবে এবং আমরাও সুখী হইব।" লীলাবতী বলিল, "না পিতা, এ জীবনে আমার কপালে আর সুখ হইবে না,—নিজগৃহে সর্ব্বদা লজ্জিত থাকিব, পর গৃহে লোকনিন্দা ভয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না। কিন্তু পিতা আপনাকে এবার এত রুগ্ন দেখিতেছি কেন? আমিই কি ইহার কারণ? আপনার ন্যায় বিজ্ঞব্যক্তির কখনও কি আমার মত পাপীয়সীর দুষ্কৃতির জন্য মুহ্যমান হওয়া সম্ভব?" আমি বলিলাম, "হা রমণী, বিজ্ঞতা কি কখনও"—আমায় বাধা দিয়া কন্যা বলিল, "আপনি এরূপ ভাষায় আমার সহিত কথা কহিতেছেন কেন? এই প্রথম আপনি আমাকে এইরূপে সম্বো-ধন করিলেন।" আমি বলিলাম, "বৎসে দুঃখ করিও না, আমি বলিতেছিলাম যে, বিজ্ঞতা দ্বারা মনোকষ্ট হঠাৎ নিরাকরণ করা যায় না; তবে ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্টে উহা যখন একবার নিবারণ করা যায়, তখন মন সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করে।

দোকানদার পত্নী আমাদিগকে একটা ক্ষুদ্র কুঠারী দেখাইয়া দিল। আমরা দুজনে তথায় যাইয়া উপবেশন করিলাম। আমাদিগের

প্রথম উদ্বেগের কিয়ৎ পরিমাণ শান্তি হইলে পর আমি লীলাবতীকে তাহার গৃহত্যাগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। লীলাবতী বলিল, "দুরাত্মা প্রথমে আমার নিকট গোপনে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে। বলে যে, যদি তাহার মাতুল এই বিবাহের বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অনভিমতে বিবাহ করায় তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারেন, এ কারণে এক্ষণে বিবাহ কার্য্য গোপনেই হউক, পরে যখন সময় হইবে তখন প্রকাশ করা যাইবে।" আমি বলিলাম "উঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! —যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় ব্যক্তি যে এরূপ নীচ কার্য্য করিতে পারে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" কন্যা বলিল, না পিতা, আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম হইতেছে। যজ্ঞেশ্বর বাবু এ কার্য্য করেন নাই, বরং অনেক সময়ে আমাদিগকে শশিবিলাসের চাতুরী হইতে সাবধান থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক সময় আমি তাঁহার কথা শুনি নাই বলিয়া তিনি আমাকে অনেকবার ভৎর্সনা করিয়াছেন।" আমি বলিলাম "বৎসে! কি বলিতেছ? তুমি কি বল শশিবিলাসই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কন্যা বলিল "হাঁ পিতা, আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে, শশিবিলাস পূর্ব্বে আমাদের একবার কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সহরের দুই জন বারনারীকে পিসী ও পিসাত ভগিনী সাজাইয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বর বাবুর সেই পত্র খানি যদি আমাদের হস্তে না পড়িত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের কলিকাতা যাওয়া ঘটিত। যজ্ঞেশ্বর বাবু বরাবরই আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া অসিতেছেন।"

আমি বলিলাম, "বৎসে! তুমি আমাকে অবাক্ করিলে, যাহা হউক শশিবিলাস বড় লোক, আমি গরীব, আমি যে তাহাকে তাহার

দুষ্কৃতির জন্য কোনরূপ শাস্তি দিব এরূপ সম্ভব নহে।” বৎসে! বল দেখি দুরাত্মা যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছিল তখন বিবাহ স্থানে কোনও শালগ্রামশীলা অথবা কোনও পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন কি না? এবং তোমাকে কেই বা সম্প্রদান করিল?” কন্যা বলিল, বিবাহক্ষেত্রে শালগ্রামশীলা ও পুরোহিত উভয়ই উপস্থিত ছিলেন এবং মন্ত্রাদিও পঠিত হইয়াছিল। আমাদেরই স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তিকে আমি ধর্ম্মপিতা বলিয়া ছিলাম, তিনিই আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “বৎসে! তোমার কথা শুনিয়া আমার মন আশ্বস্ত হইল; কারণ তুমি কুলটা নহ। শাস্ত্রমত তুমি এখনও শশিবিলাসের ধর্ম্মপত্নী। আমি বলিলাম, “পিতঃ! তাহা হইলে কি হয়? সম্প্রদানকর্ত্তা ও পুরোহিত. উভয়ই দুরাত্মার পৃষ্ঠপোষক লোক। আমাদের উভয়ের যে ধর্ম্মবিবাহ হইয়াছে তাহা তাহারা কখনই স্বীকার করিবে না। দুরাত্মা এইরূপে ছয় সাতটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা এক্ষণে সহরে প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে, কেহ বা উপপত্নীর ভাবে তাহার নিকট থাকে। দুরাত্মা আমাকে বিবাহ করিয়া কিছু-দিন নিকটে রাখে এবং শেষে আমাকে ত্যাগ করে ও অপর এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করে। ইহা শুনিবা মাত্র আমি দুরাত্মার গৃহত্যাগ করি। যাইবার কালীন সে আমাকে কিছু টাকা দিতে চাহে আমি তাহাতে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হই।

উন্মত্তার ন্যায় আমি চারি পাঁচ দিন নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি কোথায় রজনী যাপন করিয়াছি বা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছি তাহা আমার স্মরণ নাই। অবশেষে এই স্থানে

আজ সাত দিন হইল আসিয়াছি। এত দিন পরে আমার মস্তিষ্ক কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। অদ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিতাম। আমি বলিলাম, বৎসে! আমার সহিত গৃহে চল। সেখানে তোমার মাতা ও ভগিনী তোমার জন্য শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে দিনযাপন করিতেছে। তোমার দুঃখিনী মাতার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে। তিনি এখনও তোমার জন্য শোকাকুলা। তুমি গৃহে গেলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমাকে ক্রোড়ে লইবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পরদিন প্রত্যুষে লীলাবতীকে সঙ্গে লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। তাহার মনঃকষ্ট নিবারণের জন্য পথে তাহাকে নানা রূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলাম। সে কেমন করিয়া তাহার মাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে এই ভাবিয়া ভয়ে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমার পরিবারের মধ্যে সকলেই তোমার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিবে। আমাদের প্রতিবেশিগণ যদি কোনরূপ গঞ্জনা দেয় তাহা হইলে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিবে। গঞ্জনা দেওয়ায় তাহাদের কোনও লাভ হইবে না, কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য শিক্ষা হইবে।

আমরা যে গো-যানে আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলাম তাহা একটী

চটিতে আসিয়া পঁহুছিল। সে স্থান আমাদের বাটী হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। লীলাবতীকে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাহার মাতা ও ভগিনীরা তাহার সহিত সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান থাকায় পূর্ব্ব হইতে তাহাদের কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেবচনায় লীলাবতীকে সেখানে রাখিয়া একাকী বাটী যাওয়া স্থির করিলাম। তত্রস্থ জনৈক দোকানদারের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। লীলাবতীকে তাহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আমি পদব্রজে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে মনে হইল যেন গৃহিণীর সুমিষ্ট সম্ভাষণ, ছেলেদের স্নেহপূর্ণ আনন্দধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন রাত্রি প্রায় তিন চারি দণ্ড হইয়াছিল। প্রায় সকল গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল। কদাচিৎ দুটী একটী গৃহ হইতে প্রদীপের ক্ষীণালোক নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। বালক বালিকাগণের কোলাহাল আর শুনা যাইতে ছিল না। এমন সময় আমার গৃহের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলাম। এখনই পরিবারবর্গের স্নেহপূর্ণ মুখ নিরীক্ষণ করিব বলিয়া আনন্দে আমার হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল, এমন সময়, হায়—কি দেখিলাম! হঠাৎ দেখিলাম, আমাদিগের রন্ধন গৃহের চাল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সকল ঘরেই দাউ দাউ করিয়া সহস্র শিখায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং একটা বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। চীৎকারে কৃষ্ণকমলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কৃষ্ণকমল উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময় দেখিয়া তাহার মাতা ও ভগিনীকে জাগাইল। তাহারা তিন জনে উন্মত্তের ন্যায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গৃহ হইতে দ্রুত-

Bravo
Boys

বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদের কোলাহল শব্দে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম বাটীর সমস্ত গৃহগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ! ফুনু টুনু কোথায়? গৃহিণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "এতক্ষণ তাহারা অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়াছে, আমিও তাহাদের সহিত পুড়িয়া মরিব।" এই বলিয়া তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিমুখে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে আমি তড়িৎ বেগে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। পরক্ষণেই ফুনু টুনুর অস্ফুট রোদন ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বৎস তোরা কোথায়! এই বলিয়া বেগে অগ্নিশিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদাঘাতে তাহাদের শয়ন কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তাহাদিগের বিছানার এক অংশে আগুন লাগিয়াছে। আমি দুই হস্তে দুইটী শিশুকে ধরিয়া তথা হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে গৃহের বাহিরে আসিয়া পঁহুছিলাম, পরক্ষণেই সেই গৃহের চাল পুড়িয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, পুড়ুক! পুড়ুক! সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক; যখন পুত্রদুইটীকে পাইয়াছি তখন আর দুঃখ কি? এই বলিয়া বারংবার স্নেহভরে তাহাদের মুখাবলোকন ও চুম্বন করিতে লাগিলাম।

এক্ষণে আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া সেই ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার হস্ত হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত অগ্নিতে ঝলসিয়া গিয়াছিল এতক্ষণ তাহা অনুভব করিতে পারি নাই, এক্ষণে সেই স্থানে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবেশিগণ আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদের ন্যায় তাহারাও নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল।

আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের জন্য পূর্ব্ব হইতে কিছু টাকার নোট-সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পুত্র প্রথমেই একটী বাক্স ও কতক গুলি কাগজ পত্র লইয়া বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাতে মূল্যবান্ কিছুই ছিলনা। আমাদের গোয়ালঘর খানি অন্যান্য ঘর হইতে পৃথক্ ছিল বলিয়া সেইখানি পোড়েনাই—আমরা যাইয়া তথায় আশ্রয় লইলাম। প্রতিবেশিগণ কেহ কাপড়, কেহ তক্তাপোষ, কেহ ঘটী বাটী, কেহ খাদ্য সামগ্রী দিয়া আমাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে লীলাবতীকে আনিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকমল ও সাবিত্রীকে পাঠাইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাহারা লীলাবতীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পঁহুছিল। লীলাবতী আসিয়া তাহার মাতার সম্মুখে নির্ব্বাক্ হইয়া মস্তক অবনত করতঃ দণ্ডায়মান রহিল। গৃহিণী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কি বাছা ? এতদিন রাজার হালে থাকিয়াএক্ষণে এ গরীবের ঘরে কি মনে করিয়া আসিলে ? তুমি বড় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছ এক্ষণে আমাদের অবস্থাত দেখিতেছ। এখানে কি তোমার সুখ হইবে ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার অপরাধ গ্রহণ না করেন।

যৎকালে তাহার মাতা এইরূপ অভ্যর্থনা করিতেছিলেন, লীলাবতী অত্যন্ত খ্রীয়মান হইয়া কম্পিত কলেবরে কাষ্টপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কাঁদিল না বা কোন উত্তর করিল না। আমি আর এদৃশ্য দেখিতে পারিলাম না, একটু কর্কশভাবে উত্তর করিলাম; "দেখ গৃহিণী তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই উহার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছি এক্ষণে অনুনয় করিয়া বলিতেছি উহাকে আর বাক্যযন্ত্রণা দিওনা। কুলোকের প্ররোচনায়

একটী মন্দ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কি উহাকে চিরকালের জন্ত ত্যাগ করিতে হইবে ? পাপকারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া ভগবানের শরণ লইলে তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন, তখন মনুষ্য হইয়া আমাদের অনুতপ্ত পাপীকে গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেখ, এই আমাদের পরীক্ষার সময়—আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, আমাদের গৃহ, অর্থ, মান, সম্ভ্রম সমস্তই গিয়াছে এখন আমাদের ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবিচলিত ভাবে কালযাপন করাই কর্ত্তব্য। লীলাবতী আমাদের গৃহেই থাকিবে। তোমরা সকলেই উহাকে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ ও যত্ন করিবে। প্রতিবেশিগণ যাহাই বলুক না কেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে প্রেম, ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ থাকিলে আমরা এখনও যথেষ্ট সুখী হইতে পারিব। আমি লীলাবতীকে প্রশস্ত ব্রতানুষ্ঠান সকল করাইব ; পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শুনাইব। লীলাবতী সর্ব্বদা পূজা, তপ, যপ ও ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে অন্তিম কালে ভগবান্ উহাকে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যথা—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে ॥"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেই আমরা ক্রমশঃ সুখী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রতিবেশিগণ সর্ব্বদা আসিয়া আমাদের সান্ত্বনা করিতেন। কৃষ্ণকমলের ও প্রতিবেশিগণের সাহায্যে আমাদের দগ্ধ গৃহের স্থানে স্থানে মেরামত করিয়া উহার কোন কোন অংশ কার্য্যোপযোগী করিয়া লইলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় লীলাবতীকে সর্ব্বদাই বিমর্ষ দেখিতাম। তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। যদিও বাটীর সকলেই সর্ব্বদা তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন তথাপি কিছুতেই তাহার তৃপ্তি হইত না। যদি কেহ ছোট মেয়েটীকে দুটা প্রশংসার কথা বলিত অমনি লীলাবতীর মনে হিংসার উদয় হইত। কেহ গোপনে কোন কথা কহিলে সে মনে করিত বুঝি আমারই সম্বন্ধে কোন কথা

বার্ত্তা কহিতেছে। সে স্বীয় দুষ্কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই নিজেকে হীন মনে করিত, অথচ অপর কেহ সামান্যভাবে তাহার অমর্য্যাদা করিতেছে এরূপ সন্দেহ হইলেও সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। আমি নানা প্রকারে তাহার মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কখনও মহাভারত হইতে উৎকৃষ্ট নীতিপূর্ণ উপাখ্যান সকল পাঠ করিয়া এবং কখনও বা ভাগবতের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইতাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতাম না। তাহার নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার মনে কখন শান্তি লাভ হইত না। এই সময় একদিন লোক পরম্পরা শুনিলাম যে, শশিবিলাসের সহিত সরলার বিবাহ স্থির হইয়াছে। শশিবিলাস পূর্ব্বে অনেকবার আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি সরলাকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করেন না এবং তাহার পিতার সমুদয় সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ পাইলেও তাহার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু আমি বেশ জানিতাম তিনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, গোপনে তিনি সরলার বিশেষ পক্ষপাতী। যাহা হউক, সরলার সহিত যাহাতে তাহার বিবাহ না হয়, তজ্জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প হইলাম এবং আমার পুত্রের দ্বারা সরলার পিতার নিকট একখানি পত্র পাঠাইব স্থির করিলাম। তাহাতে শশিবিলাস আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে যে প্রকারে বাটী হইতে লইয়া যান ও পরে গোপনে তাহাকে বিবাহ করেন, তাহা সবিশেষ লিখিলাম এবং পরিণামে আমার কন্যার সহিত বিবাহ প্রমাণ হইলে সরলাকে লীলাবতীর সপত্নী ভাবে থাকিতে হইবে তাহারও একটু ইঙ্গিত করিলাম।

এক্ষণে সরলা তাহার পিতার সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতেছে

তাহা আমি জানিতাম। আমার পুত্র পত্র লইয়া তথায় গমন করিল এবং তিন দিন পরে প্রত্যাগমন করিল। সে বলিল,সরলার পিতা হরিহর বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তখন তিনি সরলার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং পত্রখানি জনৈক ভৃত্যের হস্তে দিয়া আসিয়াছে। সেখানে জানিয়াছে, সরলার সহিত শশিবিলাসের বিবাহ স্থির হইয়াছে, এবং বিবাহ খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবে। তিন চারিদিন ধরিয়া অনবরত নাচগান হইবে এবং উভয় পক্ষ হইতে বিপুল অর্থব্যয় হইবে। গ্রামবাসিগণ সকলেই বিশেষ উৎসাহান্বিত। যেখানে গিয়াছে সেই খানেই এই বিবাহের কথা। কালিদাস বাবুর বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে অনেক কুটুম্বের সমাগম হইয়াছে, বিবাহ তাঁহারই বাটীতে হইবে। এই বিবাহে গ্রামের সকলেই বিশেষ সুখী ও আনন্দিত হইয়াছেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে শশিবিলাস বড় সৌভাগ্যবান্ পুরুষ, তাই এমন কন্যারত্ন লাভ করিবেন।

আমি বলিলাম "সে সুখে থাকুক, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু পুত্র! একবার আমার এই ভূমি-শয্যা ও চালহীন ঘরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এই দেখ মেঝে দিয়া জল উঠিতেছে। ঘরের দেওয়াল গুলি যেরূপ ফাটিয়াছে তাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের চাপা পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা। আমার এই হতভাগ্য দেহ অগ্নিতে পুড়িয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এই শিশু সন্তান গুলি চারিটী অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। তুমি সেই পাপাত্মার সুখের বিষয় বর্ণনা করিলে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব পাইলেও আমি তাহার আত্মার সহিত আমার আত্মার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত নহি। দেখ, মৃত্যুই আত্মার স্বাভাবিক ভাব এবং এই জীবিত অবস্থা আত্মার

বিকৃত ভাব মাত্র ; সুতরাং যাহার আত্মা স্বকীয় অবস্থায় সুখভোগ করিতে পারে তিনিই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ এবং জয়ী।”

কৃষ্ণকমলের নিকট এই সকল সংবাদ পাইয়া আমার পরিবারস্থ সকলেই ম্রিয়মাণ হইলেন। আমি তাহাদের চিত্তকে স্বচ্ছন্দ রাখিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলাম তথাপি তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে কষ্টের ছায়া কিছুতেই অপসারিত হইল না। দৈবক্রমে ঐ সময়ে আমাদের কোনও প্রতিবেশী একটা বৃহৎ মৎস্য পাঠাইয়া দেওয়ায় ক্রমশঃ পরিবারবর্গের মুখে পুনরায় প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বৈকালে অতিশয় গরম পড়ায় আমার পরিবারবর্গকে লইয়া আমাদের বাগানে বেড়াইতে গেলাম। সেখানে ছেলেরা কেহ দৌড়াদৌড়ি করিতে আরম্ভ করিল, কেহ পেয়ারা গাছে উঠিয়া দোল খাইতে লাগিল। আমরা স্ত্রীপুরুষে বাগানের গাছপালা দেখিয়া বেড়াইতেছি। এমন সময় অদূরে শশিবিলাসের পাল্কী দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই উদ্বেগের সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ লীলাবতী তৎক্ষণাৎ তাহার ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া অন্য এক পথ দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। শশিবিলাস পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া বরাবর আমার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে, তিনি আমাদের বাটীতে গিয়াছিলেন, সেখানে আমরা বাগানে আসিয়াছি সংবাদ পাইয়া

এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আনু-গত্য দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, মহাশয়! আপনার এ কেমন ব্যবহার! আপনি কোন্ মুখে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এখন আমার সে অবস্থা নাই, বৃদ্ধ হইয়াছি, নচেৎ এইক্ষণেই আপনার ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতি-ফল দিতাম।

শশিবিলাস বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন! আমি আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতেছি না। আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিনকতক একটু আমোদ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই কি আপনার এতক্রোধ হইয়াছে।" আমি উত্তর করিলাম,—"দুরাত্মা, আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হ! তুই কোন্ সাহসে এখনও আমার সম্মুখে মিথ্যা বলিতেছিস্! পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলি-লাম, মহাশয়! আমার এমন বংশে জন্ম নয় যে, আপনার এই সকল অত্যাচার নিরাপত্তিতে সহ্য করিব। আপনি আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়া-ছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি? আপনি ইন্দ্রিয় সুখের জন্য একটী নিষ্পাপ বালিকাকে কলুষিত করিয়াছেন,একটী ভদ্র পরিবারকে চিরকালের জন্য দুঃখী করিয়াছেন।

শশিবিলাস বলিলেন "মহাশয়! যদি আপনি কিংবা আপনার কন্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক অসুখী হন, আমি তাহার কি করিতে পারি? আপনি মনে করিলে এখনও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন। আমি আপনাকে অর্থদিয়া সাহার্য্য করিতে পারি এবং আপনার কন্যার একটী উত্তম পাত্র জুটাইয়া দিতে পারি, যাঁহার সহিত উঁহার বিবাহ হইলে চাই কি উনি আমার ও সহিত পূর্ব্ববৎ প্রণয় রাখিতে পারেন। আমি জানি আপনার কন্যা আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন

এবং আমিও তাঁহাকে পছন্দ করি।” দুরাত্মার এ জঘন্য প্রস্তাবে, সর্ব্বপ্রকার ক্রোধ আমার পরিত্যজ্য জানিয়াও আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম, “পাজি! আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হ। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপস্থিত থাকিলে কখনই আমাকে এত অবমাননা সহ্য করিতে দিত না। আমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছি—অগত্যা আমাকে এ সমস্তই সহ্য করিতে হইল।”

শশিবিলাস বলিলেন, “আমি দেখিতেছি আপনার নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, নচেৎ আমার সহিত কোন্ সাহসে শত্রুতা করিতেছেন? মনে করিয়াছিলাম আপনাকে পরুষ কথা শুনাইব না, কিন্তু কি করি অগত্যা শুনাইতে বাধ্য হইলাম। আপনি যে এক হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট আমাকে লিখিয়া দেন, হঠাৎ টাকার আবশ্যক হওয়ায় এ হ্যাণ্ডনোট একজন উকীলকে বিক্রয় করিয়াছি। তিনি বোধ হয় শীঘ্রই আপনার নামে নালিশ করিবেন। তা ছাড়া নায়েব মহাশয় সেদিন আপনার নামে নালিশ করিবার কথা আমাকে বলিতেছিলেন। তিনি বলেন আপনার নিকট অনেক টাকা খাজনা বাকী পড়িয়াছে। যাহা হউক আমার ও সকল বিষয় দেখিবার আবশ্যক নাই এবং আমি কখন দেখিও না। খাজানা আদায় অনাদায় সম্বন্ধে নায়েব ও গোমস্তার উপরই সমস্ত ভার আছে। সম্প্রতি হরিহর বাবুর কন্যার সহিত আমার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে সেইজন্য আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলাম। আশা করি আপনি এখনও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমার সহিত পূর্ব্ববৎ বন্ধুত্ব বজায় রাখিবেন, তাহা হইলে আপনার ও আমার উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, আপনি আমার কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনি যেখানেই বিবাহ করুন না কেন এসংবাদ তাহাদের একবার জ্ঞাপন করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। আপনার ক্রোধানলে পতিত হইয়া যদি যাবজ্জীবন আমাকে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এমন কি যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও আমার পক্ষে ভাল, তথাপি আপনার ন্যায় পাপিষ্ঠের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া স্বর্গ লাভ করা ও তুচ্ছ মনে করি। আপনার ধন সম্পত্তি লইয়া আপনি সুখে থাকুন তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি আর কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না, এই আমার সকাতরে প্রার্থনা।"

শশিবিলাস উত্তর করিলেন "ভাল! তাহাই হইবে। দেখা যাউক আপনাকে আমার নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া আসিতে হয় কি না?" এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যৎকালে শশিবিলাসের সহিত আমার উপরোক্ত প্রকারে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল তৎকালে আমার স্ত্রী ও পুত্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শশিবিলাসের শাসনবাক্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। শশি-বিলাস প্রস্থান করিলে আমার কন্যা দুইটী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারাও সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া মহাচিন্তিত হইল। সকলেরই মুখে উদ্বেগের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইলামনা। ভাবিলাম শশিবিলাস আমার যে অনিষ্ট করিয়াছে, অন্য কোন অনিষ্ট তাহা অপেক্ষা গুরুতর হইতে পারে না।

কিছুদিন পরেই জানিতে পারিলাম শশিবিলাস বৃথা আস্ফালন করেন নাই। উপর্য্যুপরি নানাবিধ বিপদে পড়ায় জমীদারের খাজানা

বাকী পড়িয়াছিল। একদিন জমীদারের গোমস্তা একখানা ক্রোকী পরো-য়ানা ও জনৈক আদালতের পেয়াদা সঙ্গে করিয়া আসিয়া আমার গরু, বাছুর, সমস্ত ক্রোক করিয়া অর্দ্ধ মূল্যে নিলাম করিয়া লইল। আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ শশিবিলাসের সহিত কোন প্রকার মিট মাট করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন তাহা না করিলে আমরা কিছুতেই রক্ষা পাইব না। আমি বলিলাম অন্যায় কার্য্যে কেন তোমরা আমাকে বারংবার প্রবৃত্তি দিতেছ? শশিবিলাস আমার নিকট শত অপরাধ করিলেও আমি তাহাকে মার্জনা করিব কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার কুকার্য্যসমূহকখনও অনুমোদন করিতে পারিবনা।

ক্রমে রাত্রি হইল। আমরা সকলে শয্যায় শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে আমার পুত্র কোদালি লইয়া নর্দ্দমায় ও উঠানে যে সকল জল জমিয়াছিল তাহা বাহির করিয়া দিতে গেল। তখনও টীপি টীপি বৃষ্টি হইতেছে এবং অতি-শয় বেগে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। একটু পরে কৃষ্ণকমল দ্রুতবেগে আসিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিল, দুইজন কনেষ্টবল আমাদের বাটীর দিকে আসিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতেই কনেষ্টবল দুইজন আমার ঘরে প্রবেশ করিল ও আমাকে গ্রেপ্তার করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিজন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল। একজন কনেষ্টবল উত্তর করিল"আপনার নামে হ্যাণ্ডনোট বাবৎ এক হাজার টাকার ডিক্রী হইয়াছে ; ঐ ডিক্রীর টাকা না দিতে পারায় আপনার কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। আমরা আপনাকে কারাগারে লইয়া যাইব। আপনি কি ডিক্রী হওয়ার সংবাদ জানেন না? আমি বলিলাম, "না ; আমার উপর কোনরূপ শমন জারী হয় নাই; বোধ হয় একতরফা ডিক্রী হইয়া থাকিবে। যখন আমার দেনা সত্য এবং টাকাও দিতে অপারগ, তখন

অবশ্যই আমাকে কারাবাসে যাইতে হইবে; কিন্তু তোমরা নিতান্ত অসময়ে আমাকে ধরিবার জন্য আসিয়াছ। একে আমার প্রাচীন শরীর, তাহাতে আবার টীপি টীপি বৃষ্টি পড়িতেছে এবং বাহিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। সম্প্রতি গৃহদগ্ধ হওয়ায় হাতখানা ভয়ানক পুড়িয়া গিয়াছে; তাহার উপর আবার কল্য রাত্রি হইতে একটু জ্বর হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাকে হাঁটাইয়া লইয়া গেলে আমি কখনই বাঁচিব না। তবে যদি নিতান্তই যাইতে হয়, আমাকে একটু সময় দাও আমি সমস্ত গুছাইয়া লই; কারণ আমার পুত্র কন্যাগণ নিরাশ্রয়ে এখানে থাকিয়া কি করিবে. উহারাও আমার সঙ্গে চলুক।" এইকথা বলিয়া আমার স্ত্রীকে সত্বর সমস্ত গুছাইয়া লইতে বলিলাম। আমাদের যাহা কিছু ছিল সমস্ত একত্র করিয়া দুই তিনটা পুঁটুলী বাঁধিয়া লইলাম। এক-ঘণ্টার মধ্যে আমরা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকমল তাহার ছোট ভাই দুটীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা আপনাকে আমাদের এই সকল বিপদের মূল ভাবিয়া বিষণ্ণচিত্তে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। আমরা গ্রাম পার হইয়াছি মাত্র, এমত সময়ে কুড়িপঁচিশ জন লোক লাঠিসোটা হস্তে দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিলাম। তাহারা প্রায়সকলেই আমাদের প্রতিবেশী এবং যজমান। তাহারা আসিয়াই কনেষ্টেবল দুইজনকে ধরিয়া ফেলিল ও আমাদের বাটীফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল।

এই সকল লোক আমাদের গ্রেপ্তার হওয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

আমার প্রতি স্নেহ ও ভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। এই ঘটনায় আমার ছেলেরা, আমরা পরিত্রাণ পাইলাম ভাবিয়া উৎফুল্ল হইল। আমি তাহাদের এইরূপ আইন ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দেখিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিলাম, বন্ধুগণ তোমাদের এই কার্য্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; এতদিন তোমরা আমার নিকট যে সকল ধর্ম্মকথা ও উপদেশ বাক্য শুনিয়াছ তাহার কি এই ফল! রাজা ঈশ্বর তুল্য। তাঁহার কার্য্যে কখনও বাধা দিও না। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধি সকলের কখনও অবমাননা করিতে নাই। এই সকল লোক রাজশক্তি দ্বারা নিযুক্ত। বিচারকের আজ্ঞানুযায়ী আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া এবং স্বয়ং রাজার কার্য্যে বাধা দেওয়া একই কথা। তোমরা আমার কথা শুন এবং এখনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই যে আমি কারাগারে যাইতেছি, ইহা ভগবানের ইচ্ছা। হয় ত তাঁহারই ইচ্ছায় আমি অচিরাৎ কারামুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

তাহারা আমার এই কথা শুনিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি কারাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। কারাগারটী সদর রাস্তাহইতেপ্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। কনেষ্টবল দ্বয় প্রথমে আমাকে কারাধ্যক্ষেরনিকট লইয়া গেল। এইস্থান হইতে আমার পরিবারবর্গ সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি তাহাদের কারাগারের নিকটস্থ কোন স্থানে একটী ক্ষুদ্র বাসা অন্বেষণ করিয়া লইতে বলিলাম। কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সারি সারি গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক কয়েদীকে রাত্রিকালে উহার এক একটী প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখা হয়। তাহারা দিনের বেলা বাহিরে আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য্য করে। সমস্ত কারাগারটী একটী বিস্তীর্ণ স্থান

অধিকার করিয়া আছে এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। আমার ধারণা ছিল যে, কারাগারের ভিতর দুঃখ ও শোকের ক্রন্দন ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নাই কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এখানেও হাস্য পরিহাসের রোল চলিয়া থাকে। দুশ্চিন্তা দূরীকরণ মানসে সকলেই সর্ব্বদা আমোদ করিয়া থাকে। প্রবেশ করিবামাত্র কয়েদীদের মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে জানাইল যে এখানে আসিলেই প্রথমে তাহাদিগকে কিছু দর্শনি দিতে হয়, ইহাই এখান-কার নিয়ম। যদিও আমার নিকট কিছু সামান্য অর্থ ছিল তথাপি তাহা হইতে তাহাকে কিছু দিতে হইল তাহারা উহার কিয়দংশ প্রহরীকে ঘুস দিয়া এক বোতল মদ আনাইল এবং সকলেই একটু একটু পান করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিল। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এই মহাপাপিগণ যখন কারাগৃহে থাকিয়া এইরূপ আনন্দানুভব করিতে পারে, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তির কারাগারে অসুখী হওয়ার কোন কারণ দেখি না। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি মনকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ না থাকিলে কেবল চেষ্টা করিয়া কখনও শান্তিলাভ করা যায় না।

আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে কারাগৃহের এক কোণে বসিয়া আছি এমন সময়ে একজন কয়েদী আসিয়া আমার নিকট বসিল এবং আমার সহিত কথোপকথনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কেহ আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাহাকে কখন বাধা দেই না। কারণ সে ব্যক্তি যদি ভাল লোক হয়, তাহার নিকট অনেক উপদেশ পাইতে পারি। এই কারণে আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম লোকটী লেখাপড়া না জানিলেও সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। আমি কোন বিছানা আনিয়াছি কি না,

একথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আনি নাই শুনিয়া বলিলেন "না আনিয়া ভাল করেন নাই। এখানে রাত্রিতে শয়ন করিতে কেবলমাত্র শুকনা ঘাস দেয়; আমি দেখিতেছি আপনি ভদ্র লোক এবং প্রাচীন। বিছানার অভাবে আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ আপনি দেওয়ানি বিভাগের জেলে আছেন; সুতরাং বিছানা ও খাদ্যাদি বাহির হইতে অনায়াসে লইয়া আসিতে পারেন, ইহাতে কোন নিষেধ নাই। যাহা হউক আমার নিকটে যে বিছানা আছে, তাহা হইতে একখানি কম্বল আপনাকে ব্যবহার করিতে দিতে পারি। ইহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম এবং ভাবিলাম এরূপ সদাশয় ব্যক্তিকেও কারাগারে আসিতে হইয়াছে! আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি একজন শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আরও বলিলাম "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" এই শ্লোকে "শ্মশানের" পরিবর্ত্তে "কারাবাসে" হইলেই ভাল হইত, যেহেতু আপনি আমার বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। এই কথায় তিনি উত্তর করিলেন, "মহাশয়! এ কলিকাল, এক্ষণে পুণ্য একপাদ, পাপ ত্রিপাদ শাস্ত্রেই লিখিত আছে কলিতে

ধর্ম্মঃ শঙ্কুচিত স্তপো বিচলিতং সত্যঞ্চ দুরেগতম্।
ক্ষৌণী মন্দফলাঃ নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ॥
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽপি চপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ——"

আমি বাধা দিলাম, বলিলাম, "মহাশয়! মনে কিছু করিবেন না, আমার বোধ হইতেছে পূর্ব্বে এই সকল শ্লোক একবার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। সুলতানপুরের হাটে বোধ হয় আপনাকে দেখিয়াছি,—আপনার নাম 'জানকীনাথ' নয়? আপনার কি নরহরি

ভট্টাচার্য্যকে মনে পড়ে? তাঁহার নিকট হইতে আপনি এক ছড়া তাবিজ খরিদ করিয়াছিলেন। এই কথায় তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "হাঁ মহাশয় আপনার নিকট একছড়া তাবিজ লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মূল্য দিতে ভুল হইয়াছিল। আপনার প্রতিবেশী রামধন গাঙ্গুলীকে আমার বিশেষ ভয়। শুনিয়াছি তিনি আগামী দায়রায় আমার বিপক্ষে একজন প্রধান সাক্ষী। বোধ হয় আপনি তাবিজের মূল্য পান নাই বলিয়া আমার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য দিবেন না? আমি বলিলাম, আপনি অদ্য আমার যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি ত আপনার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য দিবই না বরং আমার পুত্রকে রামধনের নিকট পাঠাইয়া দিব, যাহাতে তিনিও আপনার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে না যান। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রামধন আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে। জানকীনাথ বলিলেন, মহাশয়! আমি আর আপনার কি উপকার করিব, তবে আপনি যতদিন কারাগারে থাকিবেন, ততদিন আপনার বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিব। কয়েদীরা সকলেই আমাকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে।"

আমি জানকীনাথকে পূর্ব্বে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়ক্রম অনূন্য বাইট বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহাকে যুবা পুরুষ দেখিলাম। বিস্ময় প্রকাশ করায় জানকীনাথ বলিলেন, "মহাশয়! আপনি জুয়াচুরীর বিষয় কি জানিবেন? তখন আমার মাথায় পরচুলা ছিল। আমি সতর বৎসর হইতে বাইট বৎসর পর্য্যন্ত যে কোন বয়সের লোক বেমালুম সাজিতে পারি। আমি এই জুয়াচুরী বিদ্যা শিখিতে যে কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কিয়দংশ জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অন্য কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্য করিলে এতদিন সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিতাম, কারাগারের

মুখ দেখিতে হইত না।" আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া কয়েদীগণের হাজিরা লইল এবং সকলকে আপন আপন ঘরে আবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি জানকীনাথ প্রদত্ত কম্বলখানি বিছাইয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শয়ন করিলাম এবং অচিরাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কিয়ৎ-কালের জন্য সংসারের সমস্ত যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:

পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম যে, আমার পরিবারবর্গ সজলনয়নে আমার একপার্শ্বে বসিয়া আছেন। কারাগৃহের ভীতিব্যঞ্জক দৃশ্য দর্শন করিয়া ও আমার বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিয়া তাহাদের চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। আমি তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণ তাহাদের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমার স্ত্রী বলিলেন, তাহার শরীর পূর্ব্ব হইতেই কিছু খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে কল্যকার পথশ্রমে ও ঠাণ্ডা হাওয়াতে কল্য রাত্রি হইতে তাহার জ্বর হইয়াছে। বাসার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন"কৃষ্ণকমল অনেক অনুসন্ধান করিয়াও নিকটে কোথাও ভাল বাসা পায় নাই; সুতরাং জেলখানার নিকটেই যে একখানি ক্ষুদ্র চালা পাওয়া যাছে তাহাই ভাড়া করিয়াছি।"

এক্ষণে আমি তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিলাম। সাবিত্রীকে তাহার পীড়িতা ভগিনীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত রাখিলাম। গৃহিণী আমার সেবা করিবেন স্থির হইল। ছোট ছেলে দুটী আমার নিকট বসিয়া পড়া শুনা করিবে। কৃষ্ণকমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, বাছা! এক্ষণে তুমি আমাদের একমাত্র ভরসার স্থান। তুমি কল্য হইতে যেখানে পাও কোন কাযকর্ম্মের চেষ্টা দেখ। মাসে মাসে আট দশ টাকা যাহা রোজগার করিতে পার তাহাতেই আমাদের পরিবার প্রতিপালন হইবে।

একস্থানে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকায় বিরক্তি বোধ হওয়ায় আমার ঘর হইতে একবার বাহিরে উঠিয়া গেলাম। বাহিরে যাইয়া দেখি কতকগুলা কয়েদী একস্থানে জটলা করিয়া বসিয়া আছে ও নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে। কেহ কাহাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছে, কেহবা তদপেক্ষা অশ্লীল ভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি জন-সমাজ হইতে কিছুমাত্র সহানুভূতি না পাইয়া পরিণামে সমাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি জানকীনাথের নিকট গিয়া বলিলাম, এই সকল লোককে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। আমার এই কথা শুনিয়া জানকীনাথ উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কয়েদিগণের নিকটে যাইয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কয়েদিগণ ইহা এক নূতন আমোদ হইবে বিবেচনা করিয়া আমার বক্তৃতা শুনিতে অমত করিল না।

আমি রামায়ণ হইতে বাল্মীকির উপাখ্যান পাঠ করিলাম। বাল্মীকি প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন, তৎপরে কিরূপে মহর্ষি হইলেন, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলাম। যৎকালে আমি

উপাখ্যান পাঠ করিতেছিলাম, সেই সময়ে কেহ বা হাসিতেছিল, কেহ বা কাশিতে ছিল, কেহ বা বিকট মুখভঙ্গী করিতেছিল; আমি কিন্তু এ সমস্ত দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না। উপাখ্যান শেষ করিয়া আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া অনুতাপ করা দূরে থাকুক তাহারা আমাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং আরও স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "দেখ, তোমাদিগকে উপদেশ দিয়া আমার কোন লাভ নাই, কারণ তোমরা এজন্য আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতেছ না, আমি কেবল তোমাদের মঙ্গল কামনায় তোমাদিগকে দুটা কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়া শুনিবে। তোমরা যে বাল্মীকির উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, ইহাতে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে যত বড় পাপী হউক না কেন, ভগবানে মতি হইলে ভগবান্ তাহাকে আশ্রয়দান করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাহার পাপপ্রবৃত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় ও পরিণামে পরম-গতি প্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ।"

তোমরা কখনও এমন ভাবিও না যে, আমরা মহাপাপী, আমাদের আর উদ্ধার নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লও, কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি কর, তিনিই তোমাদের এমন সুবুদ্ধি দান করিবেন যাহাতে তোমরা ক্রমে মহা সাধুপুরুষ রূপে পরিণত হইতে পারিবে।" আমার বক্তৃতা শেষ হইলে পরে কয়েদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল ও বলিল "ঠাকুর! তুমি বেশ বলিয়াছ, আর এক দিন আমরা তোমার বক্তৃতা শুনিব।" আমি বলিলাম

"ভালই ত!" আমার মনে আশা হইল বোধ হয় আমি এই পাপি-গণের কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার করিতে সমর্থ হইব। আমার বিবেচনায় যদি কোন মহাত্মা দুষ্কর্ম্মশীল লোকদিগকে তাহাদের সহিত মিশিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন এবং কার্য্য ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের মতিগতি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন।

আমি আমার কুঠারীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী ও সন্ততিগণ তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। জানকীনাথকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম। জানকীনাথ আমার পুত্রগণকে দেখিয়া বলিলেন "আপনার সোণার চাঁদ ছেলেগুলি কখনই এরূপ স্থানে থাকিবার উপযুক্ত নয়।"

আমি উত্তর করিলাম "আমার ছেলেগুলির স্বভাব চরিত্র অতি উত্তম। তাহারা যে কোন সংসর্গে থাকুক না কেন, তাহাদের চিত্তের কোনরূপ বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাদের সহিত একত্র বাস করিতে পাইলে নরকও আমার স্বর্গতুল্য অনুভব হয়। ইহাদের কিছু মাত্র অনিষ্ট হইলেও আমার মন অত্যন্ত কাতর হয়।"

জানকীনাথ কৃষ্ণকমলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "তাহা হইলে আমি আপনার নিকট বিশেষ দোষী, কারণ আমি এক সময়ে আপনার এই পুত্রটীর বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছিলাম। আমি তজ্জন্য উহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আমার পুত্র যদিও জানকীনাথকে ছদ্মবেশে দেখিয়াছিল, তথাপি তাহাকে এক্ষণে চিনিতে পারিল এবং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "মহাশয় আপনাকে মনের সহিত মার্জ্জনা করিতেছি।" পরে ঈষৎ

হাস্য করিয়া বলিল "আচ্ছা মহাশয়! এত লোক থাকিতে আমাকে ঠকাইতে আপনার প্রবৃত্তি হইল কেন ?"

জানকীনাথ বলিলেন, "ভায়া! তোমার বেশ, ভূষা ও সরল ভাব প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোমার ময়লা ধুতি ফরসা পিরান ও লম্বা লম্বা চুল দেখিয়াই তোমাকে আমার বিদ্যা প্রকাশের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। ভায়া, তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না, কারণ তোমা অপেক্ষা অনেক বিচক্ষণ লোকও আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই।"

কৃষ্ণকমল জিজ্ঞাসা করিল, জানকীনাথ এরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইয়া কেমন করিয়া জুয়াচুরী ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, এবং তাহা শুনিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় জানকীনাথ বলিলেন "বাল্য-কালে সকলেই আমাকে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানিত। যখন আমার চৌদ্দবৎসর বয়স তখন আলবর্ট ফ্যাসানে টেরি কাটিতাম এবং পান খাইয়া সর্ব্বদা ঠোঁট লাল করিয়া বেড়াইতাম। কুড়িবৎসর বয়সে একটু একটু গাঁজা খাইতে ও জুয়া খেলিতে শিখিলাম। ক্রমে জুয়াচুরী ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। ইহার পূর্ব্বে যদিও কাহাকেও কখনও ঠকাই নাই তথাপি আমি অতি চালাক বলিয়া কেহ আমাকে বিশ্বাস করিত না। তোমাদের প্রতিবেশী রামধন গাঙ্গুলীকে আমি নানারকম বেশে অনেকবার ঠকাইয়াছি, কিন্তু লোকটা এতই সরল-প্রকৃতি যে কিছুতেই আমার চালাকী বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ভগবানের এমনি নিয়ম যে, রামধন বারংবার ঠকাসত্বেও স্বচ্ছন্দে দশ-টাকা উপার্জ্জন করিয়া কালযাপন করিতেছে, আর আমি এত চালাক হইয়াও যেমন হতভাগ্য তেমনি হতভাগাই আছি; অবশেষে এই কারাগার আমার বাসস্থান হইয়াছে। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

হইয়াছে, কিন্তু বন্ধো! তোমার এতদুর্দ্দশা কেন হইল?" এই কথার উত্তরে আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমস্ত বিশদরূপে বলিলাম। আমার বৃত্তান্ত শুনিয়া জানকীনাথ কপালে আঘাত করিয়া বলিলেন, "কি দুরাত্মা! আচ্ছা আমি নিজে উদ্ধার হইতে না পারিলেও দেখি দেখি আপনার কোন উপকার করিতে পারি কি না?"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পরদিন আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের নিকট কয়েদীগণকে সৎপথে আনয়ন করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। তাহারা হাস্য করিয়া বলিল, "উহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টা করা ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়ার তুল্য; লাভের মধ্যে আপনার পণ্ডশ্রম মাত্র।" আমি তাহাতে উত্তর করিলাম "তোমরা ভুল বুঝিয়াছ! এই সকল ব্যক্তি যতই দুরাচার হউক না কেন যখন ইহারা নরজন্ম লাভ করিয়াছে তখন চেষ্টা করিলে উহাদের উন্নতি কেন না হইবে? উহারা সামান্য অবস্থার লোক না হইয়া যদি ধনী লোকের সন্তান হইত, তাহাহইলে উহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা সকলেই করিত। কিন্তু যদি কেহ এই

দরিদ্র-সন্তানগণকে উপদেশ দিতে চায়, লোকে তাহাকে পাগল অথবা নির্ব্বোধ বলিয়া থাকে। যদি আমি উহাদের মধ্যে একজনকেও সৎপথাবলম্বী করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি এই কথা বলিয়া যেখানে কয়েদিগণ জটলা করিয়া বসিয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইলাম। তাহারা তখনই বুঝিতে পারিল যে, আমি পূর্ব্বদিনের ন্যায় বক্তৃতা করিব। তাহাদের মধ্যে এক জন এমন ভাবে আমার গা-ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল যে তাহার হাঁটুতে আমার পৃষ্ঠে আঘাত লাগিল। পরে যেন দৈবাৎ লাগিয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া আমার পায়ের উপর মস্তক রাখিয়া বারংবার মাথা ঠুকিতে লাগিল। আমি অনেক কষ্টে তাহাকে এ বিষম প্রণাম হইতে ক্ষান্ত করিলাম। একজন বিকৃত স্বরে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল, সকলে মহা-উল্লাসিত হইয়া তাহার সহিত যোগ দিল। অপর এক ব্যক্তি লুকায়িত ভাবে আমার চসমার খাপ হইতে চসমা খানি বাহির করিয়া লইল। একজন আমার পুঁথির দপ্তরে এক খানি বিদ্যাসুন্দর রাখিয়া দিয়াছিল আমি যেমন পুঁথি বাহির করিবার জন্য দপ্তর খুলিয়াছি সকলে ছিঃ! ছিঃ! বলিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি এসকল লক্ষ্য না করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম,—ইহারা দুই চারিজন এরূপ দুষ্টামী করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারে কিন্তু আমার উপদেশের ফল এক সময়ে ফলিবেই ফলিবে। আমি যাহা ভাবিয়া ছিলাম ঠিক তাহাই হইল। পাঁচ ছয় দিন বক্তৃতা করার পর কয়েদিগণের মধ্যে ক্রমশঃ দুই এক জন আমার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্ হইল। তাহাদের দৃষ্টান্তে অপর কয়েদিগণেরও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। কেহ কেহ আমার নিকট স্বীকার করিল যে

তাহারা এতদিন উপদেশ না পাইয়াই নানারূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাহারা সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল আমি এই কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত এক দিনও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। গৃহিণীকে একবার তাহাকে আমার নিকট আনিবার জন্য বলিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে লীলাবতী সাবিত্রীর স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে আমার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম তাহার শরীর অতিশীর্ণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ও গণ্ডদেশ বসিয়া গিয়াছে। দেখিবা মাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম "একি! দেখ, লীলাবতি! তুমি আমাকে যদি ভালবাস তাহা হইলে আমি যাহাকে আপন জীবনাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করি তাহার প্রতি অবশ্য একটু যত্ন করিবে। তুমি সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইও না, ভগবান্ নিশ্চয়ই এমন দিন দিবেন যখন আমারা সকলেই সুখী হইতে পারিব।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

লীলাবতী বলিল, "পিতা, আমার স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিতেছি তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু আপনার বিষয় ভাবিয়া আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। আমার প্রতি- এত দয়া! এত ভালবাসা! আমি তাহার এই কি প্রতিশোধ দিলাম যে আমারই জন্য আপনার এত কষ্ট এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কখনই সুখ হইবে না? আমার মরণ হইলেই বাঁচি। আমার ভাগ্যে যাহাই হউক, আপনি শশিবিলাসের প্রস্তাবে সম্মত হউন।"

আমি বলিলাম "বৎসে! কখনই না। আমার কন্যাকে বারবনিতা

বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না। জনসাধারণ তোমার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, আমি নিশ্চয় জানিতেছি তুমি দুরাত্মার বিবাহিত পত্নী। তোমার সহিত তাহার শাস্ত্রমতে বিবাহ হইয়াছে এ কথা আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না। তাহার অপর এক পত্নী বর্ত্তমান জানিয়াও যদি কেহ তাহাকে কন্যাদান করে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।”

আমার কন্যা উঠিয়া গেলে জানকীনাথ আমাকে শশিবিলাসের সহিত একটা রফা নিষ্পত্তি করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন “আপনার এক্ষণে যেরূপ শারীরিক অবস্থা তাহাতে কারাগারে থাকিলে অতি শীঘ্রই আপনার মৃত্যু হইবে। আপনি গতাসু হইলে আপনার গৃহিণীও অচিরাৎ আপনার অনুগমন করিবেন। তাহা হইলে এই সকল পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশুগুলি ভরণ পোষণ অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে। তাই বলিতেছি, সমুগ্র পরিবারটীকে রক্ষা করিতে হইলে যদি আপনার একটী কন্যার কিছুমাত্র ক্ষতি হয়, তাহা আপনার কর্ত্তব্য।”

আমি উত্তর করিলাম “মহাশয় আপনি শশিবিলাসের চরিত্র ভাল রূপ জানেন না, তাহাই এরূপ বলিতেছেন। তাহার প্রার্থনা মত কার্য্য করিলে আমার কর্ত্তব্যের হানি হইবে; অথচ তাহা করিয়াই যে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিব তাহারও নিশ্চয় নাই। আমি শুনিয়াছি, শশিবিলাসের কোন অধমর্ণ তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া গত বৎসর এই কারাগৃহেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও, আমার কন্যা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি কদাচ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।

জানকীনাথ বলিলেন, “মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা

যথার্থ, কিন্তু আপনার কন্যা যে আর বেশী দিন বাঁচিবেন না তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। এমত অবস্থায় আমার বিবেচনায় আপনার কালবিলম্ব না করিয়া এখনই আত্ম-সমর্পণ করা উচিত। আর আপনি যদি তাহা করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে শশিবিলাসের মাতুল মহাশয়ের নিকট আপনার কাহিনী সবিস্তারে লিখিয়া পাঠান। তিনি অতি মহাশয় লোক; নিশ্চয়ই আপনাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।”

জানকীনাথের শেষোক্ত প্রস্তাবটী আমার মনে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ একখানি পত্রে আমার কারাবাস বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখিয়া রাজাবাহাদুরের নিকট ডাকে প্রেরণ করিলাম। আমি উত্তর প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম। কিন্তু তিন চারি দিন গত হইল কোন উত্তর আসিল না। ভাবিলাম রাজাবাহাদুর মহাশয় একজন সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রিয় ভাগিনেয়ের বিপক্ষে প্রেরিত আবেদন কেনই বা গ্রাহ্য করিবেন? এদিকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার শারীরিক অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, প্রত্যহ এইরূপ সমাচার পাইতে লাগিলাম। আমার হস্তখানি দগ্ধ হইয়া অবধি রীতি-মত চিকিৎসা না হওয়ায় ক্ষতস্থান শুষ্ক হয় নাই; তাহার উপর আবার প্রত্যহ একটু একটু জ্বর হইতেছিল। ইহাতেও আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল, আমার কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, অথচ আমি একবার তাহার অন্তিমকালে কাছে বসিয়া দুটা ভাগবত কথা শুনাইতে পাইলাম না, এই কষ্টে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরকে পত্র লেখার পর পাঁচদিন অতীত হইয়া গেল, অথচ কোন উত্তর আসিল না। সুতরাং উত্তর পাইবার আশা আমি এক-বারে ত্যাগ করিলাম। অদ্য জানকীনাথ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে

লীলাবতী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার এই প্রাচীন বয়সে শোকে অভিভূত হইলে আমার জীবনাশা থাকিবে না এই ভাবিয়া তিনি আমাকে বারংবার শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কুসু বলিল "বাবা! দিদি কি স্বর্গে গিয়াছে? চল আমরাও সেখানে যাই; সেখানে কেবল দেবতারা থাকেন, দুষ্ট লোকেরা থাকিতে পায় না, এখান কার লোকগুলা বড় দুষ্ট।"

জানকীনাথ বলিলেন "এক্ষণে যাহা হই বার তাহা হইয়াছে, লীলাবতী আর জীবিত নাই। আপনার এক্ষণে ক্রোধ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া শশিবিলাসের সহিত মিটমাট করা উচিত। যাহারা জীবিত আছে তাহাদের ত রক্ষা করিতে হইবে। আমি বলিলাম; "বন্ধু! আমার আর অভিমানও নাই ক্রোধও নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির ক্রোধ ও অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। আমার কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে এতদিন তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হই নাই; ক্রোধ বা অভিমান বশতঃ নহে। শশিবিলাসকে বলিবেন, তাহাকে আমি অন্তরের সহিত ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। এবং আমিও যদি তাহার নিকট কোনও দোষে অপরাধী হইয়া থাকি তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছি।

জানকীনাথ আমার কথা মত একখানি পত্র লিখিলে আমি তাহার নীচে দস্তখত করিয়া দিলাম। কৃষ্ণকমল পত্র খানি লইয়া শশিবিলাসের নিকট গেল, এবং অনেক কষ্টে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পত্রখানি তাঁহাকে দিয়া আসিল। শশিবিলাস পত্র পাইয়া কি বলিলেন জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণকমল বলিল, তিনি পত্র খানি পাঠ করিয়া বলিলেন, "এখন এ পত্র লেখা না লেখা সমান, তাহার জন্য আমার কোন কায আটকায় নাই। তিনি মামার নিকট আমার বিপক্ষে নালিশ করিয়াছেন, ভাল, দেখুন কি হয়। অতঃপর আমাকে তিনি যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কোন

পত্রাদি না লেখেন। তাঁহার যদি কোন বক্তব্য থাকে আমার উকীলকে লিখিবেন।” আমি বলিলাম “দেখিলে? শশিবিলাস কি প্রকৃতির লোক এখন বোধহয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। যাহা হউক তিনি আমার প্রতি যতই অত্যাচার করুন না কেন তিনি আমার আর কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শীঘ্রই যে মুক্তিধামে গমন করিব তদ্বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই। আমার অবর্ত্তমানে অবশ্য কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার নিরাশ্রয় পরিবার বর্গের ভরণ পোষণের উপায় করিবেন। আমার এই কথা শেষ হইতে না হইতে মহাব্যস্ত ভাবে গৃহিণী ক্রন্দন করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্যস্ফুরণ হইল না। আমি বলিলাম, “প্রিয়ে,তুমি শোকাকুলা হইয়া আর কেন আমার মর্ম্মযাতনা বৃদ্ধি কর। শান্তহও, যদিও একটী সন্তান হারাইয়াছ, অপর সন্তান গুলি তো জীবিত আছে তাহাদের লইয়া সুখী হও।”

“হায় আমার সুখ! দুরাত্মারা আবার আমার সাবিত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গেল! আমি কেমন করিয়া তাহাকে না দেখিয়া জীবন ধারণ করিব? এই কথা বলিয়া আমার সহধর্ম্মিণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

জানকীনাথ বলিলেন, “মাতঃ! সাবিত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?” তখন আমার গৃহিণী নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং চক্ষুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে ছিল, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। অনৈক কয়েদীর স্ত্রী এই ঘটনার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, “আমি, সাবিত্রী.এবং আপনার স্ত্রী আমরা কয়েক জন কলসী

লইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইতে ছিলাম। এমন সময়ে দেখি একখানা বুড়ী গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন লোক টপ্ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সাবিত্রীকে কোলে লইয়া কোচমানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল; কোচমান দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।" আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে ব্যক্তি শশিবিলাস কি না? তাহাতে তিনি বলিলেন "না।"

আমি বলিলাম,—"যথেষ্ট হইয়াছে, আমার দুঃখের এইবার চরম সীমা হইয়াছে। নূতন করিয়া দুঃখ দিবার আর কিছু নাই। রে পাষণ্ড! আমার দুইটী মাত্র কন্যা, তন্মধ্যে একটীকে জন্মের মত হারাইয়াছি। তাহারই শোক সম্বরণ করিতে না করিতে অপর একটীকে অপহরণ করিয়া লইলি! আহা! মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, এমন কন্যারত্ন আর হয় না।" আমাকে এরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আপনি ধৈর্য্য না ধরিলে কে আমাদের সান্ত্বনা করিবে। আপনার ভরসাই আমাদের ভরসা, আপনার সাহসেই আমাদের সাহস। আপনি কাতর হইলে এ বিপদের সময় আমরা কোথায় যাইব?"

আমার পুত্র তাহার মাতাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া বলিলেন "মাতঃ! আপনি অশ্রুসম্বরণ করুন। এই দেখুন দাদার পত্র পাইয়াছি। তাঁহার সুসংবাদে ক্ষণকালের নিমিত্তও এই ঘোর বিপদের সময় আমরা শান্তিলাভ করিব।" আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, কি বলিলে বৎস! আমার রামকমল ভাল আছে? তাহার মঙ্গল ত? আমাদের এই বিপদের সহানুবর্ত্তী তাহার অন্য কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত? কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন "না মহাশয়! ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার কোন বিপদ্ হয় নাই এবং তিনি শারীরিক ভাল আছেন অধিকন্তু তাঁহার

প্রভু সাহেব তাঁহার কার্য্যে তুষ্ট হইয়া শীঘ্র তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিবেন এরূপ আশা দিয়াছেন।" গৃহিণী বলিলেন "কৃষ্ণকমল তুমি ঠিক বলচ ত।" বাস্তবিক আমার ছেলে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছে ত ?" কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন, "হাঁ মাতঃ! এই তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পত্র দেখুন।" গৃহিণী বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম! ভগবানের অনুগ্রহে আমার পত্রখানি পথে মারা গিয়াছে।" পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন আমি সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি। আমি তাহাকে মধ্যে আমাদের দুরবস্থার কথা ও শশিবিলাসের অত্যাচারের কথা সমস্ত জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আরও লিখিয়াছিলাম যে, তুমি একবার দেশে আসিয়া দুরাত্মার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে। এখন ভগবানের ইচ্ছায় সে পত্রখানি মারা গিয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম "কি সর্ব্বনাশ! তুমি এমন দুষ্কর্ম্মও করিয়াছ! নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে তোমরা উভয়েই ঘোর বিপদ্-সাগর হইতে এ যাত্রা কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইলে। সেই পত্র একবার রামকমলের হস্তে পড়িলে কি আর রক্ষা থাকিত ? পিতা মাতাকে এ প্রকার নিগৃহীত দেখিলে কোন যুবা পুরুষ স্থির থাকিতে পারে ? হয়ত তখনই সে চাকুরীতে জবাব দিয়া বাটী আসিয়া শশিবিলাসের সহিত একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাইয়া ফেলিত! তাহার পরিণাম যে কি হইত, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহা হউক এখনও আমাদের প্রতি ভগবানের অপারদয়া। এই সকল দুরবস্থা-তেও তিনি পুত্রটীকে আমার নিঃসহায় পরিবারবর্গের একমাত্র আশ্রয়স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। আমার অবর্ত্তমানে সেই তোমাদের পালন ও রক্ষাকর্ত্তা হইবে। হা অদৃষ্ট! রে পুত্র! তোর দুইটী

ভগিনীর মধ্যে একটীও তোকে ভ্রাতা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে রহিল না।" এমন সময় কৃষ্ণকমল তাহার ভ্রাতার পত্রখানি পাড়তে আরম্ভ করিলেন।

"শত সহস্র প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

পিতঃ! আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অবধি আমি শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দে আছি। যখনই আমি কার্য্য হইতে অবসর পাই তখনই বাটীতে আমাদের ক্ষুদ্র পরিবার আপনার চতুর্দ্দিকে বসিয়া আপনার নিকট সন্ধ্যার সময় পুরাণ কথা শুনিতেছে সেই চিত্রটী আমার মনে পড়ে। আমি সে চিত্র কখনই ভুলিব না। উহা আমার হৃদয়পটে গভীর ভাবে অঙ্কিত। আমি কল্পনা চক্ষে বেশ দেখিতেছি যে, আমার এই পত্রখানি আপনি পাঠ করিতেছেন, এবং মাতা ঠাকুরাণী এবং ভ্রাতাও ভগিনীগণ অতীব মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা শুনিতেছেন।

আমার মুনীব সাহেব আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন এবং এখানকার অনেকেই আমার যথেষ্ট সম্মান করেন। আমাদের আফিস শিমলাতে উঠিয়া যাইবার কথা ছিল; কিন্তু তাহা এক্ষণে স্থগিদ রহিল। দুঃখের বিষয় আমার বন্ধুবান্ধবগণ কেহ আমাকে একখানিও পত্র লেখেন নাই। আমি তাঁহাদের ভুলি নাই, কিন্তু তাঁহারা আমাকে ভুলিয়াছেন। এমন কি লীলাবতী ও সাবিত্রী আমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিবে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও এ পর্য্যন্ত একখানিও পত্র লেখে নাই। তাহাদের বলিবেন, আমি তাহাদের উপর বড়ই রাগ করিয়াছি। সত্য সত্যই

আমি তাহাদের উপর রাগ করিব মনে করিতেছি, কিন্তু আমার মনে কেবল তাহাদের প্রতি ভালবাসাই আসিতেছে। মাতাঠাকু-রাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন ইতি—

সেবক শ্রীরামকমল শর্ম্মা।

পাঠ সমাপ্ত হইলে আমি বলিয়া উঠিলাম, "হা ভগবান্ তোমার কি অপার করুণা। এই বিপত্তিতেও আমার পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ একটীকেও সুখী করিয়াছ! আমরা যে এত কষ্টভোগ করিতেছি, সমস্তই আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। তজ্জন্য শোক করা বৃথা! রাম-কমল এক্ষণে তাহার বৃদ্ধপিতামাতার ও নাবালক ভ্রাতৃগণের একমাত্র সম্বল ও অভিভাবক হইয়া যাহাতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন, ভগ-বানের নিকট ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।" আমি এই কথা বলিতে না বলিতে কারাগৃহের নিম্ন হইতে একটা কোলাহল শুনিতে পাইলাম; পরক্ষণেই উহা নিস্তব্ধ হইল ও শৃঙ্খলের ঝন্ ঝন্ শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। দেখিলাম আমার গৃহের সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্তাক্ত কলেবর একটী যুবককে কয়েকজন প্রহরী ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। হতভাগাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। কয়েদী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আমি চমকাইয়া উঠিলাম; দেখিলাম, সে আর কেহ নহে—আমার বিদেশগত পুত্র রামকমল!

"রামকমল! রামকমল! বৎস তোমার এই দুর্দ্দশা! এই কি তোমার সুখে থাকা? এতদিন পরে তুমি কি এই অবস্থায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে! হা অদৃষ্ট! প্রাণ বহির্গত হও; আমার জীবনে আর কাজ নাই।"

পুত্র বলিলেন, "পিতঃ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমার জন্য আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মহারা হওয়া উচিত নয়। আমি নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত, নিশ্চয় আমার ফাঁসী হইবে ইহা জানিয়া আপনি হৃদয়কে দৃঢ় করুন।"

আমি হৃদয়ের আক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য শান্ত হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইবার উপক্রম হইল। বোধ হইল যেন হৃদয় ফাটিয়া দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমি বলিলাম, "বৎস! যে মুহূর্ত্তে তোমার পত্র পাইয়া আমরা সকলে আনন্দানুভব করিতেছিলাম ঠিক সেই সময়েই তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব বল দেখি? তুমি যুবা পুরুষ; তুমি কিয়ৎপরিমাণে দুঃখ সহ্য করিতে পার, কিন্তু আমি এই বৃদ্ধাবস্থায় কেমন করিয়া এদুঃসহ শোক সহ্য করিব? বৎস! আমার বিশ্বাস যে তুমি কখনই এমন কোন অপরাধ কর নাই যাহাতে তোমার ফাঁসী হইতে পারে। যাহাতে আমাকে সমাজে লজ্জা পাইতে হয় আমার পুত্রের দ্বারা এমন কোন কুকার্য্য কখনই সম্ভবে না।

পুত্র উত্তর করিলেন "পিতঃ! আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি! চাকরি স্থানে থাকা কালীন যখন আমার মাতার পত্র পাইলাম, ক্রোধে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পান্বিত হইয়া উঠিল। পাষণ্ডকে উচিত শাস্তি দিবার জন্য তখনই কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমার মুনিব সাহেবের নিকট স্বদেশে যাইব বলিয়া সাত দিনের ছুটীর প্রার্থনা করিলাম। ছুটী মঞ্জুর হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রেলে চড়িলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই দুরাত্মার বাটীতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তাহার কুকার্য্য

সকলের জন্ত তাহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলাম। দুরাত্মা তাহাতে লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার দ্বারবান্‌কে আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার হুকুম দিল। আমি এই অপমান সহ্ করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পাপিষ্টের মুখে চারি পাঁচটা ঘুষি মারিলাম। তাহাতে তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচ জন লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া পুলিশে লইয়া গেল। আমি তাহাদের মুনিব শশিবিলাস বাবুকে হত্যা করা উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করিয়াছি এবং ঐ সকল লোক আমাকে নিরস্ত করিতে যাওয়ায় আমি তাহাদের মধ্যে এক জনকে সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়াছি, এইরূপ অভিযোগ আমার উপর আনিয়াছে। প্রমাণ সমস্তই আমার বিপক্ষে সুতরাং নিশ্চয়ই আমার প্রাণদণ্ড অথবা দ্বীপান্তর আদেশ হইবে। আপনাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে দেখিলে আমিও আমার মনকে অবশ্যম্ভাবি ঘটনার জন্ত প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব।”

এই সময়ে অন্যান্ত কয়েদীগণ আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সকলেই সজল নয়নে আমাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ছিল। আমি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলাম; “বৎসগণ! এই সংসার দুঃখে পরিপূর্ণ এবং এই দেহের বিনাশ নিশ্চিত। জীবগণ জন্ম জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মফল লইয়া এই সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ঐ সকল কর্ম্মফল সংস্কাররূপে জীবের আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে। আমাদের শরীরে যখন কোন পীড়া হয়, ভিষকগণ উক্ত পীড়ার কোন না কোন একটা মূল কারণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কখনও বা তাহা যথার্থ রূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হন, কখনও বা সম্পূর্ণ অপারক

হন; কিন্তু অপায়ক হন বলিয়া উক্ত পীড়ার কোন কারণ নাই বলিয়া স্বীকার করেন না। তদ্রূপ নিত্য আমাদের জীবনে যে বহুবিধ সুখ দুঃখ ভোগ হয়, তাহার কারণ আমাদেরই কৃত কার্য্য সকল। কৃত কার্য্যের ফলাফল কখনও বা ইহ জীবনেই ফলে, কখনও বা পর জন্মে কার্য্যকারী হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা অনেক সময়ে ইহজন্মের কোন্ কোন্ কার্য্য হইতে কোন্ কোন্ ফল উৎপন্ন হইল, তাহা অনেক সময় অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু মূঢ়েরা তাহা করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। যে সকল মহাত্মারা তপস্যাদি দ্বারা ইহ জন্মে নূতন কর্ম্ম ফল সৃষ্টি হইতে দেন নাই এবং ভোগাদি দ্বারা যাহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল সকল নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই জীবনের ভোগ পরম্পরার কারণ সকল অবগত হইয়া সুখে দুঃখে অভিভূত না হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকেন। ইহ জন্মের অথবা জন্মান্তরের অর্জিত কর্ম্ম দ্বারা যে সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে অভিভূত হইয়া নূতন কর্ম্মফলের সৃজন করা কদাচ উচিত নহে। ইহাতে উপস্থিত সুখদুঃখের লাঘব না হইয়া বরং ভবিষ্যতে অধিক তর সুখ দুঃখের কারণ সমূহের সৃষ্টি করা হয় মাত্র। সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের দৃশ্যতঃ বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হইলেও বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সুখ, দুঃখ আনয়ন ও করে এবং দুঃখও সুখ আনয়ন করে। উভয়ই মনের এক প্রকার অবস্থা মাত্র। অভ্যাস দ্বারা দুঃখও সুখ হয় এবং সুখও দুঃখ হয়। যাহা এক ব্যক্তির পক্ষে সুখকর অন্যের পক্ষে তাহা দুঃখজনক; আবার যাহা এক ব্যক্তির পক্ষে দুঃখজনক অন্যের পক্ষে তাহা সুখজনক। ভোক্তার মনের অবস্থা অনুসারে একই বিষয়ে কখনও সুখ কখনও দুঃখ বলিয়া অনুভব হয়। ভগবান বলিয়াছেন—

"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুখঃদাঃ"

আমি শাস্ত্রানুমোদিত বাক্যের বিচার করিয়া এই বর্ত্তমান দুরবস্থাতে শান্তি অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরাও আমার জন্য দুঃখ করিও না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যে মূঢ়বুদ্ধি আমাদের অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিতেছে, তাহার সুমতি হউক। কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী; ইহ জন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক এক দিন না একদিন তাহাকে দুর্ব্বিষহ কষ্টে পতিত হইতে হইবে এই ভাবিয়া আমি তাহার জন্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আমার বক্তৃতা শেষ হইলে কয়েদিগণ আপন অপন স্থানে চলিয়া গেল এবং প্রহরী আমার শৃঙ্খলাবদ্ধ পুত্রকে অন্য এক ঘরে লইয়া গেল। আমি বিশ্রাম লাভার্থ শয়ন করিলাম। একটু পরেই জানকীনাথ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আপনার অপহৃতা কন্যা সাবি-ত্রীকে পাওয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই কৃষ্ণকমল দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, যজ্ঞেশ্বর বাবু সাবিত্রীকে লইয়া আপনার কাছে আসিতেছেন। এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সাবিত্রী আসিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে উপবেশন করিল। সাবিত্রীর মাতা বারংবার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরে আমি তাহাকে ক্রোড়ে লইলাম। সাবিত্রীকে পাইয়া আমরা আনন্দে এতই মত্ত হইয়াছিলাম যে যজ্ঞেশ্বর সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা দেখিতে পাই নাই।

তুমি সাবিত্রীকে গ্রহণ কর। সাবিত্রী রত্নবিশেষ—উজ্জ্বল কাচখণ্ড নহে—হীরকখণ্ড!

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন "মহাশয়! আমার অবস্থাত জানেন, আমার এরূপ সংস্থান নাই যে বিবাহ করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে পারি।"

আমি বলিলাম "যজ্ঞেশ্বর! যদি তুমি সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এরূপ বল, তাহা হইলে আমার আর কিছু বলিবার নাই। আর প্রকৃতই অর্থাভাব যদি তোমার বিবাহ না করিবার কারণ হয়, তাহা হইলে আমি বলিতেছি যদি আমি লক্ষপতি হইতাম তাহা হইলেও এই দরিদ্র যজ্ঞেশ্বরকেই আমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিতাম।"

যখন যজ্ঞেশ্বর এ কথার কোন উত্তর করিলেন না, তখন বুঝিলাম যে সাবিত্রীকে বিবাহ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলাম।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, "আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।" এই বলিয়া যজ্ঞেশ্বর উঠিয়া গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন চারি জন লোক লুচি, কচুরী ও নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া প্রবেশ করিল। যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, অদ্য আমি আপনাদের কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলেই সকলে আহার করা যায়। আমি ইহাতে কোন আপত্তি করিলাম না, বরং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জানকীনাথকে আমাদের সহিত একত্র আহার করিবার জন্য আহ্বান করিতে বলিলাম। প্রহরী জানকীনাথকে কে সংবাদ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিল যে, কারাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত আমার পুত্রের এখানে আসি-

বার উপায় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার পুত্রের নাম কি—রামকমল? আমি বলিলাম—হাঁ। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া কি লিখিয়া প্রহরীর হস্তে দিলেন। একটু পরেই হাতকড়ির শৃঙ্খলের ঝঞ্চন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ—রামকমল আসিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সাবিত্রী তাহার দাদাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলাম।

আমি দেখিলাম রামকমল বিস্মিত ও সসম্ভ্রমনেত্রে বারংবার যজ্ঞেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "বৎস! যদিও আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে, তথাপি ভগবানের কৃপালাভে আমরা একবারে বঞ্চিত নহি। তোমার ভগিনীকে জন্মের মত হারাইয়া ছিলাম, কিন্তু অদ্য যজ্ঞেশ্বরের অনুগ্রহে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। তাহার উদ্ধারকর্ত্তা যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার কর; ইঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।"

পুত্র আমার কথায় মনোনিবেশ করিলেন না বলিয়া বোধ হইল। তিনি যজ্ঞেশ্বরের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ না করিয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে সাবিত্রী বলিল "দাদা, আপনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর সহিত কথা কহিতেছেন না কেন উঁহা অপেক্ষা আমাদের হিতকারী আর কেহই নাই।"

যুবা তথাপি নির্ব্বাক্ হইয়া বিস্মিত ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রামকমল তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে জানিয়া যজ্ঞেশ্বর স্বীয় পদোপযুক্ত ও স্বভাব-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। যজ্ঞেশ্বরের তৎকালীন সেই মহানুভব-

মূর্ত্তি পূর্ব্বে আমার কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রামকমল ভয়-বিহ্বল-চিত্তে ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে যজ্ঞেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "রে অবিমৃষ্যকারী বালক! একদিন আমি তোমাকে যে অপরাধের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলাম, পুনরায় তুমি তাহাই করিয়াছ এবং তাহার ফলস্বরূপ এক্ষণে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছ।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "হুজুর একটী বাবু—কোন বড় মানুষের ছেলে বলিয়া বোধহয়—জুড়ি হইতে নামিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন ও দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন।' যজ্ঞেশ্বর উত্তর করিলেন "তাহাকে বল এক্ষণে সাক্ষাৎ হইবে না, আমার যখন সময় হইবে তাহাকে সংবাদ দিব।" যজ্ঞেশ্বর তখন পুনরায় আমার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে তোমার জীবনের প্রতি মমতা নাই বলিয়া অপরের জীবন লইতে তুমি অধিকারী? যাহারা ক্রোধের বশীভূত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া মারামারি করে, তাহাদের পক্ষে নরহত্যা করা কখনই অসম্ভব নহে।"

আমি বলিলাম "মহাশয়! আপনি যিনিই হউন, আমার বিবেকহীন পুত্রকে ক্ষমা করুন; কারণ উঁহার নির্ব্বোধ মাতার প্ররোচনাতেই উনি ঐ কুকার্য্য করিয়াছেন। তিনিই উহাকে তাঁহার নির্যাতনকারী দুরাত্মাকে শাস্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র এই দেখুন।"

তিনি পত্রখানি হস্তে লইয়া ত্রস্তভাবে উহাপাঠ করিলেন এবং বলিলেন, এজন্ত আমি উহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে পারিনা। তবে এবারকার মত ক্ষমা করিবার উপযুক্ত বোধ করি। যজ্ঞেশ্বর সদয় ভাবে আমার পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "যুবক তুমি আমাকে

এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ দেখিতেছি, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমি অনেক সময় স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কারাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি, কিন্তু এবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমার কোন শ্রদ্ধাস্পদ সুযোগ্য বন্ধুর প্রতি কোনরূপ অবিচার না হয়, তাহাই দেখিবার জন্য আসিয়াছি। আমি অনেক বার সেই বন্ধুর সৌজন্যময় আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অলক্ষিত ভাবে তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আমার ভাগিনেয় শশিবিলাস, আমি এখানে আসিব জানিতে পারিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। এক পক্ষের কথা শুনিয়া আমি এখন কোনও মতামত প্রকাশ করিব না। আপনাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে শশিবিলাস কতদূর লিপ্ত আছে, তাহার সমক্ষেই তাহার প্রমাণ গ্রহণ করা যাইবে।

এক্ষণে আমরা জানিলাম যে, যাহাকে পরোপকারী বিকৃতমস্তিক ও সরলস্বভাব যজ্ঞেশ্বর বলিয়া জানিতাম তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং রাজা বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা মহাশয় রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানিত, অতুলধনের অধিপতি এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা ও যশোগান করিয়া থাকে। আমার কনিষ্ঠা কন্যা যজ্ঞেশ্বরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল; এক্ষণে তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইল।

এমন সময় আমার স্ত্রী ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? আমি না জানিয়া আপনাকে অনেক সময় নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছি আমার ভয় হইতেছে, পাছে আপনি এতদিন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।"

রাজাবাহাদুর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় আমি তাহা ভুলি

নাই, তবে তজ্জন্য আপনার উপর আমার কোন ক্রোধ হইতে পারেনা; কারণ আপনি যেমন অনেক সময় বিদ্রূপ করিতেন আমিও তখনি তাহার উচিত জবাব দিতাম; সুতরাং উহা তখনই এক প্রকার শোধবোধ হইয়া যাইত। বরং সময়ে সময়ে আমি কিছু বেশী চাপান দিতাম তাহাতে আমার দিকে কিছু ফাজিল থাকিতে পারে। এক্ষণে যে দুরাত্মা সাবিত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারই বিষয় ভাবিতেছি। সাবিত্রী তুমি বলিতে পার তার চেহারাটা কেমন? তাহাকে দেখিলে এখন চিনিতে পারিবে?"

সাবিত্রী বলিল" মহাশয়,ঠিক বলিতে পারিনা; তবে তাহার কপালে একটা বড় কাটা দাগ আছে, তাহা আমার স্মরণ আছে। এমন সময় জানকীনাথ বাধা দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা বলদেখি তাহার মস্তকের চুল কটা কি না?" "হাঁ—তাহাই বটে।" জানকীনাথ পুনরায় রাজাবাহাদুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "হুজুর, তাহার পা দুইটার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি? খুব লম্বা লম্বা বটে কিনা?"

রাজা বাহাদুর উত্তর করিলেন, "আমি তাহার পায়ের দৈর্ঘ্যের মাপ লইনাই বটে, তবে সে ব্যক্তি যে দ্রুতগমন করিতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি অল্প লোকেই আমার ন্যায় দ্রুতগমন করিতে পারে, তথাপি আমি তাহাকে ধরিতে পারি নাই।" জানকীনাথ বলিয়া উঠিলেন "হুজুর আর বলিতে হইবে না, আমি তাহাকে চিনিয়াছি। সে ব্যক্তি রঘু চৌকিদার ভিন্ন আর কেহই নহে। বেটা দিন কতক পোষ্টাপিষে ডাক-বাহকের কার্য্য করে। একবার একটা রেজেষ্টারী পার্শেল চুরী করায় ছয় মাস মেয়াদ হয়। আপনি যদি একজন চতুর লোক দেন আমি তাহাকে এখনই ধরিয়া দিতে পারি।"

রাজা বাহাদুর কারাগারের জনৈক প্রহরীকে বলিলেন, "দেখ, ফটকের সন্নিকটে আমার দ্বারবান অপেক্ষা করিতেছে তুমি তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" একটু পরেই দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিয়া দাড়াইল। রাজা বাহাদুর জানকীনাথকে বলিলেন, "দেখ, এই লোকটী বিশেষ কার্য্যপটু ইহাকে যাহা বলিতে হয় বলিয়া দাও। ইহাদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া পুনরায় রাজাবাহাদুর মহাশয়কে সংবাদ দিল যে, শশিবিলাস বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম অনেক ক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা বাহাদুর বলিলেন "আচ্ছা, তাহাকে লইয়া আইস।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শশিবিলাস প্রফুল্লবদনে তাহার মাতুলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার মাতুল বলিলেন "যাও, আর অতি-ভক্তি দেখাইতে হইবে না। তোমার বদমাইসী সব প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বল দেখি, কি জন্ত তুমি এই ভদ্রলোকটীর প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছ? উঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অতিথি-সংকারের উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ উঁহার যুবতী কন্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছ। পরে দুষ্টামী করিয়া উঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ। তাহাতেও তোমার তৃপ্তি না হইয়া যখন উহার পুত্র তোমার অশেষবিধ পাপকার্য্যের জন্ত তোমাকে ভর্ৎসনা করিতে আইসে, তুমি তাহাকে কৌশল ক্রমে পুলিশের হস্তে দিয়াছ ও ফৌজদারীতে অভিযোগ করিয়াছ।"

শশিবিলাস বলিলেন "মাতুল! আপনি বারংবার আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাহারও সহিত মারামারী বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিও না; নিজহস্তে কখনও আইনের ব্যবহার করিও না, সুতরাং আমি আপনার উপদেশ মতই উঁহার পুত্রকে পুলিশের হস্তে দিয়াছি। উঁনি চড়াও হইয়া আমার বাটীতে আসিয়া আমার সহিত দাঙ্গা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।"

রাজাবাহাদুর বলিলেন। "ভাল! এবিষয়ে আমি তোমাকে ততদোষ দিই না, বরং ইহাতে তোমার প্রশংসাই করিতেছি।" শশিবিলাস অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে অপর যে বিষয়গুলি বলিলেন তাহাতে ও আমার কোন দোষ নাই বুঝিতে পারিবেন। আমি যখন ইহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতাম আমার কোন বন্ধুর ভগিনী কাটোয়ায় মদনমোহন দর্শন জন্য যাইতে ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মদনমোহন মূর্ত্তির গঠন সৌন্দর্য্য ও ভাব অতীব মনোহর এবং ভক্তগণের পরম প্রীতি জনক শুনিয়া তাহার সহিত কাটোয়া যাইয়া মদনমোহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তাহার নির্ব্বন্ধ অবহেলা করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে মদনমোহন দর্শন করাইতে একবার কাটোয়ায় লইয়া যাই। অবশ্য তাহার পিতার অনুমতি লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু 'পিতা কদাচ অনুমতি দিবেন না, আমাকে গোপনে লইয়া চল' বারংবার এই কথা বলায় আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইহাতেই আমার যাহাকিছু অপরাধ হইয়াছে এবং এই ঘটনা হইতেই দুষ্ট লোকে রটনা করিয়াছে যে আমি উঁহার কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছি। আমি একদিন প্রকৃত ঘটনা কি বলিবার জন্য উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি; কিন্তু আমি কিছু বলিবার পুর্ব্বেই উনি ক্রোধে

অধীর হইয়া অকারণে আমাকে কতকগুলি অপমান সূচক কথা বলিলেন। উঁহাকে কারাগার প্রেরণ করা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে উঁহার নিকট প্রাপ্য বাকী খাজনা ও কর্জ্জ টাকা বারংবার তলব তাগাদা সত্বেও না দেওয়ায় উকিলের নিকট হিসাব পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অবশ্য, উকিল বাবু ঐ টাকা আদায়ের জন্ম আইন সঙ্গত যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছেন।"

রাজাবাহাদুর বলিলেন "ভাল! তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার বিশেষ দোষ দেখিতেছি না, এবং তোমার উক্ত কার্য্য প্রশংসাযোগ্য না হইলেও নিন্দনীয় বলা যায় না।"

শশিবিলাস উত্তর করিলেন, "আমি যাহা বলিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার একটী কথারও প্রতিবাদ করুন দেখি।" বাস্তবিক আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না, সুতরাং আমি চুপ করিয়া রহিলাম। শশিবিলাস আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "যাহা হউক, এক্ষণে আমি অপবাদ হইতে খালাস হইলাম; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর আমার অন্য কোন কারণে রাগ নাই, তবে তিনি যে আপনার নিকট আমাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আমি কথনই ভুলিব না। আবার উঁহার পুত্রের ব্যবহার দেখুন! অকারণে আমার সহিত কলহ করিয়া আমাকে আহত করিয়াছিলেন। এসকল দুষ্কার্য্যের প্রতিবিধান না করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এই জন্য কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি উঁহাকে পুলিশের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছি।"

গৃহিণী ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পিশাচ এখনও কি তোর

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আমাদের নানা প্রকারে নির্যাতন করিয়াও কি তোর যথেষ্ট হয়নাই, তাই ছেলেটীর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস!

রাজা বাহাদুর গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি দেখিয়া বলিলেন "ঠাকুরাণী, স্থির হউন, আপনার পুত্র একবারে নির্দ্দোষ নহেন তাহাত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন অবশ্য তাহার উপযুক্ত ফল পাইবেন।"

এই সময়ে জানকীনাথ ও জনৈক প্রহরী দীর্ঘাকৃতি ভদ্রবেশধারী এক ব্যক্তিকে ধরিয়া টানিতে টানিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জানকীনাথ বলিলেন "এই লউন মহাশয়, রঘু চৌকীদারকে লউন, আপনার ভাগিনেয়ের কল্যাণে এক্ষণে পিরান ও জুতা পরিয়া 'বাবু রঘুনাথ দাস' হইয়াছেন। বেটা একবার জেলখানার ফেরতা জেলখানাই ইহার উপযুক্ত স্থান।"

রঘু চৌকীদারকে দেখিয়াই শশিবিলাসের মুখ শুকাইয়া গেল। জানকীনাথ শশিবিলাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি মহাশয়, আপনার পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে কি লজ্জা বোধ হইতেছে! বড় লোকের নিয়মই এইরূপ। যাহা হউক আমরা আপনাকে ভুলিতেছি না।"

এই কথা বলিয়া জানকীনাথ রাজা বাহাদুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন; "মহাশয়, রঘু আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়াছে। রঘু এখন যে ধুতি ও পিরান পরিয়া আছে, তাহা শশিবিলাস বাবুরই প্রদত্ত। যে গাড়িতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল ঐ গাড়ি শশিবিলাস বাবুই উহাকে দিয়াছেন। এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে উনি বল পুর্ব্বক অপহরণ

করিয়া ঐ গাড়ীতে লইয়া যাইবেন এবং পথে ঐ বালিকার উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিবার ভান করিবেন; এমন সময় শশিবিলাস বাবু যেন দৈব ক্রমে সেইখানে উপস্থিত হইয়া পড়িবেন এবং উহার সহিত অনেক মারামারির পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাকে উহার হাত হইতে উদ্ধার করিবেন। পরে ঐ গাড়িতে করিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাইয়া, বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া কোন ক্রমে তাহার কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ ভাজন হইবার চেষ্টা করিবেন; পরিশেষে কৌশলে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন।”

“উঃ! কি ভয়ানক শঠতা! এতদিন আমি দুগ্ধ খাওয়াইয়া সর্প-শিশুকে পোষণ করিয়াছি! উনি আবার আমার নিকট সমাজ-বিশৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা বলেন। ভাল তাহাই হইবে; আমি এক্ষণে আমার কর্ত্তব্যানুসারেই কার্য্য করিব।

শশিবিলাস এক্ষণে তাহার মাতুলের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন যে, তিনি যেন এই সকল নীচ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজের ভৃত্যবর্গের এজেহার গ্রহণ করেন।

“তোমার চাকর! যেমন গুরু, শিষ্য তদনুরূপই হইয়া থাকে। আচ্ছা দেখা যাউক উহারাই বা কি বলে” এই কথা বলিয়া রাজা বাহাদুর তাহার পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! মিথ্যা বলিও না, আমার সমক্ষে ঠিক যাহা জান তাহা বল।”

ঠাকুর দেখিল, তাহার প্রভুর বিদ্যা বুদ্ধি ত সব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তবে আর কেন মিথ্যা বলিয়া রাজা বাহাদুরের ক্রোধ-ভাজন হই। সুতরাং ঠাকুর বলিল “হুজুর আমারই প্রতি গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের প্রলোভন দেখাইয়া আনিবার ভার ছিল। বাবুকে আমি কতবার সুন্দরী গৃহস্থ কন্যা সকল উপভোগের জন্য আনিয়া দিয়াছি।

যদিও একাজ আমার ভাল লাগিত না, কিন্তু বাবু আমাকে এজন্য বেশ দশ টাকা দিতেন এবং ঐ টাকার লোভে আমি ঐ সকল পাপ-কার্য্য করিয়াছি। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার ব্যাপারে জানকী-নাথও ছিলেন,উনিও সব জানেন। এই কথা শুনিয়া রাজাবাহাদুর বলিলেন "জানকীনাথ, তুমিই কি তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলে ?"

"না হুজুর, ও কার্য্যটার ভার বাবু নিজেই লইয়াছিলেন। মেয়ে-টীকে বাবু বিবাহ করিবেন, কিন্তু ঐ বিবাহ এক্ষণে কিছু দিন গোপনে থাকিবে এই প্রলোভন দেখাইয়া আনিয়াছিলেন। মেয়েটী সতীলক্ষ্মী, কিছুতেই বাবুর কুৎসিত প্রস্তাবে সম্মত হইল না। শেষে বাবু পুরোহিত ডাকিয়া শালগ্রামের সম্মুখে উহাকে বিবাহ করিলেন। শেষে প্রকাশ করিলেন যে, শালগ্রামের পরিবর্ত্তে একটা পাথরের নুড়ি আনা হইয়াছিল ও একটা গোয়ালা পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিল।"

রাজা বাহাদুর বলিলেন "উঃ! কি ভয়ানক! এক্ষণে দেখিতেছি যে, উহার কুকার্য্যের আর অবধি নাই। নীচাশয় কেবল মাত্র নিজ কদভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এই নিরীহ গৃহস্থের উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিয়াছে। প্রহরী! কারাধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাও যে আমি এই ব্রাহ্মণের পুত্রের জামিন হইব, যাহাতে সত্বর উহাকে হাজত হইতে খালাস দেওয়া হয় তাহার উপায় করেন,ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও জানকীনাথ যে ঋণদায়ে অবরুদ্ধ হইয়াছে ঐ ঋণ আমি পরিশোধ করিতেছি, উহাদের এখনই খালাস দেওয়া হউক।"প্রহরী তৎক্ষণাৎ কারাধ্যক্ষকে সংবাদ দিতে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কারাধ্যক্ষ মহাশয় স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জানকীনাথকে তৎক্ষণাৎ খালাস দিলেন এবং রামকমলকে জামিনে খালাস দিবার জন্য বিচারপতির নিকট সংবাদ পাঠান হইয়াছে বলিয়া গেলেন।

রাজা বাহাদুর বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আসুন আমরা এক্ষণে এখান হইতে প্রস্থান করি। এই গ্রামের নিকটেই আমার একটী বাগানবাড়ী আছে, অদ্য আমরা সকলে সেইখানে বিশ্রাম করিব।" শশিবিলাসকে বলিলেন তুমিও সেইখানে যাইবে, সেখানে তোমার অপরাধের ভাল রূপ তদন্ত করিব, এবং তোমার নির্দ্দোষতার কি প্রমাণ আছে তাহাও শুনিব।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যজ্ঞেশ্বর এবং আমার পরিবারবর্গ সকলে সেই বাগান বাটীতেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজা বাহাদুর মহাশয় আমাদের আহারের সমুদায় আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আহারাদির পর তিনি আমাদের সকলকে তাঁহার সম্মুখে ডাকাইলেন; শশিবিলাসও সেখানে আনীত হইলেন। রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলাবতী কোথায়? তাহার মুখে আমি সমুদয় ঘটনা শুনিতে চাই।"

"হা আমার দুরদৃষ্ট!" আমি কেবল মাত্র এই কথা বলিয়াছি, এমন সময় দেখি, হরিহর তাহার কন্যা সরলার হাত ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হরিহরকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখানে হঠাৎ কেমন করিয়া আসিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সরলাকে লইয়া উহার মাতুলালয়ে যাইতেছিলাম। আপনি বোধ হয় শুনেন নাই যে, শশিবিলাসের সহিত সরলার বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং রাজাবাহাদুর তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। বিবাহ সরলার মাতুলালয়ে হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, কারণ উহার মাতুলানী সরলাকে স্বয়ং সম্প্রদান করিবেন বলিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পাল্‌কীর বেহারা-গণ ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে পাল্‌কী নামাইয়াছিল। আমি পাল্‌কী হইতে আপনার পুত্র দুইটীকে খেলা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পিতা কোথায়? তাহারা এই বাটী দেখাইয়া দিল। আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছি, এমন সময়ে সরলা আমার সহিত আসিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল, এজন্য তাহাকে ও সঙ্গে লইয়া আসিলাম। অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! সকল আত্মীয়ই এই স্থানে উপস্থিত। বিশেষতঃ রাজা বাহাদুর মহাশয় এবং শশিবিলাস বাবুকে যে এখানে দেখিব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে এস্থানে, আপনাদিগের শুভাগমন হইল?"

সংক্ষেপে সকল কথা তাঁহাকে জানাইলাম, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সেকি! সেদিন শশিবিলাসবাবুকে আপনাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে আপনারা সকলে কুশলে আছেন, এবং আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে চাকরি করিতে গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "সে কি মহাশয়! ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।" এমন সময় রামকমল ভদ্রজনোচিত সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ

পরিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামকমল এক্ষণে জামিনে খালাস পাইয়াছে। সরলা রামকমলকে দেখিবামাত্র লজ্জাবনতমুখী হইল এবং রামকমলও সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামকমল হরিহরকে প্রণাম করিয়া সরলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "সরলা ভাল আছো ? বাল্যকাল হইতে তোমাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা। আমি যখন পশ্চিমে ছিলাম, যেমন আমার ছোট ভ্রাতা ভগিনীদের স্মরণ করিতাম, তোমাদেরও সেইরূপ স্মরণ করিতাম।" সরলা কোন উত্তর না দিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

রাজাবাহাদুর বলিলেন, "হরিহরবাবু, আমার ভাগিনেয় শশিবিলাসের সহিত আপনার কন্সার বিবাহ যে অনুমোদন করিয়াছিলাম, উহা এক্ষণে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আপনার কন্সার অন্যত্র সম্বন্ধ করুন। শশিবিলাসের যেরূপ চরিত্র, তাহাতে সরলার সহিত তাহার বিবাহ হওয়া কখনই উচিত নহে।"

শশিবিলাস এই কথা শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না; একবারে নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল "বুঝাগেছে, আপনাদের নিকট আমার কোন সুবিচারের আশা নাই!" রাজাবাহাদুরকে উল্লেখ করিয়া "আমি আর আপনার তোয়াক্কা রাখিনা, হরিহর বাবু তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির কতকাংশ তাঁহার কন্সার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ সেদিন আমাকে দান করিয়াছেন। সুবন্দোবস্তই হইয়াছে! যদি আমার সহিত কন্সার বিবাহ না দেন, তাহা হইলেও দানপত্র অনুসারে সেই সমস্ত সম্পত্তি আমার হইবে।"

আমি দেখিলাম, এ বিষম ব্যাপার বটে! হরিহর বলিলেন,"যদি আমার

সমস্ত সম্পত্তি যায়, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও ভাল, তবু তোমার ন্যায় পাষণ্ডের সহিত আমি কদাচ কন্যার বিবাহ দিব না। রামকমলের সহিত সরলার বিবাহ দিব। কেমন রামকমল, তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা? ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি বলেন?" আমি বলিলাম, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, দেখুন একবার আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। দৈবযোগে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে।" রামকমল একবারে হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

রাজাবাহাদুর বলিলেন, "তাইত হরিহর বাবু—আপনার বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থ বেহাত হইয়া গেল।" হরিহর ববিলেন, "তাহাতে আমি দুঃখিত নাই, আমার এখনও যাহা আছে তাহা উহাদের উভয়ের ভরণপোষণার্থ যথেষ্ট হইবে।"

জানকীনাথ বলিলেন ভাল মহাশয়! আপনাদের দলিলে এমন কোন উল্লেখ আছে যে শশিবিলাস বাবুর এই প্রথম বিবাহ এবং পূর্ব্বে তিনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ করেন নাই।" হরিহর উত্তর করিলেন, "নিশ্চয় ঐরূপ লেখা আছে, কারণ আমি যখন দান পত্রের মুসবিধা আমার উকীলকে দেখাই তিনি অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐরূপ একটা কথা লিখিয়া দিয়াছেন।" জানকীনাথ বলিলেন "তবে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যান, শশিবিলাসের পাকা কাঁটাল এক্ষণে গাছে, উনি বসিয়া গোঁফে তৈল মর্দ্দন করুন।"

এই কথা শুনিয়া শশিবিলাস ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "জানকীনাথ, সাবধান হইয়া কথা কহিবে নচেৎ, ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে। তুমি কি বলিতে চাও যে আমি বিবাহ করিয়াছি?"

"আজ্ঞা হাঁ; যদি আপনার স্ত্রীকে এখানে আনাইয়া দিতে পারি আপনি

আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।" এই কথা বলিয়া জানকীনাথ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজাবাহাদুর বলিলেন "এ আবার জানকীনাথের কি তামাসা। হয় ত ইহার ভিতর কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব থাকিতে পারে, বাবাজীর অসাধ্য কিছুই নাই।" আমি বলিলাম "শশিবিলাস চাতুরী করিয়া অনেক কুলাঙ্গনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাতে,তাহাদের মধ্যে যে কেহ উহার উপর সন্তুষ্ট আছে এমন বোধ হয় না—

"একি? আমার মৃতকন্যা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে—ইহা সত্য না কি? সত্যই সত্য কি লীলাবতী তুমি আমার ক্রোড়ে? আমি কি তোমারই মুখ সন্দর্শন করিতেছি? তোমারই অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি?" জানকীনাথ সহাস্য বদনে বলিলেন "এই লউন মহাশয়, আপনার মৃত কন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আনিলাম। শশিবিলাস বাবু আপনার বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করুন। নুড়ি নয় যথার্থ শালগ্রাম শীলা সাক্ষ্য করিয়া আপনি বিবাহ করিয়াছেন। যাঁহার শালগ্রাম আনা হইয়াছিল তিনিও এখনই আসিবেন। বিবাহে যিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন তিনি যথার্থই পুরোহিত—গোয়ালা নহেন; তাঁহাকেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে,তিনিও আসিতেছেন। আমিই উঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, আপনার অন্যান্য বিবাহগুলি জাল হইলেও এটা ঠিক্। ইহাতে আমার বিশেষ কোন স্বার্থ ছিল, এজন্য আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এটা ঠিক করিয়াছিলাম। আপনার ছিদ্র আমার জানা থাকিলে ভবিষ্যতে আপনাকে হাতে রাখিতে পারিব এবং পাছে আমার দ্বারা আপনার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয় এই ভয়ে আমি যখন যাহা চাহিব,তাহা আপনি তৎক্ষণাৎ দিতে বাধ্য হইবেন এই উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছিলাম।"

"সকলেরই হৃদয়ে আনন্দ লহরী বহিতে লাগিল। লীলাবতী

কলঙ্ক হইতে অপনীত হইয়া রাহুমুক্ত শশিকলার ন্যায় শোভমানা হইলেন। লীলাবতীর মৃত্যু সংবাদ কি কারণে যজ্ঞেশ্বর মিথ্যা করিয়া বলিয়া ছিলেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় যজ্ঞেশ্বর বলিলেন "মহাশয়! ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আপনাকে কোনও উপায়ে কারাগার হইতে উদ্ধার করা। আপনি শশিবিলাস বাবুর সহিত সরলার বিবাহের সম্মতি দিলেই সমস্ত আপদ মিটিয়া যাইবে তাহা আমি জানিতাম এবং আপনার কন্যা জীবিতা থাকিতে কখনই একার্য্য করিবেন না—তাহাও নিশ্চয় জানিতাম, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলাম এবং আপনার গৃহিণীকেও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিলাম। ইহা ভিন্ন আপনাকে উদ্ধারের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

শশিবিলাস এইবার মহাবিভ্রাটে পড়িলেন তাঁহার ভবিষ্যৎ তিনি অন্ধকারময় দেখিলেন এবং তাহাতে ঝম্প দিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার মাতুলের পদদেশে লুঠিয়া পড়িলেন এবং বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, —"নরাধম! তুমি কিছুমাত্র দয়ার যোগ্য নহ। যাহা হউক যাহাতে বাবুগিরি না করিয়া ভদ্রলোকের মত দিনপাত করিতে পার, তোমার এরূপ সংস্থান করিয়া দিব। আমার এ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ লীলাবতীকে দান করিলাম। যদি তুমি স্ত্রীকে লইয়া সচ্চরিত্রতায় সহিত জীবন-যাপন করিতে পার তাহা হইলে অবশ্য তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে সাহায্য পাইবে।" শশিবিলাস আগ্রহ-সহকারে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপক্রম করিলে

রাজা বাহাদুর বলিলেন "আর মা যথেষ্ট হয়েছে, তোমার নীচত্বের আর অধিকতর পরিচয় দিতে হইবে না, এক্ষণে ক্ষান্ত হও।"

রাজা বাহাদুর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখানে আমাদের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত সকলেই অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, আমার বিবেচনায় অদ্য এই মহা আনন্দের দিনে তাঁহাদেরও সুখী করা উচিত। আপনি সদ্বিবেচক—দেখুন জানকীনাথ হইতেই আপনাদের এই সমস্ত সুখ ও সমৃদ্ধি; জানকীনাথের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? সাবিত্রী তোমারই বা কি মত? জানকীনাথকে পছন্দ হয় কি? সাবিত্রী "ও—মা" বলিয়া দৌড়িয়া তাহার মাতার নিকট যাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল! রাজা বাহাদুর বলিলেন, "সে কি সাবিত্রী—দেখ জানকীনাথ তোমার কত উপকার করিয়াছেন, এবং তোমার ভগিনীকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি জানকীনাথকে দশ হাজার টাকা দান করিলাম, এই টাকা লইয়া তোমরা সুখে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। সাবিত্রী তাহার মাতার ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা বাহাদুর বলিলেন ভাল! যদি জানকীনাথকে না চাহ—আমিই তোমাকে গ্রহণ করিব। সাবিত্রীর এইবার কান্না থামিয়া গেল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে অভিমান ভরে তাহার মাতাকে বলিল—"দেখ না মা উনি ঠাট্টা করিতেছেন।" রাজা বাহাদুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না সাবিত্রী আমি যথার্থই বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" সাবিত্রীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আমি বলিলাম, "আমার এমন কি ভাগ্য যে আপনি সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমাদের মধ্যে কেহই তাহার অন্যথা করিতে সাহসী হইবেন না।

আমি উপর্য্যুপরি এইরূপ সুখ ও দুঃখের উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণের জন্ত নির্জ্জনে বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, এবং মনে মনে মধুসূদনের অপার করুণা চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিলাম।